অথবা

(আদর্শ বঙ্গমহিলা।

"My life is for itself and not for a spectacle. I much prefe that it should be of a lower strain, so it be genuine and equal than that it should be glittering and unsteady."

"To be great is to be misunderstood."

R. W. EMERSON.

কলিকাতা।

মানকিভাঙ্গা, ৫ নং নীলমাধব সেনের লেন

বণিক যন্ত্রে,

এ, জি, সেন এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীআশুতোষ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

পরম পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা জগৎতারিণী মৈত্র

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

দেবি!

আপনার সৌভাগ্য-রবি অস্ত যাইবার প্রাক্‌কালেই আসিয়া আমি আপনার চরণে উপস্থিত হইলাম! যখন আপনার সংসারের সুখৈশ্বর্য্য ছিল, তখন আপনার নিকটে বাস করিয়াও আমি আপনাকে দেখিতাম না, আপনি আমায় জানিতেন না। আজ আপনি অনাথিনী—আজ বাস্তবিকই আপনি সংসারে দুঃখিনী!—মনুষ্যেরা সংসারে যে যে সুখ ভোগ করে আপনি আজ তাহা হইতে বঞ্চিত!

স্মরণ করিয়া দেখুন, দুঃখেই আপনার জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, দুঃখেই আপনার জীবন চলিয়া যাইতেছিল। সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন--আপনার সকল দুঃখের অবসান হইল, সকল অভাব ঘুচিয়া গেল। কিন্তু সে সুখ ত চিরস্থায়ী হইল না! সে সম্পদ ত জীবনের সঙ্গী হইল না! আপনি কি বুঝিতে পারেন না ভগবান আপনাকে আবার দুঃখিনী করিলেন কেন? আমরা ভাবিলাম, আপনি চিরদুঃখিনী হইয়া সংসার-সাগরে ভাসিয়া চলিলেন, ভগবান ভাবিলেন, আমার কন্যা এতদিন পরে পথ পাইল।

মা! যাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার সমাবেশ দেখিতে পাই, বল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়, তাঁহারা স্বভাবতঃই মানুষের প্রাণমন কাড়িয়া লন—শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনি আমার কি হন তাহা জানি না—তবে আমার দুঃখ কষ্টে আপনার চক্ষুজল দেখিয়া যখন অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের পরিচয় পাই, তখন 'মা, মা' বলে বারবার ডাকিতে ইচ্ছা করে; শুষ্কতায় ও অবিশ্বাসে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যখন আপনার সারগর্ভ উপদেশ, উৎসাহপূর্ণ আশার কথা শুনিতে থাকি, তখন আধ্যাত্মিক গুরুজ্ঞানে ভক্তি ভরে আপনার চরণে একটী প্রণাম করিতে ইচ্ছা করে; কোন সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যখন আপনার উৎসাহ ও সাহসের পরিচয় পাই—যথেষ্ট

সাহায্য পাই, তখন "সংসারে আমার কেহ নাই" এ কথা ভাবিয়া আর মনে ক্লেশ হয় না।

মা, তবুও আমি বুঝি না, আপনি আমার কি হন—নীচাশয় ক্ষুদ্রমনা হইয়া কেমন করিয়া আপনার উন্নত আত্মার উচ্চভাব বুঝিব? সংসারের অবিশ্বাসী লোকেরা 'রক্তমাংসের সংস্রবে' ভিন্ন মাতা পুত্রের উচ্চ সম্বন্ধ দেখিতে পায় না—দেখিলেও বিশ্বাস করে না। যাহা হউক, আজ একটী কথা রাখিতে হইবে—শরৎ কুমারীকে আপনার কাছে রাখিতে হইবে। আপনার এই বিষাদ রোদনের সময়ে শরৎ আপনার প্রাণের সঙ্গিনী হইয়া যদি আপনার অশ্রু মুচাইতে পারেন, ভক্তির সহিত চরণ সেবা করিয়া যদি কিয়ৎ পরিমাণেও আপনার শোক তাপ দূর করিতে পারেন—তবেই আমার আশা পূর্ণ হইল—সকল শ্রম সার্থক হইল। স্নেহানুগত

শ্রী—শ্রীঃ——

মুখবন্ধ।

প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া যাঁহারা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত, যাঁহাদের ওজস্বিনী ভাষা ভগ্নমনে জীবনময়ী আশার সঞ্চার করিতে পারে—নিদ্রিত প্রাণকে জাগাইতে পারে আমি তাঁহাদের পাদুকা স্পর্শ করিবারও যোগ্য নই। কল্পনা-কুশে সুন্দর সুন্দর কায়া নির্ম্মাণ করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালী যুবক যুবতীর নয়নরঞ্জন করিতে পারেন আমি তাঁহাদেরও পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারি নাই। দেশের সভ্যতা ও শিক্ষার অবস্থা অনুসারে পাঠক পাঠিকার রুচির পরিবর্ত্তন হয়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পাঠক পাঠিকার প্রাণের তৃষ্ণা সুললিত কবিতায় সুমিষ্ট ছন্দবন্দে অনায়াসেই মিটিত, আজ দেখিতেছি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান দর্শনই তাঁহাদের প্রাণের বস্তু হইয়াছে।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া, এইরূপ জানিয়া শুনিয়াও কোন্ সাহসে আমি দীনদরিদ্র শরৎ কুমারীকে লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে উপস্থিত হইতেছি? পাঠক পাঠিকাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা অনেক সময়ে অনেক শিক্ষিত যুবক যুবতীর অন্তঃকরণের পরিচয় লইয়া দেখিয়াছি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানদর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে; পিপাসায় হৃদয় শুষ্ক হইতে থাকে—শুষ্কবিজ্ঞান দর্শনে তাঁহাদের সেই পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। স্বদেশীয় পুণ্য-শ্লোক নর নারীগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠেই তাঁহাদের সেই তৃষ্ণা কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হয়—এই মাত্র আমার সাহস—এই মাত্র আমার ভরসা। নানাদিক হইতে ঘটনা আহরণ করিয়া শরৎ কুমারীর কায়া সৃষ্টি করিতে হয় নাই—কল্পনা মন্ত্রে ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি নাই। শরৎ কুমারীর জীবনে আড়ম্বরের লেশ নাই। নগরের জন কোলাহল, সভ্যতার ঘোরতর আন্দোলন, অবস্থার ভয়ানক পরিবর্ত্তন কিছুতেই শরৎ কুমারীর হৃদয়ের স্থৈর্য্য ও শান্তি অপহরণ করিয়া শরৎ কুমারীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। শরৎ সুসভ্য সমাজে পরিচিত না হইয়া, মতের চক্রে না ঘুরিয়া আপনার ভ্রমেই আপনি সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে যে দুই একজন লোক শরৎ কুমারীর দর্শন পাইয়াছেন তাঁহারাই শরতের জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, পবিত্রতার সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া অশুচি দেহ মন শুচি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। গ্রন্থকার——

শরৎকুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুরশিদাবাদের অনতি দূরে একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইতে, দুইটি যুবক সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভাগীরথীর তীরাভিমুখে আসিতেছেন। যুবকদ্বয়ের মুখ গম্ভীর, প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ কোমলতা স্পর্শেও সে কঠোর গাম্ভীর্য্য একটুকু কমনীয় ভাব ধারণ করিতেছে না। একের সহিত অন্যের বাক্যালাপ নাই, যাঁহার ভাবে তিনি চলিয়াছেন,—পরস্পরের সহিত যেন কোন আলাপ পরিচয় নাই। অথচ উভয়ের মুখের দিকে তাকাইলেই বোধ হয় যেন উভয়ে একটি বস্তুর বিষয়ই ভাবিতেছেন—দুইজনের একই লক্ষ্য—এক লক্ষ্যের মধ্য দিয়া এক হইয়াই যেন দুইজন চলিয়া যাইতেছেন।

যুবকদ্বয় ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে আসিয়া ভাগীরথীর কূলে উপবেশন করিলেন। দুইজনেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। সংসারের উত্তাপে প্রাণ অস্থির হইয়াছিল, শরীর ছট ফট করিতেছিল, তাই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় যুবকদ্বয় খানিকক্ষণ প্রকৃতির অনন্তবক্ষে ক্ষুদ্র প্রাণ দুটী ঢালিয়া দিয়া রহিলেন,—পুরাতন সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্ররাজ্য ছাড়িয়া প্রাণ দুটী এক অসীম নূতন রাজ্যে যাইয়া নূতন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। গোধূলির শশী অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর ন্যায় একটু একটু করিয়া মুখাবরণ টানিতে টানিতে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, সুধাময়ী শারদীয়া যামিনীর পূর্ণ লাবণ্যময়ী কান্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে যুবক দ্বয়ের শুষ্ক হৃদয় নবভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল। একবার ভাগীরথীর জলে, আবার মেঘের কোলে, চঞ্চল ছেলের ন্যায় শশধর কত রকম খেলা দেখাইতে লাগিলেন,—যুবক দ্বয়ের

অপরিণত হৃদয়েও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত প্রেমের ভাব কার্য্য করিতে লাগিল। হৃদয় মন যখন ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখন আপনা আপনি সঙ্গীত বাহির হইতে থাকে,—সে সঙ্গীত ভাষায় ভাল করিয়া ফোটেনা—সে সঙ্গীতের উৎপত্তি স্থান অতলস্পর্শ—সে সঙ্গীত আসিয়া যখন ফাঁকা হৃদয়কে ভাবে পূর্ণ করে তখন বাস্তবিকই অন্তরে বাহিরে কবিতার ছড়াছড়ি হইতে থাকে। যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন গান ধরিলেন ;—

বেহাগ,—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা হয় পড়ে থাকি জাহ্নবী পুলিনে।
কিম্বা চলে যাই কোন বিজন বিপিনে॥
সংসারের কলরবে, মন না চঞ্চল হবে,
প্রাণ খুলে গাব গীত হৃদয়ের তানে॥
কুটিল মনুষ্যগণ, না বোঝে পরের মন,
করে দিবানিশী পর ছিদ্র অন্বেষণ ;
মনোদুঃখ কারে কই, পরাণেতে সয়ে রই,
কে আছে এমন মোর শুনিবে যতনে॥
নাহি স্থান নাহি কাল, নাহি সমাজ জঞ্জাল,
স্বাধীন পরাণে সেথা করি বিচরণ ;
নাহি বংশ অভিমান, নাহি পদের সম্মান,
নাহি সংসারের চিন্তা, প্রকৃতির সনে॥

সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়োচ্ছাস অনেকটা গড়াইয়া পড়িল—হৃদয়ের বিষাদের ভারও একটু লঘু হইল। দ্বিতীয় যুবক এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনন্ত স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলেন ; শুনিতে শুনিতে যুবকের হৃদয়ে সুখ দুঃখ মিশ্রিত এক অননুভূত ভাব উথলিয়া উঠিল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজলের সহিত আবার সেই ভাবটুকু টস্ টস্ করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন—কাহারো মুখে কিছুক্ষণ কথা ফুটিল না। অবশেষে এক জন অপর জনকে বলিলেন,—"কেমন পুলিন, মানুষের পক্ষে সজন অপেক্ষাও নির্জনের বেশী প্রয়োজন,—মানুষের সহবাসে আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকে না, প্রকৃতির এমনই স্বাভাবিক

শক্তি, একবার ইহার সংস্পর্শে আসিলে আর মনের অশান্তি থাকেনা—আত্মার এমন অব্যর্থ মহৌষধ বুঝি আর নাই।”

পুলিন।—মানুষের পক্ষে সজন নির্জন উভয়ই সমান—মনের উপরে শাসন থাকিলে সজনে থাকিয়াও নির্জনের সুস্নিগ্ধ শান্তি উপভোগ করা যায়, আর মনের উপরে যার কোন আধিপত্য নাই, সে একাকী গহন কাননে বাস করিলেও সজনের সমস্ত জটিল প্রশ্ন, সমাজের সমস্ত সংকীর্ণ ভাব এবং সংসারের সমুদয় লাভও ক্ষতি গণনার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না।

পুলিনের কথা শুনিয়া আর তাঁহার বন্ধু কোন উত্তর করিলেন না, পুলিনের মুখের দিকে অনিমেষে কিছু কাল তাকাইয়া রহিলেন, পুলিনও সে কথা ছাড়িয়া আর একটী কথা পাড়িলেন।

পুলিন।—দেখ হেম, আমি শুনেছি, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে তোমার বাবার অনেক ঘরের কথা হয়, অনেক সময়ে ডাক্তার বাবুর পরামর্শ লইয়াই অনেক বৈষয়িক কাজ করিয়া থাকেন।

হেম।—এ বিষয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তার বাবুকে এসব কাজের ভয়ানক শত্রু বলেই জানেন।

পুলিন।—তোমর বাবা ত ভাই নির্ব্বোধ লোক নন? পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাঁর সুখ্যাৎ করে, শরৎকে তিনি যেরূপ ভালবাসেন অনেকের মাও সন্তানকে অত আদরে, অত যত্নে লালন পালন ক’রতে পারেন না।

হেম।—মা বেঁচে থাকৃতেও বাবা শরৎকে এই রূপ ভাবেই ভালবা’স্‌তেন; বাবা শরৎকে এতদূর ভালবাসেন বলে বড় পিসীমা বাবাকে কত গাল দেন, মেয়েকে অত আদর ক’রলে সে মেয়ে কখনও ভাল হয় না এই বলে কত সময়ে বাবাকে কাঁদান।

পুলিন।—তোমার বাবার ধর্ম্ম ভাবও শুনেছি বেশ আছে; সে দিন বিপিন্ দাদার মুখে শুন্‌লেম, ভগবানের নাম শু’ন্‌লেই কেঁদে ফেলেন; তাঁকে এই কার্য্যের দোষ গুণ একটু ভাল করে বুঝাইয়ে দিলেই তাঁর মন ফিরে যাবে।

হেম।—বাবার মহত্বের কথা শুনিলে অবাক হতে হয়; আমি বড় দিদির মুখে শুনেছি ছোট পিসে মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের জমিদারী লইয়া যখন মোকদ্দমা চলিতে ছিল তখন এক জন লোক আসিয়া আহ্লাদের সহিত এক দিন বাবাকে বলিল যে, এ বারে আর মিত্র মহাশয়ের হাত পা নাড়িতে হইবে না, পাঁচ হাজার টাকায় কমে কোন মতে আপিল চলিবে না, টাকা কোথাও পাচ্ছেন না, এবারে কাজেই হাত পা গুটাইয়ে ব'স্‌তে হবে। বাবা সেই দিনই বড় পিসীমার দ্বারায় ছোট পিসীমাকে ডেকে পাঠাইলেন। ছোট পিসীমা বাবার কাছে আসিলে, বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, শু'ন্‌লেম টাকার অভাবে তোমাদের মোকদ্দমা চ'ল্‌বে না, আমি ধার দিতে প্রস্তুত আছি, ইচ্ছা হইলে মিত্র মহাশয় যেন একবার আমার কাছে আসেন।

পুলিন।—আচ্ছা ভাই টাকা ধার না দিয়া মোকদ্দমাটা ছেড়ে দিলেই ত ভাল হতো?

হেম।—বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, জেঠা মহাশয় কিছুতেই রাজি হ'লেন না।

পুলিন।—তোমার বাবার মত মহৎ লোকে কখনো বুঝে সুঝে শরৎ কুমারীকে চিরদুঃখিনী ক'র্‌বেন না। ডাক্তার বাবুর দ্বারায় কথাটা পা'ড়লেই আমাদেরও ব'ল্‌বার সুবিধা হয়।

হেম।—আচ্ছা তাই হবে, এখন এস যাওয়া যা'ক্, রাত কম হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুরশিদাবাদে স্বর্ণগ্রাম; সেই খানে শরৎ কুমারীর পিত্রালয়। শরৎ কুমারীর বাবা হর গোবিন্দ রায় খুব বড় লোক। জমিদারী আছে, নগদ সম্পত্তিতেও মুরসিদাবাদের মধ্যে এক জন চিহ্নিত লোক।

হর গোবিন্দ রায় এক পুরুষে বড় মানুষ নন,—পুরুষানুক্রমেই ধনে, মানে এবং বংশ মর্য্যাদায় দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ। অতি শৈশবেই শরৎ কুমারী মাতৃ হীনা হন। শরৎই মাতার শেষ সন্তান। শরতের মার কাল হইলে পরে হর গোবিন্দ বাবুর আত্মীয় স্বজনেরা পুনঃ দার পরিগ্রহ করিবার জন্য হর গোবিন্দ বাবুকে অনেক অনুরোধ করিয়া ছিলেন। হর গোবিন্দ বাবু কাহারো কথা শুনিলেন না। কন্যার লালন পালনের ভার কাহারো হাতে না দিয়া হর গোবিন্দ বাবু নিজেই মার মত সকল করিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতিপালনই হরগোবিন্দ বাবুর একটী বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইল। অনেক সহ্য করিয়া, অনেক গু মূত ঘেঁটে আজ হরগোবিন্দ-বাবু ছোটটী বড় করেছেন—যাহার জীবনের কোন আশা ছিলনা আজ সেই শরৎ দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, আজ হরগোবিন্দ-বাবু সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছেন। দশমী বর্ষে কন্যা সৎপাত্রস্থ করা বড়ই পুণ্যের কাজ, তাই হরগোবিন্দ-বাবুর প্রাণে এত আনন্দ। আনন্দের সময় স্বভাবতঃই প্রিয় জনের বিরহানল জ্বলিয়া উঠে, সমুদয় ভূত ঘটনা প্রাণে জাগিয়া উঠে। আনন্দাশ্রুর সহিত বিষাদ বারি মিশিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য হয়, হর্ষের প্রফুল্লতার উপরে বিষণ্ণের মলিনরেখা পড়িয়া এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। শরৎকে সৎপাত্রস্থ ক'রবেন এই সুখের স্বপ্নের মধ্যে হরগোবিন্দ-বাবু মৃত বন্ধুর স্বর শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন, তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যার ভাগ্যে সুখ নাই, সুখের কারণ সত্বেও দুঃখ আসিয়া তার দ্বারে অনাহূত উপস্থিত হয়। হরগোবিন্দ-বাবু আজ দশবৎসর কাল শুধু কর্ত্তব্যের পথ লক্ষ করিয়া, জীবনের সমস্ত ভোগ বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া, কত যত্নে, কতকষ্টে শরৎকে বাঁচাইয়াছেন, আজ বাদে কাল সেই অতি আদরের ধন শরৎকুমারীকে বিয়ে দিবেন, এচিন্তা জগতে আর কাহারো কাছে ভাল নালাগিলেও হরগোবিন্দ বাবুর প্রাণে বড়ই ভাললাগিবার কথা। কিন্তু হরগোবিন্দবাবু এবিষয়ে যতই ভাবিতেছেন ততই সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখরাশি আসিয়া তাঁহার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিতেছে। সহধর্ম্মিণীর ভালবাসা, তাঁর আশ্চর্য্য পতিভক্তি, সতীত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, রোগ যন্ত্রণা ও তাঁহার অকাল মৃত্যু, একটী একটী করিয়া সকল কথা

হরগোবিন্দ-বাবুর প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু এক মাত্র পুত্র হেমেন্দ্র নাথকে ডাকিলেন, হেম কাছে আসিলেন, বলিলেন—"কেন বাবা?"

বাবা বলিলেন,—পাবনার গুরুদাস রায়চৌধুরীর বড় ছেলের সঙ্গে আমাদের শরতের বিয়ের কথা হয়েছে, ছেলেটী মন্দনয়—ঘর বড় উভয়ই ভাল।

হেম। আমি শুনেছি সেটী ছেলেনন, বুড়োর বাবা, বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, দেখ্‌তেও মাকালীর বড় পুত্র, বিদ্যে বুদ্ধিতেও মাস্বরস্বতীর চির শত্রু।

বাবা। কার মুখে শু'ন্‌লে বাপ্‌ আমার?

হেম। কেন, ডাক্তার বাবু তাদের বিষয়ে বেশ জানেন, ডাক্তার বাবু কি এবিষয়ে আপনাকে কিছু বলেন নাই?

বাবা। ডাক্তার বাবুকে আমি এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিনাই, জিজ্ঞাসা কর্‌বারও ইচ্ছানাই; তিনি একেত অল্পবয়সে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ভয়ানক বিরোধী, তাতে আবার হয়ত কারো মুখে ছেলেটীর দোষের কথা শুনে থা'ক্‌বেন, তিনি কোন মতেই এপ্রস্তাবে সম্মত‌ হবেন না।

হেম। তবে কি আপনি জেনে শুনেই শরতের সর্ব্বনাস কর্‌বেন? এত কষ্টে যে এই দশবৎসর কাল শরৎকে লালন পালন করেছেন তার কি এই পরিণাম?

বাবা। "হেম, বাবা," বলিতে বলিতে হর গোবিন্দ বাবু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রও স্থির থাকিতে পারিলেন না—হেমও ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, হরগোবিন্দ বাবু হেমেন্দ্রকে কাঁদিতে দেখিয়া হৃদয়ের বেগ একটু সম্বরণ করিলেন, কাঁদ কাঁদ স্বরে আবার হেমকে বলিতে লাগিলেন;—"হেম, শরৎ আমার বড় দুঃখের ধন! আমার কপাল বড় মন্দ, তাই বড় ভয় হইতেছে আমি বুঝি আর শরৎকে সৎপাত্রস্থ করে যেতে পারিনে! তোমরা বাধা দিওনা, আমার কথা রাখ, বাপ আমার, খেতে পরতে শরৎ কোন দিনও ক্লেশ পাবেনা—আমি কি শরতের শত্রু? এই বলিয়া আবার কেঁদে ফেলিলেন।

হেম। আচ্ছা, এ বিষয়ে আর একবার জা'নলেই বা ক্ষতি কি?

বাবা। তা জা'নতে চাও, একজন লোক পাঠিয়ে দেওয়া যা'ক্; আমি যখন কথা দিয়েছি তখনই বাক্‌দান হয়েছে, আমি কোনমতে সে কথার অন্যথাচরণ ক'র্‌তে পারিব না।

হেম। তবে আর মিছে মিছি লোক পাঠিয়ে ফলকি? আচ্ছা, এবিষয়ে শরৎকে কিছু বলেছেন কি?

বাবা। দশ বছরের বাছা আমার কিইবা বোঝে?

হেম। কি অন্যায় কথা, দশ বছরের মেয়েকে চল্লিশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তাতে আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ও নেই! আপনি যাখুসী করুনগে, আপনি সুখীহউন আমি চল্লেম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন হেমেন্দ্রনাথ পিতার সহিত শরৎকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কথোপকথন করিতে ছিলেন তখন শরৎ একবার হেমেন্দ্রকে ডাকিতে যাইয়া যাহা কখনো দেখেন নাই তাহা দেখিতে পাইলেন—দাদাকে বাবার সহিত মুখে মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে শুনিলেন। শরৎ অবাক হয়ে সেই ঘরের দালানে কিছু কাল দাড়াইয়া দুই এক কথা শুনিতেও পাইলেন। যখন বুঝিলেন তাঁহার বিষয় লইয়াই দাদা বাবার সহিত বাদানুবাদ করিতেছেন তখন আর শরৎ সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন না, ঘরের দ্বারের কাছে ছুটে যাইয়া "দাদা, দাদা" বলে ডাকিতে আরম্ভ-করিলেন। সে ডাকের যেন কোন অর্থ নাই,—দেখিতেছেন দাদা পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তবু ডাকিতেছেন। দাদার চোখ ফিরিল, শরৎ আবার ডাকিলেন—"ও দাদা এসোনা?" হেমের মুখ মলিন, চোখের জলের চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণলুপ্ত হয় নাই, চোখ মুখে যেন বিষাদের কালি ঢালিয়া পড়িয়াছে। শরৎ সকলই

দেখিলেন, সকলই বুঝিলেন, জোর করিয়া চোখের জল টানিয়া রাখিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র শরৎকে লইয়া খিড়কীর পুকুরের দিকে গেলেন। দুই ভাই বোনে পুকুর পাড়ে ফুলের বাগানে বসিলেন। হেমেন্দ্র দুই তিন বার "শরৎ, শরৎ" বলে চুপকরিয়া রহিলেন—চোখের জলের ভারে চোখ দুটী বুজিয়ে যেতে লাগিল, দুই এক ফোঁটা জল সরিয়া গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। শরৎ দাদার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া দুইহাতে তাঁহার চক্ষু-জল মুচিতে লাগিলেন, আর নিজের চক্ষু-জলে দাদার উত্তপ্ত হৃদয়টী শীতল করিয়া দিলেন। হেমেন্দ্র কত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই শরৎকে শান্ত করিতে পারিলেননা—শরতের দুঃখের সাগর ক্রমশঃই উথলিয়া উঠিতে লাগিল—ক্রমেই চেঁচিয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হেম শরতের মাথাটী আপন কোলের উপরে রাখিয়া টিপিতে লাগিলেন আর "লক্ষ্মীবোন্ আমার, ছ্যাঃ অমন ক'র্তে আছে? " ইত্যাদি বলিয়া বোন্‌কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। শরতের দুঃখের ভার একটু কমিল; শরৎ দুই হাতে চোখ মুচিতে মুচিতে বলিলেন—"বল তুমিতবে আর কাঁদ্‌বেনা" ?

হেমেন্দ্র ববিলেন—শরৎ, আমার মনে কত দুঃখ! মনের দুঃখে, মনের বেদনায় কখনও কখনও একটু কান্নাপায়, একটু নির্জ্জনে বসিয়া কাঁ'দ্‌লে প্রাণের জ্বালাটা অনেক কমে যায়। তোমার দুঃখকি শরৎ?—আমরা থা'কৃতে তোমার কিসের দুঃখ?

শরৎ। আমার কেন কান্নাপায় বুঝ্‌তে পারিনে, মনের মধ্যে কেমন করে, আর না কেঁদে থা'কৃতে পারিনে।

হেম। শরৎ, তোমার মনের মধ্যে কেমন করে আমায় বলনা বোন্?

শরৎ। তোমায় কাঁদ্‌তে দে'খ্‌লে আর আমার প্রাণে সয়না, আমার বুক ভেঙ্গে কান্না পায়,—তুমি কাঁদ্‌লে কেন দাদা?

হেম। যাঁর কাছে আব্দার খাটে তিনি যদি কোন আব্দার না সন তবেই কান্না পায়।

শরৎ। কারকাছে আব্দার খাটে—ও দাদা বলনা কারকাছে আব্দার খাটে?—বাবারকাছে না বড়পিসীমার কাছে?

হেম। "যার কাছেই লোকের বেশী আব্দার খাটে," বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের চক্ষু ভার হইল, অতি কষ্টে চক্ষু-জল সংবরণ করিয়া আবার বলিলেন,—"যার কাছেই সব চেয়ে বেশী আব্দার খাটে, তা, আমাদের ত আর মা নাই, এখন বাবাই আমাদের আব্দারের স্থল।"

শরৎ। বাবা তোমার কথা শোনেন না?

হেম। "বাবা তোমার বিয়ে দিবেন স্থির করেছেন।" শরৎ একটু মলিন মুখে মাথা হেট করে রহিলেন। হেম বলিলেন,—"শরৎ এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস? ঠিক বল দেখি তোমার মুখ খানি কেন অত মলিন হলো"?

শরৎ। "আচ্ছা যাও, আমি তোমায় ভালবাসিনে!" বালিকা শরৎ সকল সইতে পারেন, "দাদাকে শরৎ ভাল বাসেননা" একথা গুলি শরতের প্রাণে সহ্য হয়না। শরৎ বাবার তিরস্কার সইতে পারেন, পিসীমা গাল্ দিলে হেসে উড়াইয়া দিতে পারেন,সমবয়স্কা মেয়েরা অবমাননা করিলে তাদের সঙ্গে আর নামিশে মনের সুখে একেলা থা'কৃতে পারেন; কিন্তু দাদা এক বার একটু মলিন মুখে কথা বলিলে আর শরতের প্রাণে সয়না, মনে খুব অভিমান হইলেও দাদার কাছ ছাঁড়া হয়ে একটী দিন থা'কৃতে পারেননা। শরৎ নিতান্ত মলিন মুখে একটু সরিয়া বসিলেন। হেমেন্দ্র বুঝিলেন তাঁহার কথা শরতের প্রাণে বড় লেগেছে; হেমেন্দ্রও শরতের কাছে সরিয়া বসিলেন। শরৎ ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র বলিলেন,—"শরৎ আমি কি আর সত্যি সত্যিই ও কথা বলেছি? তোমায় রাগাবার জন্যই বলেছি।" শরৎ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন,—"কেন, তোমায়ত আমি আমার সব কথাই বলেদি, তবে তুমি ওকথা বল্লে কেন?"

হেম। কি বল্লেম্রে পাগ্‌লি? তুমি আমায় বল্‌বেনা, আমি তোমায় বল্‌বোনা, তবে কি আমারা ব'ল্‌তে যাব পাড়ার লোককে?

শরৎ। আমি কি বল্‌বো আগে আমায় বলে দেও?

হেম। তোমার মনের কথা আমি কিকরে বু'ঝ্‌বো?

শরৎ। "কেন তুমিইত আমায় বলেছিলে?" এই বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না, যেনকেহ আসিয়া শরতের মুখে হাত চাপা দিল।

হেম। কি বলেছিলেম আমারত এখন মনে হচ্ছেনা, তুমি বলনা না লক্ষীটী ?

শরৎ। তা আমি কখনও ব'ল্‌বোনা—আচ্ছা আগের অক্ষরটী বলি।

হেম। কিসের আগের অক্ষর ব'ল্‌বে, আগে বিষয়টী ভাল করে বুঝায়ে বল ?

শরৎ। "তুমি যে এক দিন বলেছিলে কার সঙ্গে বিয়ে হওয়া ভাল।" শরৎ আর বলিলেন না, হেমেন্দ্রর সকল কথা মনে পড়িল। হেমেন্দ্র এক দিন শরৎকে বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন, যার ধর্ম্ম নাই তাকে বিয়ে ক'র্‌তে নাই; জমিদার, বড় বড় লোক, সংসারের ধনী মানীরা প্রায়ই স্বার্থপর সংসারী হয়ে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে, ধর্ম্ম থাকিলেও অর্দ্ধেক ধর্ম্ম লইয়াই তাঁহারা সুখে থাকেন—তাঁহারা সংসারকেও চান ঈশ্বরকেও চান; যাঁহারা বড় বড় চাকুরী করেন, তাঁহারা প্রায়ই সংসারের সুখ ও মানের সেবা করিয়া সুখী হন; এই সকল কথা হেমেন্দ্র শরতের মনে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, শরতের মনে ধর্ম্মের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায়ে দিয়া ছিলেন, স্বাধীন ভাবের একটু আভাস্ দিয়েছিলেন, গরিবের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব উদ্দীপিত করে দিয়ে ছিলেন, এবং সংসারের ধন মানের উপরে বিতৃষ্ণা জন্মায়েদিয়েছিলেন। সেই দিন যে শক্তি শরতের ক্ষুদ্র প্রাণটীকে নেড়ে দিয়ে ছিল, সেই শক্তিই কালে বিকশিত হইয়া শরৎকে জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিল। হেমেন্দ্র অনেক কথা বলিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন,"আমরা সচরাচর দেখিতে পাই,ডাক্তার এবং মাষ্টার এই দুই শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় ভাল মানুষ হন। ইহাদের সঙ্গে যাঁহাদের বিয়ে হয় তাঁহারাও দেখেছি জ্ঞান ধর্ম্মে বেশ উন্নতি লাভ করিয়া মনের সুখে কাল কাটান।" হেমেন্দ্রের এই শেষের কথাটী শরৎ-কুমারীর মূলমন্ত্র হইয়াছিল। তাই শরৎ দাদাকে বলেছিলেন—"তুমিইত বলেছিলে ?" কিছু কাল ভাইবোনে চুপ করিয়া রহিলেন; হেমেন্দ্রই আবার আগে কথা কহিলেন, বলিলেন—"এছেলের বেশ জমিদারী আছে শুনেছি খুব বড় মানুষ।"

শরৎ। তাঁর জমিদারী থা'কৃলে আমার কি ?

হেম। কেন, তুমি কত সুখে থা'কৃবে, কত গয়না পাবে, কত দাস দাসী হবে, টাকা থা'কৃলে মানুষের কত সুখ হয় তাকি আর বুঝ্‌তে পারনা ?

শরৎ। তোমার কথা আর শুন্‌বোনা, যা মনেকরে রেখেছি তাও ভুলে যাব—তোমার দিন দিন নূতন কথা।

হেম। আচ্ছা, শরৎ, বাবা যদি কোন মতেই কথা নাশোনেন তবে কি হবে ?

শরৎ। কেন, তুমি থা'কৃতে আমার ভয় কি ?

হেম। তুমি আমার সঙ্গে রাজসাহী যেতে পা'র্‌বেত ?

শরৎ। বাবাকে নাবলে ?

হেম। হ্যাঁ।

শরৎ। না, তাপা'র্‌বনা।

হেম। আচ্ছা মনে কর., সেখানে যে লোক গিয়েছে সে যদি এসে বলে যে, যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তিনি খুব খারাপ লোক, তবে তুমি কি কর্‌বে ?

শরৎ। আমি কি ক'র্‌তে পারি ? বাবার যাইচ্ছা তিনি তাই ক'র্‌বেন, আমি তোমার কাছেথেকে লেখা পড়া শিখ্‌বো ?

হেম। এমন বাপ যেন কাহারো হয়না !

শরৎ। তোমার পায় পড়ি, দাদা, আমার বাবাকে কিছু ব'ল্‌তে পা'র্‌বেনা ?

হেম। না, শরৎ, আমি বাবার নিন্দা কর্‌ছিনা, প্রাণে বড় লাগে, তাই দু এক কথা বেরোয়ে পড়ে।

শরৎ।—কেন, তুমিইত একদিন বলেছ "একজন আর এক জনকে ভাল নাবাস্‌লে বিয়ে হয়না," আমি সেকথা শুনেছিলেম ; আমিও যদি কাহাকে ভাল নাবাসি তবে আর আমার বিয়ে হবেনা।

হেমেন্দ্র দেখিলেন দশবছরের বালিকা এতদূর বুঝিয়াছেন ; যে কথা গুলি হেমেন্দ্র হৃদয় হইতে নাবলিয়া অনেক সময়ে শুধু মুখেই বলেছেন, শরৎকে নাবলিয়া অন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেছেন, শরৎ তাহাও মনোযোগের

সহিত শুনিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শরতের কথা শুনিয়া হেমেন্দ্র অবাক হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভগ্ন মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। হেম আকাশের দিকে চেয়ে দেখিলেন তারা উঠেছে, চাঁদ ভাল করে দেখাদেয় নাই, গাছের পাতায় টুপ্ টাপ্ শব্দে শিশির পড়িতেছে—দু এক ফোঁটা হেমের গায় মাথায়ও পড়িয়াছে। হেম বলিলেন—"চল শরৎ ঘরে যাই, রাত হয়েছে আর ব'স্‌তে নাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই দিনের মধ্যে পাবনা হইতে লোক ফিরিয়া আসিল। কুলাচার্য্যের সব জুয়াচুরী ফাঁক হইয়া পড়িল। হেমেন্দ্রনাথের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। পিতার সহিত হেমেন্দ্রের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। জেনে শুনে, বুঝে সুঝেও হরগোবিন্দ-বাবু টলিলেন না। বাক্‌দানই ব্রহ্মবাণ হইল। হেমেন্দ্রনাথের সকল চেষ্টা বিফল হইল—অনেক দিনের আশাকুসুম আর ফুটিবার সুযোগ পাইলনা—কোরকেই শুকাইয়া গেল। হরগোবিন্দ-বাবু নিরেট ভাল মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক অল্পই মিলে। যখন যাহা বলিবেন তাহা কার্য্যে পরিণত নাহওয়া পর্য্যন্ত হরগোবিন্দ-বাবু যেন উন্মাদের ন্যায় ফিরিতেন। তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে তিনি অশিক্ষিত হইয়াও গ্রামের শিক্ষিত দলের উপরে আধিপত্য করিতেন। সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহার নিকটে গ্রামের নর নারীগণ মস্তক অবনত করিতেন। তবে এই সকল স্বাধীন ভাব জ্ঞানালোকে স্ফুরিত এবং পরিমার্জ্জিত নাহওয়াতেই অনেক সময়ে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়—নৈতিক সাহসের পরিবর্ত্তে অন্ধ গোড়ামী হইয়া দাঁড়ায়।

শুভকর্ম্মে বিলম্ব করার দোষ অনেক; বিঘ্ন বিপদ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়াই হরগোবিন্দ বাবু গ্রামের শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ব্বেত্তা নিমানন্দ ভট্টাচার্য্যের জন্য লোক পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক সংস্কৃত বচনের শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে মাঘ মাসের উনত্রিংশ দিবসে, শুক্ল পক্ষের গোধূলিতে বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন। বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই দূরদেশস্থ আত্মীয় বান্ধব আসিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে বড় ঘটা। আমোদ হিল্লোলে বাড়ী ঘর নাচিতেছে, উৎসব কল্লোলে চারিদিক ঝম্ ঝম্ করিতেছে। উৎসবের দিন গুলি যেন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়। আজ উনত্রিশে মাঘ, আজ শরৎ কুমারীর বিয়ে। আজ পরিবার বর্গের মনে, আত্মীয় বান্ধবের মনে কত সুখ, কত আনন্দ। আজ পাড়ার বৌ ঝি আসিয়া নানা কাজে খাটিতেছেন। যুবতীগণের আজ আর বিশ্রাম নাই—কেহ রাঁধিতেছেন, কেহ ঢালিতেছেন, কেহ বা মেয়েদের পরিবেষণ করিতেছেন। অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুরমণীগণ সভ্যতার ধার ধারেন না, গায় ফুঁ দিয়ে উপরে উপরে চালাকী করিতে জানেন না, বাহিরে বাহিরে অর্দ্ধেক প্রাণে কোন কাজ করিতে পারেন না। তাই আজ তাঁহারা পরের সুখে সুখী হইয়া, পরের বাড়ীর উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়া, কোমর বাঁধিয়া পূর্ণ প্রাণে খাটিতেছেন। প্রাচীনাগণ বাড়ীর নবাগতা রমণীগণের সঙ্গে ঘর বরের কথা কহিতেছেন। বৃদ্ধগণ বাহির বাটী বসিয়া সাধ মিটাইয়া গুড়ুক টানিতেছেন আর কর্ত্তাকে শুনাইয়া চাকর বেচারাদের উপরে লম্বা হুকুম জারি করিতেছেন। যুবতীগণের ন্যায় অনেক উদারচেতা যুবকগণও আজ রোদ বৃষ্টি না মানিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। যাঁহারা সাধারণ নিমন্ত্রিতগণের ন্যায় পরের বাড়ী ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, মানের লাঘব হইবে এই আশঙ্কা করিয়া যাঁহারা হাত পা গুটাইয়া বসিতে পারেন না, তাঁহারাই আজ হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে খাটিয়া খাটিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে লাগিলেন। আর দশ জন যুবকের সঙ্গে মিশিয়া হেমেন্দ্রও খাটিতেছেন। হেমেন্দ্রের প্রাণে যেন স্ফূর্ত্তি নাই, দেহে যেন বল নাই, কার্য্যের যেন কোন উদ্দেশ্য নাই, তবু খাটিতেছেন। হেমেন্দ্রের প্রাণের যাতনা

অনুভব করিয়া, মুখ খানি মলিন দেখিয়া বন্ধুদের মধ্যে যাঁহার প্রাণে লেগেছিল তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হেমেন্দ্র কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না—প্রাণ খুলিলেও মুখ ফুটিল না।

শুভদিনের ঘড়ী গুলি যেন কিছু অনিয়মিত রূপে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে, আয়োজন হইতে না হইতে, কর্ত্তব্যজ্ঞানী দিবাকর কর্ত্তব্যের জগতে প্রেমের আয়োজন দেখিয়া মলিনমুখে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। প্রেমে পূর্ণ হইয়া প্রেমশশী হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জগৎ হাসিল, প্রেমিকের হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত। বর কন্যা, পুরোহিত, কন্যা কর্ত্তা প্রভৃতি বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। মেয়েরা পর্দ্দার আরাল থেকে উকি ঝুঁকি মারিয়া বর দেখিতে লাগিলেন। হেমের মা বিধুর মার সঙ্গে টেপা টিপি করিতে লাগিলেন; সৌদামিনী কামিনীর কাণে কাণে যেন কি কহিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন,—"ভাগ্যে আজ শরতের মা নাই, উঃ মেয়েটার কি দুরাদৃষ্ট!" হেমলতা তাহার মাকে বলিলেন, "মা, শরতের বাবা কি আগে জান্‌তে পেয়েছিলেন না! এটাকে দেখ্‌তে যে ভয় করে, ওযে শরতের বাবার চেয়েও বড় হবে; মা, শরৎ কেমন করে ওর সঙ্গে কথা কইবে, ভয় পাবে না?" সকলের চেয়ে বিধুর বেশী লেগেছে। শরতের প্রাণের বন্ধু বিধু বড় চটেছেন। বিধু বলিলেন, "হেম, পোড়ার মুখোর রকম দেখেছ? আমরি, ঐ পাকাচুল আবার ফেরোন হয়েছে? শরৎ বেচারীর মাথাটী খেতে এসেছেন, শীগ্‌গির শীগ্‌গির যমের বাড়ী যাও।" রমণীগণের মহাসভায় এইরূপ যাঁহার যে বক্তব্য ছিল তিনিই তাহা স্বীয় স্বীয় মন্তব্যের সহিত ঝাড়িলেন। হেমেন্দ্রের বন্ধুগণও এতক্ষণে হেমেন্দ্রের গম্ভীর বিষাদের কারণ বুঝিলেন। হরগোবিন্দ বাবু একবার জামাই দেখিয়া গিয়া শয়নাগারে দ্বাররুদ্ধ করিলেন। চলিত পদ্ধতি অনুসারে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। আহারাদির পূর্ব্বেই হরগোবিন্দ বাবু কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-

গণকে যথোচিত সমাদর করিলেন। আহারান্তে নিকটের বন্ধুবান্ধব-গণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরৎ কুমারীর বিবাহের পাঁচ ছ মাস পরে শরতের শ্বশুর বৌমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হরগোবিন্দ বাবুর নিকটে লোক জন পাঠিয়ে দেন। হরগোবিন্দ বাবু সাত পাঁচ ভাবিয়া মেয়েকে একবার পাঠাইবেন স্থির করিলেন। পাবনা হইতে লোক আসিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই শরৎ একটু একটু জ্বর বোধ করিতেছিলেন। হরগোবিন্দ বাবু তাহা জানিতেন না, বিয়ের পরে কখনও কোন অসুখ হইলে শরৎ কাহাকেও কিছু বলিতেন না—মনে মনে ভাবিতেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মর্‌তে পার্‌লেই বাঁচেন। হরগোবিন্দ বাবু শরতের ঘরের দিকে গিয়া দেখিলেন, শরৎ লেপ গায় দিয়ে শুইয়া আছেন। হরগোবিন্দ বাবু কিছু না বলিতেই শরৎ বলিলেন,—"বাবা, আমায় একটু জল দিতে বলনা?" হরগোবিন্দ বাবু জল আনিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎ, তোমার অসুখ করেছে? শরৎ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—হাঁ, আজ দুদিন একটু একটু জ্বর হচ্ছে।

হরগোবিন্দ। আমায় বল নাই যে?

শরৎ। একটু জ্বর হয়েছে, ভাত না খেলেই সেরে যাবে।

হরগোবিন্দ। শরৎ, তোমার শ্বশুর লোক পাঠাইয়াছেন, তোমাকে তিনি একটীবার দেখ্‌তে চান; তা এবারে আর হচ্ছে না—এ অসুস্থ শরীরে বিদেশে যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়।

বোধ হয় শরৎ মনে মনে বলিলেন "“বাঁচ্‌লুম।” শরৎ, আর বেশী দিন নাই, শীঘ্রই তুমি বাঁচিবে। তোমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র বালিকার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি আমরা এমন কোন জ্যোতিষ গণনা শিখি নাই। কিন্তু তোমার ভবিষ্য জীবনের উজ্জ্বল অংশে বিশ্বাসবলে আমরা এখনই প্রবেশ করিতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাবলীও একটী মহান ইচ্ছার অপেক্ষা করে। আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি সর্ব্বত্রই সেই মহান ইচ্ছার জয় হইতেছে—সে ইচ্ছা কখনও অন্যায় ও অসত্যকে সংসারে তিষ্ঠিতে দেয় না। সেই ইচ্ছাময় মহাপুরুষের যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবন চালাইবার এক মাত্র আইন। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা কর্ত্তব্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি, সত্যের সাক্ষী হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত কিছুই সহ্য করিতে পারে না। ভগবানের কাজ তিনিই করিয়া লয়েন। তাঁহার ইচ্ছা প্রত্যেক জীবনে পূর্ণ হইবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার আয়োজন তিনিই করিয়া থাকেন। অবিশ্বাসী মানব নিজের অদৃষ্টের অহঙ্কার করে, অসম্ভব সম্ভব দেখিয়া, পথের ভিকারিণীকে রাজরাণী দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

পাবনার লোক ফিরিয়া যাইবার ১০। ১৫ দিন পরে একদিন হরগোবিন্দ বাবু একখানি চিঠি হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। শরৎ ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কার চিঠি বাবা?—মাসীমার চিঠি?” হরগোবিন্দ বাবু কোন উত্তর দিলেননা, গম্ভীর ভাবে ছল ছল নেত্রে, দ্রুত পদে শয়ন গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন।

শরৎ পিছনে পিছনে ছুটিলেন। ঘরের দ্বারে যাইয়া হরগোবিন্দ বাবু ফিরে চাহিলেন, দেখিলেন শরৎ সাথ সাথই রহিয়াছেন; কাঁদ কাঁদ সুরে মাথা হেট করে বলিলেন—“যাও মা, পিসীমার কাছে যাও।” শরৎ পিতাকে অতি বিষণ্ণ দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন, ছুটিয়া গিয়া পিসীমার কাছে বলিলেন—“বাবার যেন কি হয়েছে”—বারবার কেবল নিশ্বাস ফেল্‌ছেন, মুখখানি শুকায়ে গেছে, চোখদিয়ে দর্ দর্ করে জল প’ড়্‌ছে, তুমি একবার

বাবার কাছে যাওনা পিসীমা”? পিসী আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, অমনি ধেয়ে গিয়া দাদার ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন দ্বার বন্ধ। “দাদা দোর খুলেদাও, বিশেষ কথা আছে।” এই বলিয়া শ্যামাঠাকরুণ্ দুই তিন বার চীৎকার করিলেন—কোন সাড়াই নাই। অবশেষে দ্বারের উপরে ঘন ঘন করাঘাত করাতে হরগোবিন্দ বাবু উত্তর করিলেন, “কে, শ্যামা?” ‘হাঁ দাদা আমিগো।” হরগোবিন্দ বাবু দ্বার খুলিলেন. শ্যামাঠাকুরুণ গৃহে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন,—“দাদার মুখ এত মলিন যে?” হরগোবিন্দ বাবু ভেউ ভেউ করে কাঁ'দতে লাগিলেন। শ্যামা আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন “ও দাদা কি হলো?—কোন কুখপর পেয়েছকি?”

হরগোবিন্দ বাবু।—“শরতের যেমন কপাল,” বলিতে বলিতে আবার কঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামাঠাকুরুণ।—রামদাসের কোন খপর পেয়েছ?

হরগোবিন্দ।—আর কি বল্‌বো—আমার পোড়া প্রাণ এখনো বেরুচ্ছে না!

শ্যামাঠাকুরুণের আর বুঝিতে বাকি রহিলনা। তিনি সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার কান্না শুনিয়া পাড়ার লোক জড় হইল।

পিসীমার কান্না শুনিয়া শরৎ বেশ বুঝিলেন, তাঁর সংসারের সুখ ভোগের দিন জন্মের মত শেষ হইল, তাঁহার পার্থিব ধন অপহৃত হইল, বেশ অনুভব করিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী রামদাস আর এ মর জগতে নাই। শরৎ কাহাকেও কিছু নাবলিয়া ছাতের উপরে গেলেন; দাদা বাড়ীতে নাই, প্রাণের কথা বলিবার লোক নাই—এসংসারে শরৎ কুমারীর সুখ দুঃখ বুঝ্‌বার এক মাত্র লোক হেমেন্দ্র নাথ আজ বাড়ীতে নাই। শরতের প্রাণের ক্লেশ—কেন প্রাণ কাঁদিতেছে, কিসের জন্য প্রাণ অস্থির হচ্ছে—প্রাণ কি চায়, অনেক সময়ে শরৎ নিজে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না; দাদাকে সমস্ত হৃদয়টা খুলে দিতেন, দাদা শরতের সরল হৃদয়ের কোথায় কি ভাবটী লুক্কায়িত রহিয়াছে—কোথায় কোন সুখ দুঃখ টুকু লুক্কায়িত ভাবে কার্য্য করিতেছে, অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন, সহজেই শরতের দুঃখ যাতনা নিবারণ করিতে

জানিতেন। আজও শরতের প্রাণে কিসের যাতনা—কেন চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, শরৎ কিছুই বুঝিতেছেন না। রামদাসবাবুকেত শরৎ স্বামী বলে একবারও ভাবেন নাই, বিবাহের দিনে রামদাস বাবুর পা দুখানি ভিন্ন ত আর কোন অঙ্গই দেখেন নাই, বিবাহের পরে অনেক দিনইত দাদাকে বলেছেন, "রামদাস বাবুকে দেখিতে ভয় করে, ভাল বাসতে প্রাণ যায় না, তবে কেন আজ শরৎ রামদাসের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতেছেন? "উভয়ের সমান ভালবাসা না হইলে বিয়ে হয় না," দাদার এই অমূল্য কথাটাত শরৎ কদাপি ভুলেন নাই—জপমালা করে মনে মনে জপেছেন, তবে কেন শরৎ প্রাণের যাতনায় ছাতের উপর বসিয়া কাঁদিতেছেন? একাদশ বছরের বালিকা শরৎ অনেক গভীর বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া, মনুষ্যচরিত অধ্যয়ন করিয়া মনুষ্যেরা যে পরিপক্ক জ্ঞান লাভ করে, বালিকা শরৎ সে জ্ঞান কোথায় পাইবেন? ছোট বেলা হইতে দাদার কাছে যাহা শিখিতেন, দাদার মুখে যাহা শুনিতেন তাহাই সবল বিশ্বাসের সহিত শরৎ মনে করিয়া রাখিতেন, তাহাই বালিকার নরম মনে সহজে বদ্ধমূল হইত, কোন কারণে বিলোড়িত হইত না। জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে ক্ষুদ্র মনও প্রসারিত হয়, সংকোচিত মনও খুলিয়া যায়। আমাদের শরতের জীবনে আমরা এ সত্য বেশ লাভ করিয়াছি।

শরৎ খানিকক্ষণ ছাতে বসিয়া কি ভাবিলেন, খানিকক্ষণ খুব প্রাণ খুলিয়া কাঁদিলেন, আবার খানিকক্ষণ মাথা হেট করে কি ভাবিয়া যেন এক খানি করিয়া গায়ের সমস্ত গয়না গুলি খুলিলেন। পাড়ার মেয়েরা শরৎকে না দেখিয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা চেঁচিয়ে ডাকিতে লাগিলেন। শরৎ স্বর্ণের সুর শুনিয়া নীচে নাবিলেন। শরতের হাতে বালা, কাণে মাকড়ী না দেখিয়া স্বর্ণের প্রাণে বড় লাগিল; স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শরৎ তোমার বালা কি হলো? কাণের মাকড়ীই বা কোথা?" শরৎ যে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন তাহাই দেখাইলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না। পাড়ার প্রাচীনাগণ গয়না পর্‌বার জন্য শরৎকে

কত বুঝাইতে লাগিলেন। গয়না পরাতে যে কোন দোষ নাই, পাড়ার অনেক বিধবা যুবতীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। শরৎ কাহারো কথায় কোন উত্তর করিবার মেয়ে ছিলেন না বটে, কিন্তু কাজের বেলা বড় খাটি, কাজের সময় কাহারো দিকে দৃকপাতও করিতেন না।

শরতের এইরূপ মনের দৃঢ়তা ও স্বাধীন ভাবের জন্য অনেক সময়েই শরৎকে পাড়ার মেয়েদের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইত। আজও এই বিষাদ রোদনের দিনে সুভাষিণী রমণীগণ "অহঙ্কারে মেয়ে, একগুঁয়ের শেষ" ইত্যাদি মধুর বচনে শরতের উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিতে ছাড়িলেন না। কেহ কেহ দয়া করে এতদূর বলিলেন যে, "এমন স্বভাব না হলে এমন কপাল হবে কেন?" শরৎ গম্ভীরভাবে সকলের কথাই সহ্য করিলেন—চোখে এক বিন্দু জলও আসিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। বাড়ীর লোক নীরব, প্রকৃতি শান্ত সমাহিত। সারাদিনের পরে জীব জন্তু যে যেখানে ছিল নিদ্রার কোলে আরাম করিতেছে—কেবল কুকুরের ডাকে সময় সময় প্রকৃতি চমকিয়া উঠিতেছেন, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাদের ভূতের ভয় গিয়াছে তাঁহারা রজনীর গভীর অনন্ত ভাবের সহিত নিশ্চল মন মিশাইয়া সূক্ষ্ম চিৎরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন—ভূতের ভয়ে তাঁহাদের মন চঞ্চল হইতেছে না—কুকুরের ডাকে সে গভীর ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। তাঁহারা মর জগতের সমস্ত মৃত চিন্তা—অলীক ভাবনা—অসার ভালবাসা বিস্মৃত হইয়া চিৎ-জগতে উঠিয়াছেন; জীবন্ত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মার অতি গোপনীয়

স্থানে প্রাণেশ্বরের প্রাণের মধ্যে লুকাইয়াছেন। অল্প বিশ্বাসী মানব প্রাণের আবেগে একবার বাহিরে গিয়া বসিল—অনন্ত স্বরূপের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। প্রকৃতির ভীষণ অনন্তভাব আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল---ভূতের ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল---বুক ফুলিয়া উঠিল--সে আবার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। শরৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়াও ভূতের ভয় দূর করিয়াছেন---শরতের কেমন যেন স্বাভাবিকই একটা মনের বল ছিল, কিছুতেই তাঁহার মনে ভয় হইত না। চিন্তাবিহীন বালিকা বলিয়া নয়, শরতের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নিরাশ্রককে দিবানিশি এক সর্ব্ব শক্তিমান পুরুষ রক্ষা করিতেছেন -তিনি ভয় হইতেও ভয়ানক। এ বিশ্বাস শরতের মনে কেমন করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিতে পারি না, তবে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই যে শরৎ গভীর রাত্রে জাগিয়া প্রাণের জ্বালা দূর করিতেন তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। হৃদয়ের যাতনায় প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইতেছে--হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষানল তৃপ্তির বস্তু না পাইয়া হৃদয়কেই দগ্ধ করিতেছে -শরৎ একবার বিছানায় গড়াইতেছেন—একবার দ্বার খুলিয়া আকাশ দেখিতেছেন, চাঁদ দেখিতেছেন—তাঁহার চোখে ঘুম নাই, প্রাণে আরাম নাই--কেবল মনাগুণেই দগ্ধীভূত হইতেছেন। শরতের যত বয়স বাড়িতেছে, ততই যেন তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা কমিয়া যাইতেছে। শরৎ প্রতিদিনই অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়া শুনা করেন। জ্যোৎস্না রাত হইলে আর শরতের ঘুমের বড় দরকার হয় না—শরৎ আকাশ দেখেন, চাঁদ দেখেন—মনের সুখ দুঃখে গান করেন। গাহিতে গাহিতে, ভাবিতে ভাবিতে, শরতের সরু গলাটী গভীর রজনীর মধুরতর গলায় একেবারে মিশাইয়া যায়—তাঁহার শরীরের ক্ষুদ্রশক্তি অনন্যোপায় হইয়া অনন্ত শক্তির কাছে আত্ম সমর্পণ করে—তাঁহার মনের অপূর্ণ, অপরিস্ফুট ভাব সকল পূর্ণ স্বপ্রকাশ চিতের সঙ্গে মিলিয়া যায়—তিনি আর নিজকে খুঁজিয়া পান না।

অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও শরৎ বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শরতের পিসীমা আসিয়া “শরৎ, শরৎ” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

দুই তিন ডাকেই শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। "এত রাতে আমায় ডা'ক্‌লে যে?" "গোল করোনা, দাদার কয়েকবার ভেদ হয়েছে।" শরৎ আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, চুপ করে পিসীমার পিছনে পিছনে চলিয়া গেলেন। শরৎ পিতার কাছে যেতেই হরগোবিন্দবাবু কিছু ভগ্নস্বরে বলিলেন—"ওকে, আমার মা এসেছ? এস মা, আমার বুকের কাছে এস" ক্রমেই হরগোবিন্দ বাবুর অসুখ বাড়িতে লাগিল—ভেদ বমন খুব চলিতে লাগিল। শরৎ ডাক্তার বাবুকে বলিলেন—"দাদা বাবু, আপনি একবার বাইরে চলুন।" ডাক্তার বাবু বাহিরে গেলেন। শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদার জন্য রাজসাহীতে লোক পাঠাইবার বন্দবস্ত করা উচিত নয় কি?" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"উচিত বইকি?" সেই রাত্রেই হেমের জন্য রাজসাহীতে লোক গেল। যিনি যে ভাবে বসিয়া ছিলেন সেই ভাবেই সে রাত কাটাইলেন। ডাক্তার বাবু শরৎকে বারবার শুইতে যেতে বলিলেন, শরৎ কোন উত্তর করিলেন না, শুইতেও গেলেন না, প্রাণ ভরিয়া সে রাত বাবার শুশ্রূষা করিলেন। পর দিন বেলা দশটা এগারটার সময়েই হেমেন্দ্র নাথ আসিয়া পৌঁছিলেন। হেম "বাবা, বাবা", বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর কি বাবার সে দিন আছে যে প্রাণ ভরিয়া 'এসেছ বাপ আমার' বলে হেমকে কাছে ডাকিবেন? হেমেন্দ্র বাড়ী আসিলে হরগোবিন্দ বাবুর মনে কত সুখ হইত, আজ সেই হেম "বাবা, বাবা" বলে বারবার ডাকিতেছেন—কার বাবা কোথায়? হেম একবার 'বাবা,' বলিয়া ডাকিলে যিনি অনেক দূর থেকেও সাড়া দিতেন, আজ সেই হেম কেঁদে কেঁদে বারবার ডাকিতে ডাকিতে হরগোবিন্দ-বাবু একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন, দুটী চোখে জলধারা পড়িতে লাগিল, কি যেন বলিবার জন্য দুই তিনবার উদ্যোগ করিলেন—মুখে কথা ফুটিল না। হেম অধবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পার্শ্বে যে শরৎ বসিয়া আছেন তাহা আর হেমের স্মরণ নাই। শরৎ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া দাদার চোখ মুচিতে লাগিলেন। হেম বলিলেন—"না, শরৎ, আমি কাঁদিব না!" দাদা তুমি অত অধর্য্য হলে বাবা বিনা শুশ্রূষায়ই মারা যাবেন, তুমি অমন করো না—তোমায়

কাঁদতে দে'খ্‌লে যে আর আমিও স্থির হয়ে কিছু কর্‌তে পারিনে!" শরতের কথা শেষ হইল, হরগোবিন্দ বাবুর জীবনীশক্তি তিল তিল করে কমিয়া আসিতে লাগিল। গঙ্গাযাত্রার কাল উপস্থিত বুঝিয়া ডাক্তার বাবু সমস্ত বন্দবস্ত করিয়া দিলেন, হরগোবিন্দ বাবু শান্তির ক্রোড়ে শয়ন করিলেন—সংসারের জ্বালা জুড়াইল—দেহের অভিমান ঘুচিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালের কুটিল গতি বোঝা ভার। কালের অতলস্পর্শ ভাব তলিয়ে দেখা মানুষের কর্ম্ম নয়। কালে মানুষ দেবতা হয়, কালে মানুষ দেবত্ব হারাইয়া পশুত্ব লাভ করে। আজ যাঁহার চরিত্রের বল, সাধুতার মাহাত্ম্য, সরলতার সুন্দর ছবি, স্বদেশের উন্নতির প্রবল বাসনার পরিচয় পাইয়া মোহিত হইতেছ, হৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা সহজেই যাঁহার মহত্বের পানে ধাবিত হইতেছে, কালসহকারে তাঁহার নৈতিক দুর্গতি, আধ্যাত্মিক মৃত্যু দেখিয়াই আবার মর্ম্মাহত হইতে পার। একদিন যাঁহাকে সত্যের সাক্ষী বলিয়া জানিতে, আজ তিনি ভয়ানক জুয়াচোর। একদিন যাঁহাকে নৈতিকবীর বলিয়া জানিতে আজ দেখ গিয়ে তাঁহার পুণ্যের প্রতি রুচি নাই, সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে লজ্জা নাই, সত্যান্বেষণের উদ্যোগ নাই, সত্য পালনের সাহস নাই। তিনি আজ সাধুতাকে বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন—অলসও অকর্ম্মণ্য হইয়া ভোগবিলাসে দিন যাপন করিতেছেন। আজ যে সহোদরের ভালবাসায় হৃদয় মন পুষ্টি লাভ করি-

তেছে, কাল তিনি তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন তুমি কি বলিতে পার ? তোমার মুখ মলিন দেখিয়া যাহার চোখের জল থামে না, হাসি দেখিলে আনন্দ উথলিয়া উঠে, তোমার দুঃখের নাম শুনিলেও যাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—সুখের কল্পনায়ও মনে অপার আনন্দ জন্মে, তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়াই হয় ত তুমি কর্ত্তব্যের পথ হইতে স্খলিত হইতে পার, অপ্রেমিক হইতে পার, এবং মনুষ্য সাধারণের প্রতি উদাসীন হইতে পার।

পিতার মৃত্যুর পর যুবক হেমেন্দ্র নাথের উপরেই সমস্ত ভার পড়িল। হেমেন্দ্রের কালেজ ছাড়িয়া জমিদারীতে প্রবেশ করিতে হইল,—এক রাজ্য হইতে আর এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। বাল্যকাল হইতে শরীর মন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, যেরূপ স্থানের জল বায়ু শরীর মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইয়া গিয়াছে সেইরূপ স্থান ছাড়িয়া এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রদেশে আসিলে, মানুষের কত বিপদ ঘটিতে পারে, পাঠক পাঠিকা সহজেই অনুমান করিতে পারেননা কি ? বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি, যে রীতি নীতি পালন করিয়াছি, এ নূতন রাজ্যে আসিয়া দেখি সে শিক্ষা এখানকার শিক্ষার ঘোর প্রতিদ্বন্দী হইয়া পড়ে—এখানকার রুচি পৃথক্, নিয়ম পৃথক, কর্ত্তব্যজ্ঞান পৃথক। স্থূলতঃ আমি যে মানুষ ছিলাম সে মানুষ হইয়া আর এ রাজ্যে এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারি না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া এখানে বাস করিতে হয়। দিন দিনই হেমেন্দ্র অসহিষ্ণু হইতে লাগিলেন—সংসারে স্বার্থপরতা, কুটিলতা দেখিয়া দিন দিনই তাহার মনে বিকার জন্মিতে লাগিল। হৃদয়ে যে শক্তি থাকিলে সংসারাকর্ষণকে পরাভব করা যায়, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করা যায়, যুবক হেমেন্দ্র নাথ সে শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করেন নাই। হেমেন্দ্র অনেক সময়ে শরৎ কুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কাজ করিতেন—শরৎ এখন আর বালিকা নন এখন একজন যুবতী। শরতের মনে যাহাতে সর্ব্বদাই উচ্চ উচ্চ বিষয়ে নিযুক্ত থাকে, এই জন্য হেমেন্দ্র অনেক সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র লইতেন। দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টাকাল হেমেন্দ্র নাথ শরতের সঙ্গেই কাটাইতেন। বিষয় কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া শরতের পবিত্র সংসর্গে কিছু কাল

শান্তি সম্ভোগ করা হেমেন্দ্র নাথের বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। শরৎ কি খাইয়াছেন, কি করিয়াছেন, মনের অবস্থা কেমন, দিনান্তে একবার এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা হেমেন্দ্র নাথের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। দিন দিনই হেমেন্দ্রের মনের গতি ফিরিতে লাগিল, বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল, কিন্তু শরতের প্রতি যেমন ভাব ছিল তেমনি রহিল। হেমেন্দ্র নাথ জমিদারী কাচারীতে বসিয়া যখন জমিদারীর কাজ দেখিতেন তখন যদি একজন তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আসিয়া শরৎকুমারীর সহিত যখন কথা বার্ত্তা কহিতেছেন তখন লুকাইয়া তাহা শুনিত, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি হেমেন্দ্রকে ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিত না—সে জমিদার হেমেন্দ্র নাথ শরৎকুমারীর ভাই নহেন। জমিদার হেমেন্দ্র উদ্ধত স্বভাব, বদরাগী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর। আর শরৎকুমারীর ভাই?—শরতের দাদা হেমেন্দ্র প্রেমেতে কোমল, ন্যায়েতে কঠিন, সরলতায় বালক, বিনয়ে ভক্ত। একদিন হেমেন্দ্র শরৎকুমারীর সঙ্গে কি কথা কহিতে একটু গরম হইলেন। শরৎ ভ্রাতার পরিবর্ত্তন একটু একটু পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, সুতরাং জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করা শরৎ ঠিক মনে করিলেন না—তখন চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে প্রায়ই হেমেন্দ্র শরতের কাছে থাকিতেন, পূর্ব্বে দুই ভাই বোনে ধর্ম্মসঙ্গীত করিতেন, ধর্ম্মালাপ করিতেন, এখন আর হেমেন্দ্রের সে সব ভাল লাগে না। আজও নিয়মিত সময়ে হেম শরতের কাছে আসিলেন। শরৎ একটু মলিন, একটু বিষণ্ণ, একটু গম্ভীর। হেমেন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শরতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শরতের মনে খুব দুঃখ হইয়াছে অনুভব করিলেন; হঠাৎ এইরূপ দুঃখের কারণ কি জানিবার জন্য নিতান্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ, আমি কোন অন্যায় করেছি? তুমি এত বিষণ্ণ কেন শরৎ?"

শরৎ। না, বিষণ্ণ কি?—কৈ আমারত কিছু হয় নাই?

হেমেন্দ্র। শরৎ, আমি সারাদিন নানা রকমে জ্বলে পুড়ে তোমার কাছে এসে একটুকাল সুস্থ থাকি, তাতে আবার তোমার মলিন মুখ দেখ'তে হয়—আমার যেমন অদৃষ্ট!

শরৎ। দাদা, তোমার কাছে এখন প্রাণ খুলিয়া কোন কথা কহিতে আমার ভয় করে।

হেম। কেন শরৎ, আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় করে?

শরৎ। তোমাকে দেখিয়া নয়, তোমার কাছে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না—কেন যেন ভয় পাই।

হেমেন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। মুখ খানি যেন হঠাৎ মলিন হয়ে গেল। শরতের প্রাণে বড় লাগিল। শরৎ আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "দাদা, তার জন্য অত মলিন হলে কেন? নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করে দে'খ্‌বে, চরিত্রের জমা খরচ কর্‌বে, কিছু অভাব হয়ে থাকে পূরণ ক'র্‌বে;—আমরা মোটে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করি না, তাই আমাদের দোষ দেখ্‌তে পাই না। তুমি অমন করে থা'ক্‌তে পা'রবে না।

হেম। শরৎ, সত্য সত্যই আমার বড় দুর্গতি হয়েছে, আমাকে দেখে মানুষের ভয় করে?—শরৎ তোমার কথা কহিতে ভয় করে? আমি মনুষ্য নই, আমি হিংস্র জন্তু হয়েছি!

হেমেন্দ্র আর বসিতে পারিলেন না, শরৎকুমারীর ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি শান্ত সমাহিত। মানুষ নিদ্রায় মৃত। জীব জন্তুর সাড়া শব্দ নাই। শরতের আজ আর চোখে ঘুম নাই। দাদার চরিত্রের বিষয়ে যাহা দুই এক কথা শুনিয়াছিলেন তাহা ত মিথ্যা নয়, তাই শরৎ আজ চিন্তাজ্বরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। চিন্তা-দাহ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। চাঁদের আলোকে পৃথিবী হাসিতেছে, ঘর বাড়ী হাসিতেছে,

বাগানের ফুল গুলি হাসিতেছে, একেলা শরৎ বসিয়া মরমে মরিতেছেন। শরৎ নিত্যসহচর আকাশকে ইশারা করিলেন, আকাশ ফিরিয়াও চাহিল না; চাঁদকে ইঙ্গিত করিলেন, চাঁদ উপেক্ষা করিয়া মেঘের কোলে লুকাইল; অবশেষ একবার বাহির বাড়ীর পুষ্পোদ্যানে যাইয়া শেষবারের মতন চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। শরৎ, তুমি কি করিতেছ? —তুমি কি জান না যে, হেম তোমার প্রাণের সুখশান্তি হরণ করিবার জন্যই বাগানবাড়ী বসিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন? আত্মহত্যার কথা শুনিয়া ভীত হইও না—যাও, দেখে এস, এ একরূপ আত্মহত্যাই বটে—নূতন নহে, আমাদের দেশে এখনও ইহাকে আত্মহত্যা বলিয়া কেহ জানে না। যাও, তোমায় আর নিষেধ করিব না—দেখে এস, জেনে শুনে মানুষ কিরূপ বিষপান করে? যাও, জেনে এস, শিক্ষা পাইয়াও মানুষ কিরূপে চুরী করিতে পারে। চুরীর কথা শুনিয়া ভয় পাইও না—এ চুরী আপন ঘরে—এ চুরী সিঁদ কেটে নয়, বলে ক'রে। তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তোমার দাদা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন, দুই তিনটা পাস দিয়ে কালেজ ছেড়েছেন; সুতরাং যেই যাহা বলুক না কেন, দাদার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শে নাই, দাদার মত সুশিক্ষিত যুবক হীনপ্রকৃতি যুবকগণের ন্যায় সংসারের নীচ সুখের জন্য কখনও লালায়িত হইতে পারে না, দাদার ন্যায় চিন্তাশীল যুবক কখনও পশুপ্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক সুখের জন্য উন্মাদ হইতে পারে না। কিন্তু শরৎ, তুমি বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা হইলেও বহুদর্শী নও। আসল খাটি জ্ঞান দেখিয়া শুনিয়াই জন্মে। তুমি মনে করিও না যে তোমার ন্যায় রমণীকে আমরা কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে যাচ্ছি। বাস্তবিক আমরা এত পড়িলাম, এত শুনিলাম, এত সাধুসঙ্গে বেড়াইলাম, এত যে মাথা ঘুরাইয়া চিন্তা করিলাম, শিখিলাম কি? শিখিলাম কতগুলো মৃত কথা, শিখিলাম ভাবার অসার ছন্দবন্ধ। যে জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়,—অল্প কারণে বিলোড়িত হয় না, যে জ্ঞানের দৃঢ়তা এবং পরিপক্কতা আছে, যে জ্ঞান লাভ করিয়া সকল দিকে, সকল অবস্থায়, ন্যায়ের পথে চলা যায়, সুনীতির সহিত বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়, প্রেমের সহিত পরিবার প্রতিপালন করা যায়,

প্রকৃতি-প্রদত্ত সুখ শান্তি যথোচিত রূপে সম্ভোগ করা যায়, শরীর মনের স্বাভাবিক শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া আপনাকে ভাল করিয়া জানা যায় এবং অপরের প্রাণে একটা শক্তি ঢালিয়া দেওয়া যায় আমাদের দেশে সে শিক্ষা কোথায়? আমাদের দেশের লোকেরা সে শিক্ষা স্কুল কালেজে পায় না। সুতরাং তোমার দাদার অবস্থা দেখিয়া যেন তোমার মনে শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা না জন্মে এই জন্যেই তোমায় দুই এক কথা বলিলাম। তুমি ইংরেজী জান না, আমাদের ন্যায় পণ্ডিত-সমাজের অভিজ্ঞতা লাভ কর নাই, সাধু সঙ্গ কর নাই, তবে কেমন করিয়া এইরূপ জীবন লাভ করিলে? তোমার জীবন দেখিলে আমরা অবাক হই—তোমার শিক্ষার এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে আমরা সক্ষম নই। তোমার কথা জেয়ান্ত, তোমার শিক্ষা জীবনগত। তোমার জীবন আমরা যতদূর অধ্যয়ন করিয়াছি, অবাক হইয়াছি—আরো যত অধ্যয়ন করিব, তলিয়ে দেখিব, জীবন্ত শিক্ষা লাভ করিব।

শরৎ ধীরে ধীরে বাহির বাড়ী গেলেন। দ্বারবান তখন ৩টা বাজাইল।

শরৎ বাগান বাড়ীর দ্বারে গেলেন, দ্বারবান শরতের মুখের দিকে তাকাইয়া কিছুই বলিল না—শরৎ নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাগানের চতুর্দ্দিকে ঝিল। ঝিলের পাড়ে আমগাছ, আমগাছের মধ্যে মধ্যে দুই একটা ঝাউ গাছও রহিয়াছে। ঠিক মধ্যস্থানে একটা একতালা ঘর চূণকাম করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঘরের চারিদিকে গোলাপ, গন্ধরাজ, জুঁই, বেল ইত্যাদি নানা রকমের ফুল গাছ। শরৎ অনেকদিন খুব গভীর রাত্রে বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন, একাকিনী বেড়াইয়াছেন, আর কখনও তাঁহার মনে কোনরূপ ভীতির সঞ্চার হয় নাই। আজ একি হলো? শরতের ভূতের ভয় নাই, সে কুসংস্কার জ্ঞানের দ্বারা ত অনেক দিনই শরৎ দূর করিয়া দিয়াছেন। তবে কি বিশ্বাসে সে ভয় এখনও আছে?—না, তাও নাই। শরৎ নিশাচরীর ন্যায় সারারাত জাগিয়া প্রকৃতির সহিত সহবাস করেন। তবে আজ শরতের মনে ভয় হলো কেন? শরৎ খানিকক্ষণ এ ফুল গাছের তলায়, খানিকক্ষণ ওফুল গাছের তলায় বসিয়া ফুল কুড়াইয়া আঁচলে বাঁধিলেন।

নিশি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাক ডাকিতে লাগিল শরৎ অতি সাবধানে খুব হিসাব করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে খানিক আসিলেন, আবার একটু বসিলেন। গাছের শুকনো পাতার উপর পা পড়ে আর শরতের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। শরৎ বামাকণ্ঠে বেহাগ তালে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। শরৎ বুঝিলেন, যাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন সেই পাপীয়সীই গান গাহিতেছে—শরতের প্রাণের জ্বালা দ্বিগুণিত হইল—শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ব্রহ্মসঙ্গীত না হইলে বোধ হয় শরতের প্রাণে এত লাগিত না, ভগবানের নাম ব্যাভিচারের সময়!—শরতের প্রাণে ইহা সহ্য হইল না। শরৎ লজ্জা, ভয় এবং দুঃখের ভারে মরার ন্যায় গৃহের দিকে চলিলেন। ঘরে আসিয়া আর শুইবার সময় রহিল না,—আকাশের দিক্ চাহিয়া দেখিলেন, তারাগুলি প্রায় লুকাইয়াছে। •আকাশ প্রায় ফরশা হইয়াছে। প্রকৃতি সতী খুব ভোরে ভোরে উঠে শিশির জলে স্নান করিয়া কপালে সিন্দূরের টিপ্ কেটে বসেছেন। ভোর সময়ের হাওয়া গায় লাগিল—শরতের তাপিত প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শরৎ প্রকৃতির দেখা দেখি প্রাতঃকালের সমুদয় কর্ত্তব্য করিলেন, স্নান করিয়া আসিয়া আপনার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলেন। হেমেন্দ্র নাথের অভ্যাস ছিল, ভোর ফিরিয়া আসিয়া খানিকক্ষণ শরতের কাছে বসিতেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও শরতের ঘরের দিকে গেলেন। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আর ডাকিলেন না, দালানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রায় আদ ঘণ্টা পরে শরৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। হেমেন্দ্র ঘরে গিয়া বসিলেন। কিছুকাল উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। শরৎ মলিন মুখে, গম্ভীরভাবে হেমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন—ক্রমেই চক্ষু ভার হইতে লাগিল, মুখ ভার বোধ হইতে লাগিল। হেমেন্দ্র মাথা হেট করিয়া মাটিতে আঁক দিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রই আগে কথা কহিলেন। "শরৎ, খারাপ ভাই হলে কি ত্যাগ করতে হয়?—ভালবাসার কাছে কিছুই ভার বোধ হয় না—ভালবাসায় সকলই সহ্য করা যায়।"

শরতের দুটী চক্ষু হইতে দুটী ধারা ছুটিল, সে মুখের জ্যোতির দিক্ আর দৃষ্টি করা যায় না—শরতের হৃদয়ের ইচ্ছা বল যেন মুখে প্রতিফলিত

হইয়াছে—সে স্বর্গীয় জ্যোতিতে জড়চক্ষু ঝল্‌সিয়ে যায়। হেমেন্দ্র একবার চাহিলেন, আর অমনি চোখ নামাইলেন। শরৎ বলিলেন, "দাদা, এই কি তোমার মনে ছিল? আমি সংসারে চিরদুঃখিনী হয়েও তোমার ভালবাসায় সমস্ত ভুলে রয়েছি—সেই ভালবাসার কি এই পরিণাম? উঃ যে পাপ হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি সেই পাপে তুমি মজেছ! আমার কি এত সহ্য ক'র্‌তে বাকি ছিল!"

হেম এখনও বুঝ্‌তে পারেন নাই, শরতের মনে হঠাৎ এতদূর কেন হলো। গতরাত্রের ঘটনা শরৎ জেনেছেন কোন মতেই এ কথা হেমের মনে জাগিল না। হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ, কি হয়েছে, আমায় বল না বোন?"

শরৎ। "দাদা, তুমি এতদূর মজেছ, আমি আগে জা'ন্‌তেম না। কাল রাত্রে বাগান বাড়ী গিয়ে,"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শরৎ থামিলেন। হেমের একটী গুণ ছিল, কোন কথাই শরৎকে গোপন করিতেন না, তাই বলিলেন, "শরৎ, আমিত তোমায় কালই বলেছি, আমি হিংস্র-জন্তু হয়েছি,—উঃ! তুমি কেন আমার বোন হয়েছিল! শরৎ, তুমি এ পাষণ্ডকে ভূলে যাও, দাদা বলে আর আমায় ডাকিয়া তোমার পবিত্র মুখের কলঙ্ক করিও না,—এতদিন যে ভাব, যে ভালবাসা অতি যত্নে হৃদয়ের গোপনীয় স্থানে পোষণ করিতে সে সব মুচিয়া ফেল, আমিও ভুলে লইতে চেষ্টা করিব।

শরৎ। "দাদা, আমি তোমায় কি বলিব?—আমি মূর্খ, আমার মন পাপ তাপে জড়িত! তোমায় যদি বাস্তবিক ভাল বাস্‌তেই জা'ন্‌তেম তবে কি আর আমার এতদূর সহ্য ক'র্‌তে হয়? দাদা, ভালবাসার কি একটা ঋণ নাই,—ভালবাসার কি একটা অধিকার নাই?" এই বলিতে বলিতে শরতের চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। সে চক্ষের জলে যেন হেমেন্দ্রের পাপ তাপ ধুইয়ে দিল—হেমেন্দ্রের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দিল। হেমেন্দ্রের মনে পাপজ্ঞান উদিত হইল, হৃদয় গলিল, চোখ দিয়ে দর্ দর্ বারিধারা পড়িতে লাগিল। হেমেন্দ্র বলিলেন, "শরৎ, আমি আজও এতদূর ডুবি নাই যে ভালবাসার ঋণ অস্বীকার করিব; তুমি শান্ত হও, আমি এই প্রতিজ্ঞা

করিতেছি, অন্ততঃ তোমার ভালবাসার অনুরোধে আমি আজ হইতে সমস্ত বদখেয়াল ছেড়ে দিলাম।

শরৎ। দাদা, আমার ভালবাসার অনুরোধ কয় দিন?—মানুষ অনিত্য—মানুষের ভালবাসাও খুব বিশুদ্ধ হইলে, মরণ পর্য্যন্ত থাকে,—তার পর?

হেম। শরৎ আমার আজ কাল বিশ্বাস অনেকটা নড়ে গেছে, আমি আর মানুষের ভালবাসার উপরে আর কোন ভালবাসা অনুভব করিতে পারি না।

শরৎ। আমার ইচ্ছা শীগ্‌গিরই তুমি বিয়ের চেষ্টা দেখ।

হেম। অনেক আপত্তি আছে।

শরৎ। বলনা কি আপত্তি?

হেম। আমাদের সমাজে যেরূপ বিবাহ-রীতি, তাতে আবার মেয়ে গুলো প্রায়ই অশিক্ষিতা—ছ্যাঃ এরূপ বিয়ে না করাই ভাল।

শরৎ। আর কি আপত্তি?

হেম। তুমি একটু ঠিক হইয়া না দাঁড়াইলে আমি কিছুই কর্‌তে পারি না।

শরৎ। আমি আবার ঠিক হইয়া দাঁড়াব কি?

হেম। আমার মনে খুব আশঙ্কা আছে, আমি যাকে বিয়ে কর্‌বো সে হয় ত তোমার সঙ্গে সদ্ভাব নাও রা'খ্‌তে পারে।

শরৎ। তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

হেম। কেন, সে যদি তোমায় জ্বালা যন্ত্রণা দেয়?

শরৎ। সেত মানুষ ছাড়া কোন জন্তু হবে না,—মানুষের সঙ্গে মানুষ সদ্ভাবে থা'ক্‌তে পারে না? আর সে আমায় দে'খ্‌তে না পা'র্‌লেই বা তাতে আমার কি?—আমিত স্থির ক'রেছি তোমায় একবার মানুষের মত দেখে গয়া চ'লে যাব।

হেম। কেন শরৎ, এসব বিষয় আসায়তে তোমার কি কোন সত্ব নাই?

শরৎ। নিশ্চয়ই না; আমি কখনও পরের গলগ্রহ হয়ে থা'ক্‌বো না।

হেম। আমি যদি এ সব তোমায় তুল্যাংশে ভাগ করে দেই?

শরৎ। সংসারে যাহারা দুঃখিনী হয়েই জন্মিয়াছে, সংসার যাহাদিগকে চরণে ঠেলেছে, তাহাদের আবার বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজন কি? আবার তুমিইবা তোমার বিষয় ভাগ করিয়া দেবার কে?

হেম। শরৎ, তুমি মনে কর এ সকলই তোমার; আমি বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সদ্ভাব থা'কবে।

শরৎ। তুমি বারবার ওকথা বলে আমায় জ্বালাইও না; অবশ্য ভাল বাসার কাছে মান অপমান নাই—কিন্তু এসব থাকায় আমি নিজকে অবমানিত মনে করি।

হেম। বটে—তুমি এমন কুটিল!

শরৎ। তোমার কাছে যাহা শিখিয়াছি তাহাই তোমায় বল্লেম, সংসারে যাহারা কিছু না চাহিয়া কেবল দিয়াই সুখী হতে পারে তাহাদের আর দুঃখের বাতাস গায় লাগে না।

হেম। তুমি এখানে থাক্‌বেনা ত কোথায় যাবে?

শরৎ। কেন, গয়ায় গিয়ে পিসীমার সঙ্গে থা'ক্‌বে?

হেম। পিসীমার ওখানে থা'ক্‌লেওত আমার সাহায্যেই প্রতিপালিত হ'তে হবে?

শরৎ। মানুষ হয়ে যে নিজের খাওয়া পরাটা চালাতে না পারে তার সংসারে বাঁচিয়া কাজ কি?

হেম। আচ্ছা মানিলাম, তুমি খাওয়া পরা চালাতে পা'র্‌বে, তোমার লেখা পড়া শি'খ্‌বার কি ক'র্‌বে?

শরৎ। তোমায় এখন সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না। তুমি আমায় ভালবাস আর না বাস, মনে রাখ আর ভুলে যাও, আমি চিরকালই তোমার নাম স্মরণ করিয়া শোক দুঃখ ভুলে যাব, যখন যে অবস্থায় থাকি তোমায় মনে মনে ভালবেসে সুখে থা'ক্‌বো।

হেম। শরৎ, তুমি বিনা আর আমার "আপনার" বল্‌তে কে আছে? এই বলিতে বলিতে হেমেন্দ্র নাথ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শরতের চক্ষু হইতেও দুই এক ফোঁটা জল পড়িল বটে, কিন্তু আজ আর শরৎ চঞ্চল হইলেন না—গম্ভীর ভাবে দাদাকে বলিতে লাগিলেন;—"দাদা, একটী

অনুরোধ রাখ, বিয়ে কর, তোমায় আর কখনও এত কাতর হয়ে কিছুই বলি নাই—এই শেষ কথাটী রাখ।”

হেম। তুমিই যদি চলে যাও, তবে আর আমার সুখভোগের প্রয়োজন?—আমার সে সুখ ঘোর দুঃখ যেখানে তুমি দেখিয়া সুখী হইবে না।

শরৎ। সে কথা ঠিক, দুঃখের সময়ও যেমন এক জন আপনার জনের কাছে প্রাণের দুঃখের কথা বলিয়া খানিকটা উপশম হয়, সুখের সময়ও তেমনি সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী বন্ধু কাছে না থা’ক্‌লে সে সুখ সুখ বলিয়া বোধ হয় না—বরং তাহাতে ঘোর অশান্তিই জন্মায়।

হেম। তুমিত সবই বোঝ, তবে আর আমায় ফেলে যাবে কেন? আমি কি চিরকালই এই ভাবে ভেসে বেড়াব?

শরৎ। আজ্‌কার কথাই বল্‌তে পারিনে, তাতে দু বছর বাদে কখন যাব, কি কর্‌বো, তা তোমায় এখন কি করে বল্‌বো? তুমি সে সব বিষয়ে এখন ভেবো না, এখন যাহাতে ভাল একটী মেয়ে বিয়ে কর্‌তে পার তার চেষ্টা দেখ।

হেম। তুমি তবে যাবে না?

শরৎ। তোমাকে স্থিত না দেখে আর কোথাও যাচ্ছিনে।

নবম পরিচ্ছেদ।

বারটা মাস বলিতে কহিতে চলিয়া যায়। বার মাসের শেষে যখন মনে হয়, একটা বছর চলিয়া গেল, তখন হিসাবে হাত পড়ে। তখন সকলেই কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি খাইয়া শুইয়া দিন

কাটাইয়াছেন, স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে পরের মুখ চাহিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার আজ হিসাবে হাত পড়িয়াছে; তিনি আজ বুঝিতে পারিতেছেন, একটা বছর চলিয়া গেল, জীবন যেমন ছিল তেমনি রহিল। যিনি আপনার স্বভাবের মতে চলিয়াছেন, সংসারী লোকের ন্যায় সংসারে বাস করিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, পরীক্ষার পরে পরীক্ষায়, প্রলোভনের পরে প্রলোভনে পড়িয়াও স্বীয় জীবনের ম . লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই; তিনি আজ নূতন বর্ষে পদার্পণ না করিয়া গতজীবন আলোচনা করিতেছেন; আর মনে মনে অপার সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। কত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ্য পথে চলিতে হইয়াছে, এই কথা ভাবিতেছেন আর তিনি উৎসাহিত হইতেছেন। ভালবাসা না পাইয়াও কিরূপে হৃদয়ের অতিনিভৃত স্থানে প্রিয়জনকে এক বৎসর কাল রাখিয়াছেন এই বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতেছেন ততই তাঁহার মনে অপার আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাই বলিতেছিলাম কাল সহকারেই মানুষ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। যাঁহারা কর্ম্মফলের অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা পাপ পুণ্যেরও অতীত হইয়াছেন। পাপ পুণ্য উভয়েই এক কালে মনুষ্য হৃদয়ে কার্য্য করে। পাপ প্রবল হইলেও পুণ্য দুর্ব্বল ভাবে হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করে। এ জন্য পাপ করিতে করিতেও মনুষ্যের পুণ্যের দিকে কথঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে, এবং কাল সহকারে সংসারের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইলে পুণ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং তখনই মানুষ পাপের ফলভোগ করিতে থাকে।

এই একবৎসরের মধ্যে আমোদের শরৎকুমারী ও হেমেন্দ্র নাথ কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা জানি না, তবে এই মাত্র জানি হেমেন্দ্র বিয়ে করেছেন, শরৎ বৌয়ের সহিত সদ্ভাবে কাটাইতেছেন।

আজ কয়েকদিন যাবৎ হেমেন্দ্রের একটু একটু জ্বর হইতেছে। হেমেন্দ্র খাওয়া দাওয়ার কোন বিচার করিলেন না--জ্বর ভয়ানক হইয়া পড়িল। তিন চারি দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের গ্রামের ডাক্তার বাবুই চিকিৎসা করিলেন। যখন ডাক্তার বাবু বলিলেন, "পীড়া কঠিন, রাজসাহী হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনা উচিত," তখন ডাক্তার সাহেবের জন্য রাজসাহী লোক গেল। ডাক্তার সাহেবকে না পাইয়া আর একজন দেশীয় ডাক্তারকে

আনিল। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডাক্তার বাবু নবাগত ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, শরৎ দিবারাত্রিই রোগীর শয্যায় বসিয়া আছেন। দিনের বেলায় ছুই একবার কেবল ঘুমাইতে যান, আর সকল সময়ই রোগীর কাছে। অনেকেই শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শরৎ না থাকিলে আর সময় মত ঔষধ পথ্য দেওয়া হয় না, শরৎ কাছে না থাকিলে রোগীও স্থির থাকেন না। শরতের দিন রাত কি ভাবে চলিয়া যাইতেছে শরৎ তাহা দেখিবার অবকাশ পান না। একটু স্থানান্তরে গেলে, "শরৎ শরৎ" বলে পাঁচজনে ডাকের উপর ডাকিতে থাকে। শরৎ ঔষধ খাওয়াইবেন, শরৎ পথ্য দিবেন, শরৎ মলমূত্র পরিস্কার করিবেন। নামে দশ জন থাকিলে কি হয়, প্রাণ দিয়া কয় জনে শুশ্রূষা করিতে পারেন? দশ বার দিন পরে হেমেন্দ্র একটু সুস্থ হইলেন। এখন আর জ্বর হয় না—এক বেলা ভাত খান— শরীর খুব ছুর্ব্বল। খেয়ে দাইয়ে হেম ত একরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, শরৎ আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে বসিলেন। এতদিন যে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন অতি শীঘ্রই সেই পাপের শাস্তিভোগ করিতে হইল,—শরতের জ্বর হইয়া শীঘ্র পলাজ্বর হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ডাক্তার বাবু প্রণেপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুধু চিকিৎসা হইলে কি হইবে?— শুশ্রূষা আদবে হইত না। হেমেন্দ্র তিন চারি দিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শরতের কাছে থাকিতেন, শেষে কখনও কখনও সময় হইলে ছুই একবার আসিয়া দেখিতেন। হেমের স্ত্রী চৌদ্দ পনর বছরের বালিকা, বিশেষ হেমই তাঁহাকে জ্বরের রোগীর বিছানায় সর্ব্বদা বসিয়া হাত পা টিপিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। যার কেহ নাই তারও একজন আছে, যাহার প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহেনা সেই নিরাশ্রয়কেও একজন কোলে করে রক্ষা করেন। জগতের অবিশ্বাসী লোক এ কথা শুনিয়া হাসিবে কিন্তু রোগাতুরা শরৎকুমারী এই বিশ্বাসেই এক মাস পরে বিনা শুশ্রূষায় বাঁচিয়া উঠিলেন। শরৎ কখনও অধৈর্য্য হন নাই, রোগের যন্ত্রণায় কখনও একটু চঞ্চল হন নাই, কাহাকেও যাতনার কথা বলেন নাই। ডাক্তার বাবু অনেক বুঝিতে পারিতেন, তাই ডাক্তার বাবুর কাছে কখনও ছুই এক কথা বলিতেন।

শরৎ একটু ভাল হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার বাবু হেমকে ডাকিয়া বলিলেন, "হেম, শরৎকে একবার পশ্চিম পাঠাইবার বন্দবস্ত ক'র্‌তে পার?—এই পীড়ার পরে এক যদি খাওয়া দাওয়া ভাল হতো ক্ষতি ছিল না, তা কিছু হবার যো নাই, তবে যদি শুধু জল বায়ুর গুণে শরৎ সবল হয়ে উঠ্‌তে পারে।" হেম একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"শরৎ কি এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছে?"

ডাক্তার বাবু। হাঁ, শরতের খুব ইচ্ছা একবার গয়া গিয়া কিছুদিন তোমার পিসীর কাছে থাকে।

হেমেন্দ্র। আচ্ছা এ বিষয়ে চিন্তা করে ব'লবো।

ডাক্তার বাবু তাঁহার কাজে গেলেন। হেমেন্দ্র ঘরে গিয়া তাঁর স্ত্রীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ভাল কাজে আমাদের দেশীয় মেয়েরা ছেলে মানুষ, মন্দ কাজে বৃদ্ধার ঠাকুর মা। বিয়ে হ'তে না হ'তেই গিন্নী হয়ে বসেন—মাথা নেড়ে গিন্নীপানা ক'র্‌তে যান। স্বামীর কুঅভ্যাস দূর করিতে পারুন বা না পারুন, দুই চারিটা নূতন যাহাতে জন্মে তাহার বীজ বপন করিতে জানেন। স্বামীর মন ও আত্মার উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারুন বা না পারুন যাহাতে স্বামীর আসুরিক বৃত্তি প্রবল হয় তাহার উপায় বাল্যকালেই শেখেন। হেমেন্দ্র যখন সেই বালিকার কাছে গম্ভীরভাবে শরৎকুমারীর গয়া যাওয়ার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই বালিকার মুখের দিকে তাকাইলে আর পাঠক পাঠিকা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ স্থল। হেম বলিলেন,—"শরৎ এখানে থাকিলে তাহার শুশ্রূষা ক'র্‌বে কে?" হেমের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কেন, একজন ঝি রেখে দাও না?"

হেম। ঝি রেখে দিলে সে কি আর প্রাণ দিয়ে কিছু ক'র্‌বে?

হেমের স্ত্রী। "তবে, গয়া গেলে সেখানে কে ক'র্‌বে।

হেম। পিসীমা যা পারেন ক'র্‌বেন, আর সেখানে গেলেত আর আমাদের দে'খ্‌তে হবে না?

হেমের স্ত্রী আর কিছুই বলিলেন না। হেম বোধ করিলেন যেন শরৎকে

পাঠিয়ে দিলেই গিন্নী খুসী হইবেন, তাই শীঘ্রই শরতের পশ্চিম যাওয়ার বন্দবস্ত ক'র্‌তে লা'গ্‌লেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গয়া পৌঁছিয়াই শরৎ দাদাকে চিঠি লিখিলেন। প্রায় এক মাস গেল, কোন উত্তর নাই। ফের আবার স্বীয় বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি ভাবে জীবন চালাইবেন তাহার একটু আভাস দিয়া খুব বড় এক খানি চিঠি লিখিলেন। এক দিন দুদিন করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন, উত্তর পাইবার সময় গেল, শরতের মনে উদ্বেগ জন্মিল। শরৎ আবার এক খানি কার্ড লিখিলেন। ৪। ৫ দিন পরে শরতের পিসীমার নামে এক খানি রেজেষ্টরী চিঠি আসিল। শরৎ চিঠি খানি খুলিয়া পড়িলেন। টাকার কথা ভিন্ন সে চিঠিতে আর কোন কথা নাই। শরৎ দাদার লেখা চিনিলেন —একবার দুইবার করিয়া বারবার চিঠি খানি দেখিতে লাগিলেন। সে চিঠিতে শরতের নাম নাই, তাহাতে শরতের কোন ক্লেশ হইলনা। শরৎ দাদার লেখা দেখিয়াই খুসী হইলেন। শরৎ মনে করিলেন, বেশ হয়েছে আর চিঠি লেখার কোন আবশ্যক নাই—বাহিরের কোন ভাব রাখিবার দরকার নাই। হেম শরৎকে কেন চিঠি লেখেন নাই, সেবিষয়ে শরৎ একটু ভাবিলেন—দাদার দুর্ব্বলতা দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন; সেই অবধি আর ভাই বোনের সঙ্গে কোন বাহিরের সম্বন্ধ দেখা গেলনা। হেম শরৎকে তার পরে কি ভাবে দেখিতেন তাহা আমরা জানিনা; শরৎ যে এখন ও দাদার কথা মনে করিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ফেলেন তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

শরৎ একটু সুস্থ হইয়াই নিজের জীবনের বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। কিভাবে জীবন চালাইবেন, কিউপায়ে পরের গলগ্রহ না হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, এবং কি উপায়েই বা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিয়া শান্তির সহিত দিন কাটাইবেন এই সকল চিন্তা দিবা নিশি শরতের মনে কার্য্য করিতে লাগিল। গয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই পাড়ার দুই চারিজন মেয়ের সহিত শরতেরখুব আলাপ হইয়াছিল। শরতের পিসী যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর পাসের বাড়ীতে নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একটী ভদ্র লোক সপরিবারে বাঁস করিতেন। নবীন বাবু আপিসে কাজ করিতেন, সুতরাং তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে একেলা থাকা বড়ই কষ্ট কর হইত। শরতের সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি নবীন বাবুর স্ত্রী প্রায়ই শরতের কাছে থাকিতেন। শরৎ বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না, তাঁহার কাছে পাড়ার তিন চারিটী মেয়ে প্রতিদিনই আসিতেন। যে কয়েকটী মেয়ে আসা যাওয়া করিতেন তাঁহাদের মধ্যে এক জনে পশমের কাজ জানিতেন, জামা সিলাই করিতেও জানিতেন। শরৎ তাঁহার কাছে একটু একটু শিখিয়া দুই তিন মাসের মধ্যেই মোটা মোটি একরূপ শিখিয়া ফেলিলেন। নবীন বাবুর স্ত্রী শরৎকে বড়ই ভাল বাসিতেন। শরৎ নবীন বাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য পিসীমার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে নবীন বাবুর সঙ্গেও শরতের আলাপ হইল। টাকার অভাবে শরৎ পশম কিনিয়া কাজ করিতে পারিতেননা জানিয়া, নবীন বাবুর স্ত্রী শরৎকে টাকা ধার দিতেন, শরৎ যাহা প্রস্তুত করিতেন তাহা নবীন বাবুর চাকরের দ্বারায় বাজারে বিক্রী করাইয়া নবীন বাবুর স্ত্রীর ধার শোধ করিতেন এবং যাহা কিছু লাভ হইত তাহা পিসীমাকে দিতেন।

শরতের পিসীমা যখন জানিলেন, শরৎকে টাকাদিলে কিছু লাভ হইতে পারে, তখন তিনিই শরৎকে টাকা দিতে লাগিলেন—শরতের আর কাহারো কাছে উপকার স্বীকার করিতে হইলনা। শরতের একটা দোষ ছিল, শরৎ সহজে কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারিতেননা ;—খারাপ লোক বলিয়া জানিলেও নিজের সম্বন্ধে কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেননা—এক দিন একজনের একটু সৎগুণ দেখিলে সহস্র দোষ ভুলিয়াও সেই একটুকু গুণেরই

পূজা করিতে পারিতেন, সংসারের সমস্ত বুঝিয়াও বোকা হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। পবিত্র হৃদয়ে একদিনও যাঁহারা শরতের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, শরতের সরল পবিত্র দৃষ্টি কি প্রকারে ভয়ানক অপবিত্র হৃদয়েও, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, সাধুভাব প্রদান করে। যাঁহারা হৃদয়ও নয়ন উভয়কেই এক করিবার আশায় শরতের নিকটে পবিত্রতা সাধন করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শরতের সুপবিত্র সংসর্গে, শরতের সারল্যপূর্ণ মধুর কথোপকথনে উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি সমুদয় কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সংযত হইয়া আইসে—তাঁহারাই জানেন শরতের নিঃস্বার্থ সহোদরা সদৃশ সুমিষ্ট ব্যবহারে হৃদয়, মন কেমন পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাদে হৃদয় এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, শারদীয়া হাসন্ত চাঁদ দেখিলেও মানসিক অসদ্ভাব নিচয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহারা যে শরতের দিকে কুনয়নে তাকাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহাদের চক্ষু এত দূর দূষিত হইয়াছে যে, পাণ্ডুরোগ গ্রস্থের ন্যায় তাহাদের চোখ সমস্তই পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্টহয় তারা যে শরতের প্রতি অপবিত্র চোখে চাহিতে সাহস করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? নবীন বাবু শরৎকুমারীর স্বাভাবিক সরলতার ও নত প্রবথতার অধিকার লইতে ছাড়িলেননা। শরৎ সরলা; আহা! দুরাচার নবীন যে সরলতার পথ দিয়া শরতের ঘর চুরী করিতে যাইতেছে—শরতের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে শরৎ কেমন করিয়া তাহা বুঝিবেন? এক দিন শরৎ নবীনের স্ত্রীর কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নবীন আপিস থেকে ঘরে আসিল। নবীনের স্ত্রী নবীনের হাত পা ধুইবার জল এবং খাবার দিতে অন্য ঘরে গেলেন। শরৎ কুমারী ও নবীনের স্ত্রীর সঙ্গে উঠিয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে দুর্বৃত্ত নবীন বলিল, "ঠাকুর ঝি, আপনি বসুননা? আপনার সঙ্গে আমার গোটা দুই কথা আছে।" শরৎ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! মনে মনে ভাবিলেন—"আমার সঙ্গে আবার কি কথা?" শরৎ কখনও কাহাকেও ভয় করিতেননা তিনি স্বীয় সাধুতার উপরে সকল অবস্থারই নির্ভর করিতে পারিনে এবং আপনার সরলতার ও অটল বিশ্বাস ছিল। শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌বেন, বলুন না?

নবীন্ বাবু।—আমার বিশ্বাস যে আপনি আমাকে ভাল বাসেন, তবে জানিনা আপনার মনে কি ?

শরৎ।—আমি প্রায় কাহাকেও ভাল বাসিনা।

নবীন।—"ঠাকুর ঝি ?" এই বলিয়া আর নবীনের মুখে কথা ফুটিল না, নবীনের আর শরৎকুমারীর মুখ পানে তাকাইবার শক্তি রহিলনা। নবীন মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শরৎকে আর কিছু বলিতে হইলনা, শরৎ সমস্তই বুঝিলেন।

শরৎ একটী নিশ্বাস ছাড়িলেন। মুখ খানি মলিন করিয়া চোখ দুটী বুজিয়া বলিলেন, "পবিত্র স্বরূপ আপনার মনে পবিত্র ভাব দেউন ! নারী চরিত্রের প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাই আপনার এইরূপ দুর্দ্দশার কারণ ! উঃ অসহায়া বলিয়াও কি আপনার মনে একটু দয়া হইলনা ! দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন !" শরৎ আর অধিকক্ষণ বসিলেননা—যাহা বলিবার বলিয়া অমনি বাড়ীর দিকে চলিলেন। নবীনের স্ত্রী ব্যাপারটা কিছুই জানেননা—দিদি দিদি বলিতে বলিতে শরতের পিছনে পিছনে ছুটিলেন। শরৎ আর মুখ ফিরাইলেননা চলতি রোখেই বলিলেন, তুমি কাল পারত আমাদের বাড়ী যেও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একদিনের একটী সামান্য ঘটনাতে কেহ জন্মের মত ডুবে যায়, আর কেহবা চিরদিনের মত ডাঙ্গায় উঠে। যে ঘটনা-স্রোতে এক জনের যাবজ্জীবনের সুখ শান্তি চির দিনের তরে ভেসে যায়, সেই একই ঘটনাসূত্রেই আবার একজন পথের ফকিরও বড় মানুষ হয়ে যায়, একজন সুখশান্তির খনী পেয়ে যায়। আজ কয়েক দিন শরতের চোখে ঘুম নাই,—শরতের

মনে শান্তি নাই। ভাবনা চিন্তায় শরীরটাও একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, একটু অসুখ করিল। প্রায়ই বিছানায় শুয়ে থাকেন। নানা চিন্তায় শরীর মন সময় সময় নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এখন আর পাড়ার মেয়েরাও বড় একটা শরতের কাছে আসেননা। শরৎ একদিন নিতান্ত অস্থির হয়েছেন, কাহারো কাছে একটী কথা বলে একটু সুস্থ হইবেন এমন একজন লোকনাই। শরৎ একবার ভাবিলেন পিসীমাকে ডাকি, আবার কি ভাবিয়া যেন ডাকিলেননা। আবার মনে হইল এই সময় দাদাকে খপর দিলে কি আর দাদা আস্‌বেননা? নিকটে লিখিবার কাগজ কলম সকলই ছিল, শরৎ শুইয়া শুইয়া এক খানি কাগজে দুই চারি লাইন কি লিখিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। শরৎ তখন সম্পষ্ট করিয়াই কথা বলিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন কাছে কোন লোক আছে, কিন্তু তাহা নয়। শরৎ মনের আবেগে একেলাই বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। শরৎ কত কথাই বলিলেন, কোন্ কথার পরে কোন্ কথা বলিলেন তাহা ঠিক শোনা গেল না। যে কথা গুলি একটু চেঁচিয়ে বলিয়াছেন, তাহাই শোনা গেল। শরৎ একবার উঠিতেছেন, আবার শুইতেছেন, কখনও বা বালিসের উপর হাত ভর করিয়া তাহার উপরে মাথা রাখিয়াছেন। তখন দাঁড়াইয়া এই কয়েককটী কথা শোনা গেল;— "আমারত এসংসারে কেহইনাই, তবে কেন প্রাণ মানুসের সহানুভূতি চায়? নাবিক হীন নৌকার ন্যায় যে জীবন-তরী দুঃখের সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায় গিয়া থামিবে যখন কিছুই জানিনা, তখন সংসারের সামান্য ঢেউ দেখে ভয়ানক নিরাশার অন্ধকারে ডুবিব কেন? মৃত্যুই কি জীবনের পরিণাম? অনন্ত শান্তির প্রস্রবণ ভ্রমে অবশেষে কি মৃত্যুর কোলে ঝাপ দিব—আত্ম হত্যাকরিব?—কখনইনা। আমার জীবনের মূল্য আছে। আমি সামাজিক নিয়মের দাসী নই, যাঁহার দাসী হয়ে সংসারে আসিয়াছি, তাঁহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করিবার জন্য, তাঁহারই কার্য্যে খাটিবার জন্য প্রয়োজন বশতঃ যদি সংসারে কাহারো সহিত মিলিত হতে হয়, তবে তাহা কি ন্যায় সঙ্গত নয়?" শরৎ এইরূপ ভাবে একেলা কত কথাই বলিলেন। দূর থেকে শুনিলে বোধ হয় যেন একজন পণ্ডিত ন্যায় শাস্ত্রের

বিচার করিতে বসিয়া নানারূপ বিশুদ্ধ যুক্তি দেখাইতেছেন। আর বেশী কিছু শোনা গেলনা, তখন শরৎ আবার এক খানি কাগজ লইয়া কি লিখিতে বসিলেন। শরতের দাদার অনেক দিনের বন্ধু পুলিন বাবু এখন বানারস কালেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। তিনি শরৎকে যে খুব ভাল বাসিতেন, শরৎ তখন খুব ছোট বালিকা হইলেও তাহা বেশবুঝিতেন। শরতের মনে হইল, পুলিন দাদাকে এক খানি চিঠি লিখি, তাই শরৎ চিঠি লিখিতে বসিলেন।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু——

আপনাজন কাছে না থাকিলেও যেন কত কাছে কাছে বোধ হয়—অনেককালের মধ্যে দেখা শুনা, খপরাখপর না থাকিলেও দূর দূর বলিয়া বোধ হয় না, কোন কথা বলিতে ভয় করে না। পুলিন দাদা, আপনিত আমায় কতকাল দেখেন না—সেই যখন একটী ছোট মেয়ে ছিলেম তখন কোলে করে চুম খেতেন। এখন আমি বুড়ী হয়েছি, আপনি বড় লোক হয়েছেন। তবে কোন্ সাহসে আমি আজ আমার জীবনের সকল কথা আপনাকে লিখিতে যাচ্ছি?—এতদিন যে কথাগুলো হৃদয়ের অতি গোপনীয় স্থানে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ হঠাৎ কোন্ ভরসায় আপনাকে খুলিয়া বলিতে যাচ্ছি? কালে মানুষের কত পরিবর্ত্তন ঘটায়—একজন আত্মচেষ্টায়, মানুষের সাহায্যে মানুষ হইয়া যায়, আর একজন প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া পশুজীবন যাপন করিতে থাকে। আপনি আজ কোথায় উঠিয়াছেন আর আপনার বন্ধুরা কোথায় নেবে গিয়েছেন? পুলিন দাদা, আপনি হয়ত, আমায় ভুলে গিয়েছেন---ভুলে যাওয়াও অসম্ভব নয়; আমি কিন্তু আপনার ভিতর বাহির এখন কিছুই জানি না, তাই বলে কি পূর্ব্বের ন্যায় মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে জানি না, ভাল বাসিতে পারি না? এত দিন দূরে থাকিয়াও যে আপনি আমার কত নিকটে রয়েছেন—এই বিশ্বাসেই আমার সাহস এই বিশ্বাসের মধ্যেই আমার ভরসা। পুলিন দাদা, আপনাকে দুঃখের কথা বেশী লিখিব না—দুঃখীর মলিন মুখ দেখিয়া কি আপনি নিজ মুখের প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে এখন শিখিয়াছেন? তখন ছোট ছিলেম, তবু সকল কথাই আমার মনে পড়ে। এতদিন সংসারের পীড়নে,

অবস্থার তাড়নে, এবং কথঞ্চিৎ সমাজের পেষণে পিষ্ট হইয়া স্বীয় আত্মার উন্নতি করা দূরে থাকুক, একবার শান্তভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিবারও বড় একটা সুযোগ ঘটে নাই। তবে কখনও কখনও জীবনের লক্ষ্য কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই সকল প্রশ্ন আপনা আপনিই মনে উঠিয়াছে; কতকগুলো উচ্চভাব, উচ্চ অভিলাষও সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে জন্মিয়া রহিয়াছে। এতদিন একাকিনী চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কাহারো নিঃস্বার্থ সাহায্য ব্যতীত জীবন লক্ষ্যপথে চলিতে পারে না। সংসারে অল্প লোকের সঙ্গেই জীবনের আশা, জীবনের লক্ষ্য এবং হৃদয়ের মিল হইতে পারে। সংসারের স্বার্থপরতা দেখিয়া অনেক সময়ে তাই বোকার ন্যায় মর্ম্মাহত হই, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল চেতার ন্যায় নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাই। আজ আর আপনাকে সমস্ত লিখিতে পারিলাম না—সমস্ত পত্রে লিখিয়াও জানাতে পারি এমত শক্তি নাই। যদি পারেন একবার দুঃখিনীকে একটীবার দেখা দিলে সকল জানিতে পারিবেন। আপনার সেই স্নেহের বোনটি

শরৎ কুমারী।

চিঠিখানি লিখিয়া একবার পড়িলেন, এক খানি খামে পূরিলেন, হাতে করিয়া বাহিরে যাইলেন। বাহিরে যাইয়া দেখেন বেলা গেছে, আর রোদ নাই, তখন একটী সিঁড়ীর উপরে একটু বসিলেন। শরৎ আজ অনেকদিনের পরে বাহিরে আসিয়া একটু বসিয়াছেন। একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন নাই, রাস্তার দিকে চোখ রহিয়াছে—কোন চেনালোক যাইতে দেখিলেই ডাকিয়া চিঠিখানি ডাকবাক্সে দিতে দিবেন।

শরৎ কুমারীর দিকেই একটী লোক ছুটিয়া আসিতেছে—শরৎ তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। যাঁহাকে আসিতে দেখিতেছেন তাঁহাকে দেখিবা-মাত্রই শরতের পক্ষে ওখান হইতে চলিয়া যাওয়ার বেশী সম্ভাবনা—তবে কেন শরৎ বসিয়া রহিলেন? শরৎ দেখিতে পাইলেন নবীন বাবু আসিতেছেন—শরতের দিকেই আসিতেছেন—শরৎ দেখিতে পাইয়াও যেন কি ভাবিয়া বসিয়াই রহিলেন। নবীন বাবু শরতের কাছে আসিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন—শরৎও মাথা হেট করিয়া রহিলেন।

কেহ কাহারও পানে তাকাইলেন না, নবীন বাবুর মুখেই আগে কথা ফুটিল, নবীন বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন—এখন বসিলেন--বসিতে বসিতে সরিয়া আসিয়া শরৎ কুমারীর পা দুটি জড়িয়া ধরিলেন—চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শরৎ পা ছাড়াইয়া লইবার জন্য টানাটানি না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

নবীন বলিলেন,—"মা, আমায় ক্ষমা করুন!—আমি মহাপাপী আমায় রক্ষা করুন্!" শরতের হৃদয়ের সহানুভূতির বেগে দুটী চক্ষু হইতে দুটী ধারা বেগে ছুটিল। শরৎ ব্যাকুল হয়ে পড়িলেন; বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না —"মা জগৎতারিণী আপনাকে রক্ষা করুন! আমি চিরদুঃখিনী, আপনি অমন করে আমায় পাপে ডুবাবেন না,—মার কাছে কাঁদ্‌লে মা কখনও সন্তানকে ভাসাইয়া দেন না।" এই বলিয়া সজল নয়নে পাগলিনীর ন্যায় ঘরের দিকে চলিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শরৎ কুমারীর পত্র পাইয়াই পুলিন বাবু অধ্যক্ষের নিকট হইতে তিন দিনের ছুটী লইলেন। যে দিন ছুটী পাইলেন সেই দিন রাত্রের গাড়ীতে আসিয়া গয়ায় পৌঁছিলেন। সকালে গাড়ী হইতে নামিয়া অনেক খুঁজে শরৎ কুমারীর পিসীমার বাড়ীর সন্ধান পাইলেন। শরৎ তখনও জাগেন নাই। রাত্রে ঘুম হয় না—ভোর সময় একটু ঘুম পায়, তাই রোজই সকালে সাত আটটা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন। শরতের পিসীমা তখন উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। পুলিন বাবু আসিয়াই বুড়ীর কাছে দাঁড়াইলেন। বুড়ী একবার পুলিনের মুখপানে চাহিলেন। পুলিন বলিলেন—"পিসী আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ?--আমি পুলিন।" তখন বুড়ী

মাথা নাড়িলেন, "হাঁ পাচ্ছি, বাবা পুলিন, তুই এত দিন কোথা ছিলি বাপ ?—তোরে যে অনেক দিন দেখি নাই।"

পুলিন। আমি কাশীতে কাজ করি।

পিসী। কাশীতে থাক ? তা বেশ, তোরাই বাপ আসল কাজ কচ্ছিস, আমাদের আর কিছু হলো না!

পুলিন। পিসী, শরৎ কোথা ?

পিসী। শরতের বড় অসুখ করেছে, শরৎ খায় না, ঘুমোয় না, শরীরে একটু বল নাই, বাছা আমার কতই কষ্ট পাচ্ছে!

পুলিন। পিসী, শরৎকে ডেকে দেও দেখি ?

ডাকিবার পূর্ব্বেই শরৎ জেগে ছিলেন, পিসীর মুখে 'পুলিন' নাম শুনিবা মাত্রই শরৎ মনে ভাবিলেন, 'ইহাকেই বলে সুপ্রভাত।' আজ কতকাল পরে শরৎ পুলিন দাদাকে দেখিবেন, প্রাণ ভরিয়া "দাদা" বলিয়া ডাকিবেন, হৃদয়ের যেখানে যে সুখ দুঃখটুকু লুকাইয়া রহিয়াছে সকল পুলিন দাদার কাছে আনিয়া হাজির করিবেন, এই ভাবনায়ই শরতের প্রাণে আনন্দ! সে আনন্দে শরতের প্রাণ শান্ত হইল, শরীর শিথিল হইল। শরৎ দ্বারের বাহিরে আসিলেন। পুলিন শরৎকে দেখিয়াই চিনিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, 'কি গো শরৎ, চিনতে পার কি ?"

শরতের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। "তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছ ?" এই বলিয়াই শরৎ কেঁদে ফেলিলেন। পুলিন বাবু একটু বিষণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন--শরৎকে কোন কথা কহিতে সাহস হইল না। উভয়ে কিছুকাল নীরবে রহিলেন,—পুলিন বাবুই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। পুলিন বাবু বলিলেন,—"শরৎ তুমি কি মনে করেছ আমি তোমায় ভুলে ছিলেম ? তোমার বিষয়ে আমি এক দিনের জন্যেও উদাসীন ছিলেম না। তোমার বিষয়ে সমস্তই আমি অবগত আছি। কত কষ্টে যে সংবাদ লইতে হইত তাহা আর তোমায় বলে কাজ নাই। এত দিন দূরে থাকিয়া মনে মনে কল্পনা করিতাম, শরতের একটা বিপদের কথা শুনিলে ছুটিয়া যাইয়া প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিব; কত সময়ে ভাবিতাম, শরতের কঠিন পীড়ার কথা শুনিলে উড়িয়া গিয়া শুশ্রূষায়

নিযুক্ত হইব, মনের সাধ মিটাইয়া খাটিব; আজ আমার অনেক দিনের সেই কল্পনা-বীজে গাছ জন্মাইল! এখন এই গাছ ফলবতী হউক আর না হউক আমার তাহাতে কোন দুঃখ নাই।"

শরৎ। দাদা তোমার স্থায় কয়জন শিক্ষিত যুবা হিন্দু বালবিধবার দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয়ে ভেবে থাকেন? বিধবার কত জ্বালা, কত দুঃখ! একজনের নিকটে প্রাণের যাতনার কথাটী বলিয়া যে একটু শান্তি পাইবে, সংসারে এইরূপ সামান্য সহানুভূতি টুকুও তাহার ভাগ্যে ঘটে না। সমাজ তাহার কাছে কিছু চায় না,—বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনেরও মূল্য কমিয়া গিয়াছে। সমাজ তাহার কাছে কিছু আশা করে না, অকর্ম্মণ্য বলিয়া দুঃখিনীকে পথের তৃণের ন্যায় বা পায়ে এক দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে; তাই বিধবার প্রতি লোকের এত ঔদাসীন্য, এত নিষ্ঠুরতা!

পুলিন। সংসারের সুখ পশু প্রকৃতি মানুষের জন্য; যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হইয়া দেবভাব লাভ করিয়াছেন তাঁহারা চান দেবতার বাঞ্ছিত সুখ, জ্ঞানের বিমল নিত্য আনন্দ। যাহারা সর্ব্বদাই আপনার প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে পরের জন্য মরিতে কত সুখ?—তাহারা কেমন করিয়া অনুভব করিবে পরের জন্য বাঁচিতে কত আনন্দ, কত শান্তি!

যুবকের সারগর্ভ কথাগুলো স্বর্গীয় দৈববাণীর ন্যায় যুবতীর প্রাণকে স্পর্শ করিল। যুবতী এতকাল পরে একজন আপনার লোক পাইলেন; সুখ দুঃখের কথা বলিবার একজন মনোমত লোক পাইলেন,—পর পুরুষ বলিয়া আর যুবতীর মনে লজ্জা ভয় রহিল না।

পুলিন বলিলেন,—শরৎ, এখানে থাকিয়া আর তোমার কিছুই হচ্চে না,—লেখা পড়ার ভাল বন্দবস্ত না হইলে কিছুই হবে না। এখানে আমার একজন আলাপী ডাক্তার আছেন, বোধ হয় তুমি তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে, এখানে তাঁহার ন্যায় ডাক্তার আর নাই। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন বড় উন্নত। আমি যতদূর জানি, তাহাতে তাঁহার মত উচ্চদরের লোক আমাদের সমাজে কমই আছেন। অল্পদিন হইল তাঁহার স্ত্রীর কাল হয়েছে। এর পূর্ব্বে আর

এক স্ত্রীর কাল হ'য়েছিল, শুনেছি আর তিনি বিয়ে ক'র্‌বেন না। তাঁর বাড়ীতে তাঁর খুব আত্মীয় স্ত্রীলোকও আছেন—সেখানে তোমাকে রা'খ্‌বার সুবিধা ক'র্‌লে হয় নাকি?

শরৎ। আমি কি বলিব, আপনার যা ইচ্ছা করুন।

পুলিন। আগে তবে নরেন্দ্র বাবুকে (ডাক্তার মহাশয়ের নাম) জিজ্ঞাসা করা যা'ক্। তিনি স্বীকার করেনত আজই তোমাকে দেখাইতে আনিব, অমনি তোমার সাক্ষাতেই সকল কথা হবে।

শরৎ। আমার তেমন বেশী অসুখ করে নাই, ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন কি?

পুলিন। পাপের অল্প, আর রোগের অল্প,—একটু বলিয়া কি উপেক্ষা ক'র্‌তে আছে?—তিলেই শেষে তাল হইয়া পড়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিন বাবুর সময় খুব কম। তিনটী দিনত দেখিতে দেখিতেই চলিয়া গেল। আজ রাত্রের গাড়ীতে কাশীতে পৌছিতে না পারিলে কোন মতেই চলে না, তাই আজকার দিনের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ করিতে হইবে। পুলিন বাবু নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করিয়াই শরতের কাছে উপস্থিত হইলেন। শরতের পিসীমা ডাক্তার বাবুকে চিনিতেন, সুতরাং তিনি সহজেই মনে ভাবিলেন, শরৎকে দেখাইবার জন্যই ডাক্তার বাবুকে আনা হইয়াছে। শরতের কাছে বসিয়াই পুলিন বাবুর সহিত ডাক্তার বাবুর ইংরেজীতে কি কি কথা বার্ত্তা হইল, শরৎ তাহা বুঝিলেন না। কিছুকাল পরে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুলিন বাবু বল্‌ছেন আপনার খুব ইচ্ছা কোন ব্রাহ্ম পরিবারে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম

উপার্জ্জন করেন;—কেমন তাই কি?" শরৎ আর কখনও ডাক্তার বাবুকে দেখেন নাই, তাহাতে আবার ডাক্তার বাবুকে দেখিতেও যেন একটু ভয় ভয় করে, তাই শরৎ একটু জড় সড় হইলেন। নরেন্দ্র বাবু খুব স্থূলকায়, দীর্ঘাকৃতি, দৃঢ়োষ্ঠ লোক ছিলেন; তাহাতে আবার সর্ব্বদাই প্রায় কার্য্যানুরোধে ইজার চাপ্‌কান চোগা ইত্যাদি বান্ধা পোষাক পরা থাকিত; মাথার চুল অর্দ্ধ শুক্ল, ললাট অতি প্রশস্ত, এবং আকর্ণ, চক্ষু সর্ব্বদাই একটু ঈষৎ রক্তিম; বয়স অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসর হইবে। নরেন্দ্র বাবুর কেমন একটা রাশ ভারি ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া যে কেবল শরতের প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে এমত নহে, অনেকেরই উচু মাথা হেট হইত। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার বাড়ী থাকিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?"

শরৎ দেখিলেন আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, তাই যেন অস্থির হইয়া বলিলেন,—"আছে বই কি? আপনার বাড়ীতে আমি কেমন করিয়া থাকিব?"

নরেন্দ্র বাবু। আমার বাড়ীতে আমার আত্মীয়া মেয়েরা থাকেন, তাঁদের এক সঙ্গে থা'কবেন, তাতে আর আপত্তি কি হ'তে পারে?

শরৎ। "আমাকে পৃথক বাড়ীতে" এই টুকু বলিয়াই শরৎ থামিলেন।

নরেন্দ্র বাবু একটু চিন্তা করিয়া পুলিনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,— "আচ্ছা তাই হবে, তবে আজই পুলিন বাবু থা'কতে থা'কতে এখান হ'তে বের হতে হচ্ছে। পুলিন বাবুই শরতের কথার উত্তর দেওয়া ভাল মনে করিয়া বলিলেন,—আজ বইকি?—আর সময় কই? নরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করিয়া আসিবার সময়ই পুলিন সমস্ত ঠিক করে এসেছিলেন; পুলিন বাবুর ইঙ্গিতক্রমে ডাক্তার বাবু বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

শরতের পিসীমা সন্ধ্যার সময়ে মালাজপ করিতে ছিলেন, শরৎ ইত্য-বসরে পাল্‌কী বেহারা মহাশয়দের কাঁধে চাপিয়া পিসীর হাত এড়াইলেন। পাল্‌কী নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর দিকেই চলিল। নরেন্দ্র বাবু শরৎকে পাল্‌কী হইতে ঘরে লইয়াগেলেন। শরৎ বুঝিলেন, শরতের অসম্মতেও নরেন্দ্র বাবু শরৎকেতাঁহার আপন বাটী লইয়া আসিয়াছেন। শরতের একটু বেশ লাগিল—

স্বাধীন ভাবের উপরে যেন একটু হাত পড়িল। শরৎ কিছুই বলিলেননা—অসহিষ্ণুক্ত হইলেন না।

এদিকে নরেন্দ্র বাবু শরৎকে ঘরে রাখিয়া সেই রাত্রের মধ্যেই অনেক কষ্টে একটী দ্বিতল বাড়ী পাইলেন। বাড়ীটী ছোট—কেবল আজ কাল চূণ কাম করা হইয়াছে, নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর খুব কাছে—শরতের পক্ষে বেশ মানাইল। নরেন্দ্র বাবু সেই রাত্রের মধ্যেই বাড়ীটী ভাড়া লইয়া দুইবছরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া আসিলেন। সেই রাত্রি এবং পরদিন ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত কাজেই শরৎকে নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে, থাকিতে হইল। মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া নূতন বাড়ী গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বাড়ী যাওয়ার সাত আট দিন পরেই শরতের একটু অসুখ করিল। ছোট বেলা হইতে শরৎ নির্জ্জন ভাল বাসিতেন, সুতরাং নূতন বাড়ীতে একেলা থাকা শরতের কোন অসুখের কারণ হইয়াছিলনা। শরৎ শিশুকাল হইতেই প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির শিষ্যা, প্রকৃতির সেবক। শরৎ একেলা এক বাড়ীতে থাকিতে হইবে শুনিয়া বড়ই খুসী হইয়াছিলেন। এক জন হিন্দুস্থানী চাকর মাত্র শরতের রক্ষক স্বরূপ সর্ব্বদা বাড়ীতে চৌকি দিত। সেই চাকর ভিন্ন বাড়ীতে আর দ্বিতীয় লোক ছিলনা, যাইবারও যো ছিলনা। শরতের বাড়ীতে আর রান্নাবান্না কিছুই হইতনা, নরেন্দ্র বাবুর বামন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইয়া খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া আসিত। আজ দুই তিন দিন যাবৎ শরতের অসুখটা একটু বেড়ে উঠিল—খুব জ্বর হইল, শরৎ এবারে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন---উত্থানশক্তি রহিত

হইল। নরেন্দ্র বাবু বাহিরের ডাকে আর যাইতে পারিতেননা—সর্ব্বদাই শরতের কাছে থাকিতে হইত। প্রথম দুই তিন দিন শুদ্ধ কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই নরেন্দ্র বাবু নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও শরতের চিকিৎসাও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যে নরেন্দ্র বাবু বাহিরের ডাক হইলে আর না যাইয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, শীত, তাপ, বৃষ্টিকে পরাস্ত করিয়াও যিনি রোগী দেখিতে যাইতেছেন, শত বিঘ্ন বাধাও যাঁহার গতি অবরোধ করিতে পারিত না, আজ সেই নরেন্দ্র বাবু অন্য ডাকে কাণ না দিয়া শরীর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, শরীরের রক্ত জল করিয়া শরৎকুমারীর চিকিৎসা করিতেছেন, নিজহাতে শরতের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। যিনি এত দিন শুষ্ক কর্ত্তব্য ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পরোপকার ব্রত সাধন করিতে ছিলেন, বৈরাগ্যই সমস্ত ভাবকে পরাভব করিয়া যাঁহার হৃদয়ে কাজ করিতে ছিল, আজ কেন হঠাৎ সেই শুষ্ক কঠোর মনে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হইল? এত দিন যিনি স্বাধীনতা-পক্ষে মুক্তপাখীরন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন, আজ কেন তিনি এক জন অনাথিনী বিধবা রমনীর নিকটে দাসত্বের খত লিখিয়া দিতে গেলেন? এত দিন যিনি শুষ্ক চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিয়াই সুখ পাইতেন—কবিতা ভাল লাগিতনা, প্রাণে ভাব আসিলে তাড়াইয়া দিতেন, আজ কেন তাঁহার অন্তর বাহির মধুর সুললিত কবিতায় পরিপূর্ণ?—আজ কেন তাঁহার চোখে সকল দিকই মধুময় দেখা যাচ্ছে? পাঠক, পাঠিকাকে আর বলিয়াদিতে হইবেনা যে, সাহানুভূতি মানুষকে প্রেমের পথে লইয়া যায়; প্রেম মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। নরেন্দ্র বাবু দেখিলেন তাঁহার উপরে বিশেষ দায়িত্বের ভার পড়িয়াছে, আজ আর তাঁহার উপরে উপরে ডাক্তারী ব্যবস্থা করিলে চলিবেনা।

নরেন্দ্র বাবু শরৎকে বলিলেন—মেয়েদের শুশ্রূষা মেয়েরাই ভাল করিতে পারেন, পুরুষের অনেক অসুবিধা আছে। পয়সার লোক দিয়া প্রাণের কাজ কখনও হয়না, নতুবা এক জন ঝি আনা যাইত। পুরুষ বলিয়া যেন আপনার মনে কোন লজ্জা ভয় থাকেনা। আপনি এই কথাটী সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, একজন সম দুঃখিনী কামিনী অপেক্ষাও

আমি আপনার সুখ দুঃখ বেশী বুঝিতে পারি। শরৎ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল দুই এক ফোঁটা চোখের জল মুখের উপর দিয়ে গড়াইয়া বালীশের উপর টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। এ চোখের জল কি দুঃখের? না, এ অশ্রু সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়—এ কৃতজ্ঞার অশ্রু। সহানুভূতিরূপে যে আগুন নরেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই স্বর্গীয় প্রেমের আগুনই কৃতজ্ঞতার বাতাস লাগিয়া শরতের হৃদয়কেও স্পর্শ করিল, এবং ক্রমশঃ আরোকত হৃদয়কে স্পর্শ করিবে কে বলিতে পারে? আমরা জানিতাম, ভালবাসা বিনা সহানুভূতি হয় না,—যাহার দুঃখে স্থির থাকা যায় না, যাহার চক্ষুজল দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না, মানুষ তাহারই সঙ্গে সহানুভূতি করে, তাহারই জন্য প্রাণপণে খাটিতে পারে। এখন দেখিলাম, বাজনার ন্যায় ভালবাসারও আরোহী এবং অবরোহী দুটী পথ আছে। ~~ভাইত,~~ এ যে বড় সর্ব্বনাশের ব্যাপার! নরেন্দ্র বাবু সাধু ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরের ভাল করিতে গিয়া, পরকে মুক্ত করিতে গিয়া নিজে বদ্ধ হইলেন? সহানুভূতির কি এইরূপই স্বভাব—ক্রমশঃ আপন রাজ্য ছাড়িয়া ভালবাসার রাজ্যে না পৌঁছিয়া ছাড়ে না? এই জন্যই বুঝি সংসারে সহানুভূতি দুষ্প্রাপ্য? অপরদিকে শরৎ বেচারা পুরুষের নিঃস্বার্থ কোমল শুশ্রূষায় মোহিত হইয়াছেন, পুরুষের মধ্যে পালনী-শক্তি দেখিয়া অবাক হইয়াছেন, কৃতজ্ঞতার ভারে ক্রমশঃই নত হইয়া পড়িতেছেন।

শরৎ, সাবধান, তুমি কি জান না যে তোমার চক্ষুজলের সঙ্গে আর এক জনের চক্ষুজলের সম্বন্ধ হইয়াছে?—তোমার শরীরের যাতনা অনুভব করিয়া আর একজনের শরীর ছট্ ফট্ করিতেছে? তাই বলি, শরৎ, সাবধান, কাঁদিয়া আর অপরকে কাঁদাইও না। তোমার সরল মনে এখনও যে ভাব প্রবেশ পথ পায় নাই, তোমার স্বাভাবিক নম্রতা ও আপনাকে ছোট জ্ঞান এখনও যাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সম্মান করিতেছে, তুমি কি দেখিতেছ না যে, তিনি তোমাকে সমান করিয়া লইয়াছেন? শরৎ, যে ভাব অব্যক্তভাবে তোমার আপন হৃদয়ে কার্য্য করিতেছে, তুমি তাহাই যখন অনুভব করিতে পারিতেছ না, তখন জাতি, মান, জ্ঞান, ধর্ম্মের সমস্ত বৈষম্য-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অদৃশ্য ইথারের (Ether) ন্যায় অব্যক্ত কোন সাম্য শক্তিতে

যে তোমার হৃদয় আর এক জনের হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাহা তুমি কেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিবে? শরৎ, তুমি তোমার নিম্ন কৃতজ্ঞতার সোপান ছাড়িয়া কোন উচ্চ সোপানে আরোহণ কর নাই সত্য, কিন্তু তোমার প্রতি সহানুভূতি করিতে গিয়া একজন ভালবাসার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংসারে ভালবাসার দ্বারা না হয় এমন কাজ নাই। ভালবাসা শুষ্ক হৃদয়কে সরস করে, পাপ মনকে পূণ্য পবিত্রতার দিকে ফিরাইয়া দেয়, ভয়ানক প্রলোভন হইতে রক্ষা করে, এবং ভয়ানক কঠিন রোগ আরাম করে। বাস্তবিক সংসারে যে সকল মহাপুরুষদের আশ্চর্য্য দৈবশক্তির কথা শোনা যায়, যাঁহারা সেই দৈবশক্তির বলেই অন্ধের চক্ষুদান, খঞ্জের চলিবার শক্তি, মূকের বাক্‌শক্তি বিধান করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, প্রেমতত্ত্ববিৎ দার্শনিকেরা সেই দৈবশক্তিকেই প্রেমের ইচ্ছাবল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমাদের শরৎ যে ভয়ানক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, যদি নরেন্দ্র বাবুর হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছাবল না থাকিত তবে এত অল্পআয়াসে, অল্প সময়ের মধ্যে, শরৎ আরোগ্য লাভ করিতেন কি না সন্দেহের কথা ছিল। শরৎ এখন এক বেলা ভাত খান; বিনা সাহায্যে বিছানা হইতে উঠিয়া দুই এক পা ঠাঁই চলিতেও পারেন। দিন দিনই পথ্য ও যত্নের গুণে শরৎ সুস্থ হইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবুও এখন একটুকু অবকাশ পান, বাহিরের ডাক হইলে দিনের মধ্যে দুই চারি ঘণ্টার মত বাহিরে যাইতে পারেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

একদিন শরৎ শুইয়া শুইয়া একখানি বাঙ্গালা খপরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর এক মাত্র ভৃত্য লছমন আসিয়া শরতের হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল। এ চিঠি পুলিন বাবু লিখেছেন। শরৎ হাতের কাগজখানি রাখিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলেন। পুলিন দাদার চিঠি পাইয়া শরতের প্রাণে আগে খুব আনন্দ হইত, আজকার চিঠি পড়িয়া শরৎ বিমর্ষ হইলেন। নিকটে কোন লোক থাকিলে অবশ্যই শরৎ মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না—নিকটস্থ লোক অবশ্যই শরতের [illegible] বিষাদের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িতেন না। ভাগ্যে কাছে কেহই ছিল না—শরৎ স্বাধীনভাবে হৃদয়কে ক্রীড়া করিতে দিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নরেন্দ্রবাবু একবার করিয়া শরতের খপর লইতে আসিতেন। কোন দিনও আদ ঘণ্টার বেশী সময় বিলম্ব করিতেন না। শরৎ অনেক কথা বলিতে ভাল বাসেন না, তাই ভয়ে ভয়ে নরেন্দ্র বাবু দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই পলাইতেন। শরৎ এক দিন খুব বিনয়ের সহিত নরেন্দ্র বাবুকে আপন মনের ভাব খুলিয়া বলিয়াছিলেন, তদবধি আর নরেন্দ্র বাবু শরতের বিছানার উপরে বসেন না, গম্ভীরভাবে ভিন্ন কখনও চঞ্চল ভাবে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিয়াও শরতের বিরাগ ভাজন হইতে ইচ্ছা রাখেন না। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও যথা সময়ে নরেন্দ্র বাবু শরতের কাছে উপস্থিত হইলেন, দুই চারি কথায় শেষ করিয়াই আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। শরৎ নরেন্দ্র বাবুকে গমনোন্মুখ দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি একটু বিলম্ব করুন, কিছু ব'ল্‌বার আছে।" নরেন্দ্র বাবু শরতের মুখে আজ নূতন কথা শুনিলেন, কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ আর অবাক হইয়া থাকিতে হইল না, অবিলম্বেই শরৎ নরেন্দ্র বাবুর হাতে পুলিন বাবুর চিঠিখানি দিলেন, নরেন্দ্র বাবু চিঠিখানি একবার পড়িয়া খামে পূরিলেন, আবার খুলিয়া পড়িতে লাগি

লেন। শরৎ চেয়ে দেখিলেন নরেন্দ্র বাবুর মুখখানি হঠাৎ মলিন হইয়া গেছে, চোখ দুটী লাল হইয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন। শরৎ এতদিন পরে আজ্ যেন কি চোখে নরেন্দ্র বাবুর দিকে তাকাইলেন ;—নরেন্দ্র বাবুর গভীর বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া আর শরৎ সহ্য করিতে পারিলেন না ;— শরৎ বলিয়া ফেলিলেন,—"আপনি আবার মুখ ভার ক'র্‌লেন কেন ?" নরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"না, শরৎ, আমি আর মুখভার ক'র্‌বো কেন ?" বলিতে বলিতে নরেন্দ্র বাবু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য হারাইলেন, টস্ টস্ করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। আজ আর শরতের লজ্জা সরম নাই,—শরৎ বলিলেন,—"আপনি অমন করে দুঃখিনীর প্রাণ বিঁদ্‌বেন না ! পুলিন দাদার কথা অবশ্যই আমার শোনা কর্ত্তব্য ; তিনি যখন বন্দবস্ত করেছেন তখন কলিকাতা যাইয়া বোর্ডিঙ্গে থাকাই আমার পক্ষে সঙ্গত, পড়া শুনার সুবিধা যাহাতে হয় তাহা করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।"

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, আমি এতদিন অতিকষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া চলিয়াছি, তুমি পাছে মনে ক্লেশ পাও এই ভয়েই আমি কখনও তোমায় কিছু বু'ঝ্‌তে দেই নাই। তোমার চরিত্রের বল দেখিয়া আমার ভগ্নহৃদয়ে আশার আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ; তোমার ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমার আবার সংসারী হইয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে সাহস হইয়াছে ; তোমার জ্বলন্ত বিশ্বাস, জ্বলন্ত উৎসাহ এবং জীবন্ত স্বাবলম্বন দেখিয়া আমার মৃত প্রাণে নব উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছে, অবিশ্বাসের জড়তা দূরীকৃত হইয়াছে। শরৎ, তুমি আমায় ফেলে গেলে কি আর আমার দ্বারা সংসারে কোন কাজ হইবে ?—আমার জীবন-লতা তোমার কোমল প্রাণকে আশ্রয় করিয়াছে—একবার ছিঁড়ে দিলে চিরকালের মত অসহায় হইয়া ধূলিতে পড়িয়া থাকিবে—চিরদিনের তরে একটী জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে।

শরৎ। আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন এ জীবনে তাহার পরিশোধ করিতে পারিব না,—যেখানেই থাকি, যে অবস্থায়ই থাকি আপনার নিকটে চিরকালই দুচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব।

নরেন্দ্র বাবু। এখানে থাকিয়া কি তোমার জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতে

পারে না? তোমার শিক্ষার সুবন্দবস্ত ক'রে দিচ্ছি, তুমি কলিকাতায় যে'ও না—পুলিন বাবুরে চিঠির উত্তর আমিই লিখে দিচ্ছি।

শরৎ। ঘরে বসিয়া মেয়েদের পক্ষে শিখ্‌বার অনেক অসুবিধা আছে, রীতিমত শিক্ষালাভ করা কঠিন।

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, আমি আর তোমায় অধিক কি বল্‌বো?—আমার নিজের দুর্ব্বলতার আর কত পরিচয় দিব?—আমার বিচারশক্তি নষ্ট হইয়াছে, আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি!

শরৎ। চিরকাল একস্থানে থাকা নিতান্ত অসম্ভব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্তই সহ্য করিতে হয়,—কর্ত্তব্যকে যাঁহারা ভাল বাসেন তাঁহাদের কাছে বিচ্ছেদের ক্লেশ কিছুই নয়।

নরেন্দ্র বাবু। তুমি যদি একান্তই যাও, তবে আমার কাছে একটী প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে হবে,—সেখানে কোন পুরুষের সঙ্গে মিশ্‌তে পার্‌বে না।

শরৎ। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা কতদূর সঙ্গত বুঝি না। আপনি কিছুই ভয় ক'র্‌বেন না—আমি শীঘ্র বিয়ে কর্‌ছি না।

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, তুমি কি আমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার অধিকার দিবে?

শরৎ। কেন, আপনি ত কত কথাই ব'ল্‌ছেন—আবার অধিকারের কথা এলো কিসে?

নরেন্দ্র বাবু। তুমি কি আমার জীবনের দিকে একবারও ফিরে চাইবে না?

শরৎ। আপনার কাছে আমি খুব ঋণী আছি, যতদিন বেঁচে থাকি এ ঋণ স্বীকার করিব; তাই বলে আপনি মনে ক'র্‌বেন না, কোন নীতি বিরুদ্ধ, বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মত হইব।

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমার আর কিছুই ব'ল্‌বার শক্তি নাই,—তুমি সুখে আছ শুনিতে পাইলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে!

শরৎ। একের সাহায্য অন্যের আত্মার অসংখ্য প্রতিজ্ঞার প্রত্যেকটী যাহাতে পরিপূর্ণ হয়, এই উদ্দেশ্যই পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বর জগতের কুলাচার্য্য

হইয়া সবলের মনে দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতির আগুন জালিয়ে দেন, নিকৃষ্টের মনে শ্রেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জাগাইয়ে দেন,—একজন আর একজনকে পাইতে চায়—প্রাণে প্রাণে কোলাকোলি করিয়া একজন হইয়া যাইতে চায়। আপনি যদি ভগবানের বিধানে বিশ্বাস করেন, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনায় ও যদি তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া থাকেন, তাঁহার হাত দেখিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন। আমার প্রতি যদি যথার্থ ভালবাসা হইয়া থাকে, তবে আমার উন্নতির জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য সকলই সহ্য করিতে পারিবেন—কিছুই ভার বোধ হইবে না। আমি যেথানেই থাকি, যাঁহারই সঙ্গে মিশি, আপনাকেই স্মরণ করিব, আপনার ভালবাসায়ই অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে ভাল বাসিয়া ধন্য হইব।

নরেন্দ্র বাবু। আমি জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিলে সকলই বুঝি, কিন্তু হৃদয়ের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন আর আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে না, মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারি না।

শরৎ। আমি খুব অনাথিনী, হতভাগিনী! তাই বলে আপনি আমায় হৃদয়হীনা মনে ক'র্‌বেন না। আমি ভয়ানক স্বার্থপর,—মানুষকে ভাল বা'স্‌তে পারিনা সত্য, কিন্তু কৃতঘ্ন নই!

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, তুমি তবে আমার কাছে কৃতজ্ঞতায় ঋণী, ভালবাসায় ঋণী নও?

শরৎ। আগেই কি মানুষ প্রেমের উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে?—কর্ত্তব্যের সোপান পার হইয়াই ক্রমে উর্দ্ধে উঠা যায়।

নরেন্দ্র বাবু। শরৎ, তুমি যখন এতদূর অধিকার দিলে, তখন একটী কথা রাখ,—কলিকাতায় যেও না।

শরৎ। আচ্ছা আপনি এই খানেই আমার শিক্ষার ভাল বন্দবস্ত করে দিন না?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শরতের ইচ্ছা বুঝিয়া নরেন্দ্র বাবুর অনেকটা আশা হইল। শরতের শিক্ষা সম্বন্ধে নরেন্দ্র বাবুর মনে এক নূতন চিন্তা জন্মিল। টাকায়ও লোক মিলে না. নরেন্দ্র বাবু মহা ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। চরিত্রবান্ লোক না হইলে তাহাকে শরতের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন না। অল্প টাকায় বিএ, এম, এ, পাশ দেওয়া লোকও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চরিত্রবান্ লোক অল্পই মিলে। অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পরে নরেন্দ্র বাবু মনে মনে স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে শরতের সঙ্গেই পরামর্শ করে যাহা সঙ্গত বোধ ~~হয় কর~~বেন। আজ কাল নরেন্দ্র বাবু যখন ইচ্ছা তখনই শরতের বাড়ী আইসেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। রোজই সকালে শরৎ একেলা বসিয়া পড়া শুনা করিতেন। আজ বসিয়া এক খানি বাঙ্গলার ইতিহাস পড়িতেছেন এমন সময়ে নরেন্দ্র বাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শরতের হাতে বাঙ্গলার ইতিহাস দেখিয়া নরেন্দ্র বাবু একটু হাসিলেন। শরৎ হাসিতে দেখিলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াও ছাড়িলেন না। নরেন্দ্র বাবু বলিলেন,---"না, অম্‌নি হাসিলাম, সকল কথা কি আর বলা যায় ?"

শরৎ। হাঁ, সত্য, মনের কথা অনেক সময়ে লোককে বলিলে পাগল মনে করে— অনেক কথা, অনেক চিন্তা এবং অনেক হাসির আদবেই কোন অর্থ থাকেনা।

নরেন্দ্র বাবু। তা যা'ক্, আমি তোমায় যে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি সেই কথাই আরম্ভ করা যা'ক্।

শরৎ। আবার কিকথা—পরীক্ষাকর্‌তে হবে কি ?

নরেন্দ্র বাবু। পরীক্ষাকর্‌তে হলে, দিতেও হয়।

শরৎ। আপনি আমার শিক্ষার বিষয়ে কি ভেবেছেন ?

নরেন্দ্র। তাই বল্‌বো বলেই এসেছি।

শরৎ। পণ্ডিত পেয়েছেন কি?

নরেন্দ্র। পণ্ডিত আমি খুঁজিনাই—একজন মাষ্টার খুঁজেছিলেম, তা বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় কঠিন।

শরৎ। লেখা পড়া শিখ্‌বো—তার জন্য অত অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি?—বিশ্বাসী অবিশ্বাসী দে'খ্‌বার দরকার?—মেয়ে বিয়ে দিতে যাচ্ছিনে তো?

নরেন্দ্র বাবু। যার তার হাতে একজন যুবতীর শিক্ষার ভার দেওয়া যাইতে পারেনা।

শরৎ। না দেন, সে স্বতন্ত্র কথা,—আমার কোন আপত্তি নাই।

নরেন্দ্র। তুমি কি নিজকে এত দূর নিঃশঙ্ক মনে কর যে নিতান্ত দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিশিতেও ভয় করনা?

শরৎ। ভয় আমার আদবেই নাই,—তবে এক জনকে ভয় করি বটে; এবং সেই ভয় আছে বলিয়াই নিজের প্রতি এত বিশ্বাস।

নরেন্দ্র। ওসব কল্পনার কথা রেখেদাও, তুমি এখনও সংসারের কিছু বোঝনা, সংসারের কিছুই জাননা।

শরৎ। কিছু জানি না সত্য, তবে এই মাত্র জানি—ধর্ম্মেরই জয় হয়, সত্যেরই জয় হয়।

নরেন্দ্র বাবু। তবে তোমার জন্য যে হউক একজন শিক্ষক আনা যাইতে পারে?

শরৎ। আমিত মনে ক'রেছি আগে ভাল ক'রে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা ক'র্‌বো, তার পর সম্ভব হয় বিদেশীয় ভাষা শিখ্‌বো।

নরেন্দ্র বাবু। শুধু বাঙ্গলা শিখ্‌লে আর কি হবে?

শরৎ। কেন, রীতিমত বাঙ্গলা শিখ্‌লেই আমার কাজ চল্‌বেনা কি?

নরেন্দ্র বাবু। বাঙ্গলায় কয়খানা ভাল বই আছে? কয়খানাই বা ভাল ইতিহাস, ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ আছে? রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয়ে শুধু বাঙ্গলা জানিলে কিছুই জানা যায় না।

শরৎ। কেন, এ সকল বই কি বাঙ্গলায় অনুবাদিত হয় নাই?

নরেন্দ্র বাবু। অনুবাদ ক'রবার লোক কোথায়—কয়জনেই বা এ সকল শাস্ত্র দশবছর বসিয়া অধ্যয়ন ক'রেছেন, পাঁচ বছর বসিয়া এ সব বিষয়ে ভেবেছেন? অনেকেই পাড়া পেয়ে ডাক্তারের মত তিন পাতা পড়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

শরৎ। আচ্ছা, আমাদের দেশে কি এ সকল শাস্ত্র ছিলনা? আমি ত একদিন দাদার কাছে শুনেছিলেম, আমাদের দেশে যেমন ধর্ম্মের উন্নতি হয়েছিল, এমন আর কোন দেশে আজও হয় নাই,—আমাদের দেশের মনু প্রভৃতির ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ লোক পৃথিবীতে তখন অল্পই জন্মাইয়াছিল। আমার খুব মনে পড়ে, দাদা আরো বলেছিলেন যে বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও আমাদের দেশে বেশ উন্নতি হয়েছিল, তবে শুনেছি নাকি ইয়োরোপ ইদানীন্তন জড়বিজ্ঞানের খুব বেশী উন্নতি হয়েছে। আমি জড় বিজ্ঞান ও বুঝি না, রাজনীতিও বুঝি না, আগে যা শিখ্‌লে আমার আত্মার উন্নতি হতে পারে তাই শিখ্‌বো। আমার ইচ্ছা যে বাঙ্গলাটা রীতিমত শিখে, বাঙ্গালায় যে সকল ভাল ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহা প'ড়্‌বো, এবং আমি দেখেছি সংস্কৃতে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ আছে তাহার প্রায়ই বাঙ্গলা টীকা আছে। দাদা আমায় একবার একখানা ভগবদ্গীতা দিয়েছিলেন তাতে দেখেছি টীকা দেখে বেশ বোঝা যায়। একজন ভাল পণ্ডিত হলে, আমার ইচ্ছা যে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে গীতা ইত্যাদি ভাল ভাল পুস্তকও একটু একটু পড়্‌বো।

নরেন্দ্র। পণ্ডিত অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে; তা বেশ হয়েছে, রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয়কেই ডাকা যা'ক্।

শরৎ। বুড়ো পণ্ডিত হ'লে আর আপনারও কোন আপত্তি থা'ক্‌বেনা —তা বেশ, সবদিকেরই মঙ্গল।

নরেন্দ্র। তুমি কি মনে কর, আমি তোমায়, অবিশ্বাস করি?

শরৎ। ক'র্‌লেই বা তাতে আমার কি?

নরেন্দ্র। কেন, তোমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কি?

শরৎ। নিজে খাঁটি থা'ক্‌লে আর ভয় করি কারে?

নরেন্দ্র বেলা ঢের হয়েছে, বাপরে! এর মধ্যে সাড়ে নয়টা হয়ে গেল?

শরৎ। আবার কখন আ'স্বেন ?

নরেন্দ্র। সন্ধ্যার সময়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সন্ধ্যার পরে শরৎকুমারী বসিয়া সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের নিকট ভাগবৎ পড়িতেছেন এমন সময়ে নরেন্দ্র বাবু গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়াই সিদ্ধান্ত-ভূষণ 'আসুন আসুন' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শরৎ একটু বিরক্ত হইলেন। খুব নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে ছিলেন, বিষয়টাও খুব ভাল, তাই শরৎ একটু গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"দেখা শুনা করার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে আর কোন অসুবিধা হয় না।" নরেন্দ্র বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনি কেমন আছেন,—আজ আর অম্বলটার টের পান নাই ত ?" শরতের প্রেমমাখা কথাগুলি শুনিলে আর নরেন্দ্র বাবুর মনে কোন দুঃখ কষ্ট থাকিত না। নরেন্দ্র বাবু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"না, আজ বেশ আছি।" পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ কেমন প'ড়্ছেন সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয় ?"

সিদ্ধান্ত ভূষণ। ভাষাটা শিখাইতে পারিলেই হয়; তা, শরৎ মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী, মেহনৎও বেশ করেন, অল্পদিনের মধ্যেই ভাষায় বুৎপত্তি লাভ ক'র্তে পা'র্বেন।

নরেন্দ্র বাবু। শরৎকে কি ধর্ম্ম পুস্তকও কিছু পড়ান ?

সিদ্ধান্ত-ভূষণ। হাঁ, গীতাটা কখনও কখনও একটু একটু পড়াই বটে, তা, শরৎকে একবার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা ক'রে দিলেই নিজে নিজে বেশ

বুঝ্‌তে পারেন, বরং আমার চেয়ে খুব গভীরভাবে সব কথার ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌তে পারেন। আমি শুধু কথার অর্থ বলে দেই বইত নয়?

শরৎ দেখিলেন পণ্ডিত মহাশয় অমে থামিবেন না, তাই নরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আমার এক খানা ভাল অভিধানের দরকার।" সকলেরই সেই কথার দিকে মন গেল। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বন্ধ হইল। সকলে একত্রে পরামর্শ ক'র্‌তে লা'গ্‌লেন, কোন্ অভিধান ভাল। অভিধান কেনার পরামর্শ ঠিক করিয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, -খানিকক্ষণ শাস্ত্রালাপ করা যা'ক্ না কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, —"এখন শাস্ত্রালাপের বেশ উত্তম সময়।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, মশাই, প্রকৃত সুখ কি?"

পণ্ডিত। দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়াও যদি অঋণী অপ্রবাসী হওয়া যায় তবেই সুখ।

শরৎ পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া একটু হাসিলেন। নরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, -"আচ্ছা, এ বিষয়ে শরৎ কি বল?

শরৎ। আমি আবার কি বল্‌বো, তবে পণ্ডিত মহাশয় যে শ্লোকটার ব্যাখ্যা করিয়া সুখের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন,ওকথা আমার প্রাণে লাগে না।

পণ্ডিত। আচ্ছা না, আপনি যা বোঝেন তাহাই বলুন না?

শরৎ। যার কোন বাসনা নাই,—যে সংসারে কাহারও কাছে কিছু চায় না, সেই ব্যক্তিই আমার মতে প্রকৃত সুখী।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, -"শরতের কথা আমারও প্রাণকে স্পর্শ করে বটে।" পণ্ডিত মহাশয় একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, শরতের কথার খুব গভীর ভাব আছে।

নরেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা মশাই, সংসারে প্রকৃত স্বাধীন কে?"

পণ্ডিত। শরৎই এ প্রশ্নের উত্তর করুন, আমি শেষে যা হয় ব'ল্‌বো।

শরৎ। আমি এ বিষয়ে কোন পুস্তকে কিছু পড়ি নাই, তবে এ বিষয়ে পুলিন দাদার সঙ্গে একদিন অনেক কথা হইয়াছিল। সমাজের ভয় না করিয়া, লোকের মুখ না চাহিয়া, নীচ বাসনা এমন কি ভালবাসার অধীন

না হইয়াও যিনি শুদ্ধ বিবেকের কথা মতে চলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত স্বাধীন।

পণ্ডিত। বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে যেন মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধই থাকিতে হয়, চিত্তশুদ্ধি না হইলে বিবেকের কথা শোনা যায় না।

শরৎ। যে কিছু চায় না—অথচ বাসনা শূন্য হইয়া পরের জন্যই খাটিতে পারে তাহারই চিত্ত শুদ্ধি হয়।

নরেন্দ্র বাবু। আমার একটা মাত্র প্রশ্ন আছে, সেইটার উত্তর হইলে আর কিছুই জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো না,—আমি অনেক দিন এ বিষয়ে ভেবেছি, কিন্তু নিজের কাছে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। আপনারাই বলুন দেখি সংসারে প্রকৃত ধনী কে?" শরৎ একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, নানা মুনির নানা মত।"

নরেন্দ্র বাবু। আপনার এ বিষয়ে মত কি?

পণ্ডিত। আমার মতে "স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যিনি নিত্যকর্ম্ম, দানাদি করিতেছেন, পরিবার, আত্মীয় বর্গকে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতেছেন, অর্থ দ্বারা যে কাজ সিদ্ধ হইতে পারে ইচ্ছামত তাহাই করিতে পারিতেছেন, তিনিই ধনী।" নরেন্দ্র বাবু এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়কে তাহা বুঝিতে দিলেন না। শরতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শরৎ কি বল?"

শরৎ। শরৎ ভারী একটা পণ্ডিত লোক কিনা, তাই শরৎ ব'ল্‌বে; কেন এ দেশে কি লোক নাই? ছেলের মুখে বুড়োর কথা কি আপনারা ভাল শোনেন?

পণ্ডিত। কেন মা, আপনিত কোন অসার কথা বলেন নাই; তবে কোন শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়া আপনার কথার প্রমাণ দিতে পারেন নাই বটে, তা নাইবা পা'র্‌লেন, আপনার মন গড়া কথা হইলেও ওকথায় অনেক সার জিনিষ আছে।

নরেন্দ্র বাবু। শাস্ত্রের কথা যখন বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত গ্রহণ নাকরা

যায়, তখন তাহাতে কোন উপকার হয়না—সে কথা মৃত, সে কথার জীবন নাই, সে কথায় মানুষের প্রাণ নেড়ে দেয়না; হৃদয় স্পর্শ করেনা। নরেন্দ্র বাবু কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"শরৎ,বলনা তুমি এবিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করেছ? সত্য নূতন নয়, সত্য পুরাতন; সত্যের দ্বিতীয় নাই—সত্য এক; সত্যের কাছে ছোট বড়, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্রের বিচার নাই—সত্য প্রকৃতির মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়। এই জন্য সাধুরা বলিয়া থাকেন;—যেস্থানে সত্য পাইবে সেই স্থান হইতেই অবনত মস্তকে সত্য গ্রহণ করিবে। বাস্তবিক যাঁহারা জ্ঞানাভিমানী তাঁহারা কখনও অবনত মস্তকে বালকের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন না। যাঁহারা সাম্প্র-দায়িক তাঁহারা কখনও উদার ভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেননা। সুতরাং এই সকল সংকীর্ণ মনা লোকেরা ইচ্ছা করিয়াই সত্যের দ্বার রুদ্ধ করেন, সত্য তাঁহাদের দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়।

শরৎ। ধনী সম্বন্ধে আমার মত একটু স্বতন্ত্র—বড় একটা অনেকের সঙ্গে মিলেনা; আপনারাও হয়ত আমার কথা কল্পনা-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তবে একথা ঠিক যে, আমার মত কাহ্যে পরিণত হওয়া বড় সহজ নয়। আমার মতে, যাঁহারা পরের গলগ্রহ না হইয়া আত্মচেষ্টায় জীবন ধারণ করেন, মান অপমানের দিকে না তাকাইয়া নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন এবং হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে কোন কিছু নিত্য পদার্থ সঞ্চয় করিয়া নিত্য সুখী হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত ধনী।

নরেন্দ্র বাবু—নিত্য পদার্থ কাহাকে বল?

শরৎ। যাহার পরিবর্ত্তন নাই, যাহা সংসারের ধনের ন্যায় আজি আছে কাল থাকিবে না এমন নয়, যাহা সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিলে সংসারের বড় মানুষ, সংসারের জাক জমক, সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া নিজকে দরিদ্র বলিয়া মনে হয়না, যাহা চোর ডাকাতে এবং পাপ প্রলোভনে চুরি করিয়া লইতে পারেনা তাহাই নিত্য, তাহাই সার।

শরতের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র বাবু অবাক হইলেন, শরতের সঙ্গে নিজ জীবনের তুলনা করিয়া মনে মনে নিজকে অতি নিকৃষ্ট জ্ঞান করিলেন শরৎ জানিলেন না ও নরেন্দ্র বাবু আজ আর খোঁচ ফাঁক নারাখিয়া গোটা হৃদয়টী শরতের কাছে বিক্রয় করিলেন।

কিছু কাল পরে নরেন্দ্র বাবু পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন, শরৎ আহারাদি করিতে বসিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় তিনটা। শরৎ বসিয়া নরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে ডাক হরকরা "চিঠি আছে" বলিয়া হাঁকিল। লচ্মন বোধ হয় তখন একটু আরাম করিতে ছিল। শরৎ আর লচ্মনকে না ডাকিয়া নিজেই নীচে নামিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—আমিই যাচ্ছি।

শরৎ আর সেকথায় কাণ নাদিয়া নীচে গেলেন, চিঠি হাতে করিয়া তখনি আবার উপরে আসিলেন। শরৎ চিঠি খুলিতেই নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার চিঠি শরৎ?" শরৎ চিঠি খানি উলট্ পালট্ করিয়া বলিলেন, পুলিন দাদার চিঠি। নরেন্দ্র বাবু বুঝিলেন, তিনি পুলিন বাবুকে যে চিঠি লিখেছেন এ সেই চিঠিরই উত্তর। শরৎ মনে মনে পড়িতে ছিলেন, তাই নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "শরৎ, বোধ হয় এ আমার চিঠিরই জওয়াব, চেচিঁয়েই পড়না?"

শরৎ। যদি কোন গোপনীয় সংবাদ থাকে?

নরেন্দ্র বাবু। আমার কাছে আর গোপন কি?

শরৎ। আজও সে অধিকার পান নাই ; বিশেষ পরের সম্বন্ধে আমারও সে অধিকার দেওয়ার সাধ্য নাই?

নরেন্দ্র বাবু। তুমি জা'নলে কি আমার জানা হয়না?—তুমি কি আমা ছাড়া?

শরৎ। ও কথার আর অধিক বাড়াবাড়ি কেন? আমি পড়েই আপনাকে দিচ্ছি—একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন না কেন?

শরৎ চিঠি খানি আদ্যোপান্ত পড়িলেন, পড়িয়া আর নরেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন না—নিজেই চেঁচিয়ে পড়িতে লাগিলেন।

"শরৎ, আজক য়েক দিন হইল নরেন্দ্র বাবুর এক চিঠি পেয়েছি। উত্তর লিখি লিখি করে এক হপ্তা চলে গেল। নরেন্দ্র বাবু কি মনে ক'রেছেন জানিনা। তোমার এখন তাঁহাকে ব'ল্বার অধিকার হয়েছে, তুমি একটু আমার হয়ে বলো, তিনি যেন কিছু মনে নাকরেন। আজ তাঁহাকেও এক খানি কার্ড লিখ্‌লেম। নরেন্দ্র বাবুর প্রতি আমার অনেক দিন হইতেই শ্রদ্ধা আছে। তবে মানুষ মানুষই থাকে,—মানুষের দুর্ব্বলতাও থাকে। আজ নরেন্দ্র বাবু একটু দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলেন বলিয়া যে চিরকালই তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে তাহা নয়,—বিশ্বাস করাই সাধুতার লক্ষণ, অবিশ্বাস করা হীন প্রকৃতি নাস্তিকের লক্ষণ। যে কয়েকটী গুণে সহজেই নরেন্দ্র বাবুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা তোমায় সংক্ষেপে লিখিতেছি। নরেন্দ্র বাবুর ক্ষমাগুণ বেশ আছে। আমি জানি, একবার একজন লোক নরেন্দ্র বাবুর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া আসিয়া বলিল, মহাশয়, নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সে দিন আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিনাই, ছোট লোকের ন্যায় আপনার অবমাননা করিয়াছি, দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করুন। "নিজ গুণে" কথাটী নরেন্দ্র বাবু দুই তিনবার আওড়াইলেন। নিজ গুণে কথাটী তাঁহার প্রাণে বড়ই লেগেছিল। নরেন্দ্র বাবুর একটী গুণ এই, তিনি কখনও আত্ম প্রশংসা সহ্য ক'র্‌তে পারেননা। যাহাতে নিজের নাম বের হয় এমন কাজে নরেন্দ্র বাবু নাই। নরেন্দ্র বাবুর দান-শীলতার কথা শুনিলেঅবাক হ'তে হয়; স্বার্থপরতাকে নরেন্দ্র বাবু নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয়ের সহিত ঘৃণাকরেন। স্বাধীনতার সেবক নরেন্দ্রবাবুর ন্যায় কম লোকই দেখেছি

যাহা একবার তিনি সত্য বলিয়া বুঝিবেন তাহাই করিতে প্রস্তুত। তুমি যতই নরেন্দ্রবাবুর সহিত মিশিবে ততই তাঁহার জীবনের মহত্ব দেখিয়া অবাক হইবে। জ্ঞান এবং বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে যুবক যুবতীগণের সংসর্গ হইতে দূরে রাখিতে পারেনাই—তিনি সর্ব্বদাই গরিব দুঃখী স্কুল কালেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতে ভাল বাসেন। বাস্তবিক ওখানকার যুবক দলের উপরে তাঁহার এত দূর আধিপত্য যে, আমার বোধ হয় তিনি তাঁহাদিগকে মরিতে বলিলেও তাঁহারা অস্বীকার করেন না। তবে মানুষ ভাল বাসায় অন্ধ হয়, বাহির এবং ভিতরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া মানুষ স্বভাবতঃই বিচার-শক্তি হারায়; কাজেই নিতান্ত স্বার্থপর, কপট এবং নির্ম্মম হইয়া সরলা অবলা গণের নতপ্রবণতার অধিকার লয়। তুমি সুখে থাক এই চাই—নিজের দিকে যেন একবারও না তাকাই—যত দিন পারি এই ভাবেই যেন ভেসে বেড়াই! তোমার পুলিন দাদা।"

চিঠি পড়া শেষ হইল। শরতের মুখ ভার দেখিয়া—শরতের হৃদয়ের যাতনা অনুভব করিয়া নরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন;—"শরৎ, পুলিন বাবু কি তোমায় কখনও অন্যভাবে দেখেছিলেন?"

শরৎ। অন্যভাব কি বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম না?

নরেন্দ্র। তোমায় তিনি ভাল বেসেছিলেন?

শরৎ। ছোটবেলা হতেই ভাল বাস্‌তেন, এখনও খুব ভাল বাসেন, এবং আমি বিশ্বাস করি, যত দিন বেঁচে আছেন ততদিনই সমানভাবে ভাল বা'স্‌বেন।

নরেন্দ্র বাবু। তুমি তাঁকে কিরূপ চোখে দেখ?

শরৎ। এখন অবশ্যই ভ্রাতৃস্নেহের চোখে দেখি, তবে মধ্যে কয়েকদিন কি ভাবে দে'খ্‌তেম, কিরূপ ভাল বাস্‌তেম তাহা বলে বুঝাতে পারি নে,—অনুভব ক'র্‌তে পার্‌তেম্‌, কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পা'র্‌তেম না।

নরেন্দ্র বাবু। তোমার কথা বোঝা ভার—অত গোল কর কেন—স্পষ্টই বল না?

শরৎ। গোল ক'র্‌বার কোন কারণ নাই,—তবে তখন দাদা বলেই

ভালবাসা দিতে যেতেম, কিন্তু হৃদয় সে ভাব গ্রহণ করিত না—অন্যভাবে দে'খ্‌তে চে'ত।

নরেন্দ্র। তুমি তখনকার সেইভাব পুলিন বাবুকে জানাইয়ে ছিলে?

শরৎ। না;—তিনিও জানান নাই; আমি তাঁর মনের ভাব কতকটা না বুঝে ছিলেম এমন নয়।

নরেন্দ্র বাবু। মানুষের ইচ্ছায়ই যদি সকল হতো তবে আর চিন্তা ছিল কি?—মানুষ প্রস্তাব করে, ভগবান অগ্রাহ্য করেন।

শরৎ। পুলিন দাদার এ চিঠি খানার উত্তরও আপনি দিন না?

নরেন্দ্র। আমার আর কিছু লেখা উচিত হয় না—পুলিন বাবু হয়ত আমার চিঠি পেয়ে আরো বেশী চটে যাবেন।

শরৎ। পুলিন বাবুকে আপনি জানেন না। পুলিন দাদার মত উদার লোক আমি কমই দেখেছি; আহা, কি সুন্দর সরলভাব!—মুখখানি দে'খ্‌লেই ভালবা'স্‌তে ইচ্ছা করে। পরের সুখ দুঃখ ভেবে ভেবেই সারা হলেন—নিজের কি হবে একবার ফিরেও সেদিক চান না।

নরেন্দ্র বাবু। পুলিন বাবুকে আমি একরূপ না জানি তা নয়, তবে বিশেষরূপে জা'ন্‌বার সুযোগ পাই নাই।

শরৎ। পুলিন দাদার ভগীর ভালবাসার ঋণ এ জন্মে সোধ দিতে পা'র্‌বো না।

নরেন্দ্র বাবু। আমিও নানারূপ গোলযোগের মধ্যে পড়েছি,—বাড়ীর মেয়েরা দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে জ্বালাতন ক'র্‌ছেন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও যাঁহারা শুনেছেন, তাঁহারা নানারূপে বাধা দিতেছেন, চারিদিক থেকেই নানাবিঘ্ন বাধা উপস্থিত হতেছে। আমার ইচ্ছা, সামাজিক নিয়মটা শীঘ্রই রক্ষা করা বিধেয়।

শরৎ। আপনার যা ইচ্ছা ক'র্‌তে পারেন, আমার এখন কিছুতেই আপত্তি নাই;—এখনও যেমন আছি তখনও তেমনি থাকিব।

নরেন্দ্র বাবু। তোমার কথাটা ভাল করে বুঝ্‌লেম না।

শরৎ। এখন বুঝেও দরকার নাই,—যে সময়ের যে কথা সেই সময়ে তাহা বলিলেই খাটে।

নরেন্দ্র। বল না শরৎ—লক্ষ্মীটী বল না ?

শরৎ। ক্রমে সকলই বাধ্য হয়ে বল্‌তে হবে—তার জন্য অত কাতর হ'তে হবে না।

নরেন্দ্র। তবে শীঘ্রই উদ্যোগ করা যা'ক ?

শরৎ। যাঁ খুসি করুনগে—আমার ইচ্ছাও নাই, আপত্তিও নাই।

নরেন্দ্র। "শুভস্য শীঘ্রং।"

শরৎ। "অশুভস্য কালঁ হরণং।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র বাবু বিঁধবা বিবাহ করিতে যাচ্ছেন এ কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়িল। যে দুই এক জন শুনিতে বাকি ছিলেন, বাড়ীর মেয়েদের কৃপায় তাঁহারাও ভাল করিয়া শুনিলেন,—শুনিলেন মেয়েটী শূদ্রবংশ জাত। বিদেশের আত্মীয় বান্ধবগণ চিঠি লিখিতে লাগিলেন, স্থানীয় বন্ধুগণ এবং আলাপী লোকেরা নানারূপে নরেন্দ্র বাবুকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িলেন না। নরেন্দ্র বাবু শরতেরকে কিচোখে দেখেন সংসারের লোকেরা তাহার কি জানে ? শরতের ভালবাসাই যে নরেন্দ্র বাবুর জীবন, শরতের সুখেই যে নরেন্দ্র বাবুর প্রাণে শান্তি, শরতের ভোজনেই যে নরেন্দ্র বাবুর তৃপ্তি, স্বার্থপর লোকগুলি তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ? নিষ্ঠুর লোকেরা অনায়াসেই নরেন্দ্র বাবুকে বলিতে লাগিল, একটা অনাথিনী শূদ্রাণীর পাণিগ্রহণ করা নরেন্দ্র বাবুর ন্যায় লোকের পক্ষে নিতান্তই কলঙ্কের বিষয়। সংসারের লোকেরা ভালবাসাটাকে হয় একটা ছেলে খেলা মনে করে, অথবা অপবিত্র চোখেই সাধারণতঃ দেখিয়া থাকে। নরেন্দ্রবাবু যে

শরৎকে পবিত্র চোখে দেখিতেছেন, শরতের ভালবাসারকাছে যে নরেন্দ্রবাবু নীচ বাসনাকে বলি দিয়াছেন, শরতের পবিত্র মুখে যে নরেন্দ্র বাবু স্বর্গের জ্যোতিঃ দেখিতে পান একথা কি সংসারের অবিশ্বাসী শুষ্ক হৃদয় লোক গুলো বিশ্বাস করিবে?—কখনই না। সংসারের বন্ধুবান্ধবেরা যেমন অনায়াসেই নরেন্দ্র বাবুকে শরতের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে উপদেশ দিতে পারিলেন,নরেন্দ্রবাবুর পক্ষে সেই স্বর্গীয় ভালবাসা দুধের মাছীর ন্যায় তুলিয়া লওয়া তেমনি সহজ ব্যাপার ছিল না। নরেন্দ্রবাবু পরের অনর্থক গঞ্জনায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদিয়া কাটাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবুর মনে খুব বল ছিল তাই তিনি অত বড় ঝড়ের মধ্যেও ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি হইলে কোথায় উড়িয়া যাইতাম, আমিও জানিতাম না, শরৎও জানিতেন না। নরেন্দ্র বাবু ভিতরে ভিতরে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে ফেলিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া বিবাহের দিন অবধারিত করিলেন। শরৎ শুনিলেন বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছে। এতদিন বিবাহের বিষয়ে যে একেবারেই শরৎ ভাবেন নাই তাহা নহে; তবে এত দিন শরতের মনে কোন ক্লেশ হয় নাই; আজ বিবাহের চিন্তা শরতের প্রাণকে বড় যাতনা দিতে লাগিল—আজ শরতের প্রাণ ভয়ে অভিভূত হইল। শরৎ নরেন্দ্র বাবুকে কিছুই জানিতে দিলেন না। যাঁহার উপরে শরতের সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল, যাঁহার মুখ চাহিয়াই শরৎ জীবনের অতি সামান্য কার্যাগুলিও করিতেন তাঁহাকেই আজ ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন—তাঁহাকেই অতি কাতরে প্রাণের কথাগুলি জানাইতে লাগিলেন বিবাহের পূর্ব্বে যে দু চারিদিন সময় ছিল সে কয়েক দিন শরৎ নির্জ্জনে থাকিয়াই কেবল নিজকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শরৎ জানিতেন তাঁহার জীবনের একটী নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইতেছে—তাঁহার পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শরতের মনে বিশ্বাস ছিল, প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছাই যাহার জীবনের গতিবিধি তাহার আর সংসারের ভয় নাই।

নরেন্দ্র বাবু দিন রাত্রি কেবল বিবাহের আয়োজনেই ব্যস্ত—শান্তভাবে

দশ মিনিট বসিয়া একটু চিন্তা করারও সময় নাই—নিজেরই সকল দেখিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বাবু দিন রাত কেবল বিবাহের ভাবনাই ভাবিতেছেন—নিজের বিষয়ে ভাবিবার সময় কোথায়? "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।" যিনি নিজের বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটু প্রস্তুত হইয়াছেন—জীবন-সংগ্রামের জন্য বিশ্বাস-কবচে পরিহিত হইয়া নির্ভরাস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনি ঘোর বিপদ প্রলোভনের মধ্যেও কেমন অচল অটল ভাবে স্বীয় ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়াইতে পারেন শরৎকুমারীর ক্ষুদ্র জীবনেই তাহা দেখিতে পাইব। পক্ষান্তরে যিনি বিবাহের জন্যই কেবল বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তিনি সংসার-রণ-ক্ষেত্রে সময় সময় কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন নরেন্দ্র বাবুর জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিব।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

একদিন নরেন্দ্র বাবু শয়ন কক্ষ্যায় বসিয়া মলিন মুখে কি ভাবিতেছেন এমন সময়ে শরৎ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাম করে বাম গণ্ড ন্যস্ত করিয়া পালঙ্কের উপরেই নরেন্দ্র বাবু বসিয়াছেন—একটী ক্ষুদ্র তাকিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শরৎ যাইয়া নীচে এক খানি কাউচের উপরে বসিলেন। নরেন্দ্র বাবুকে গভীর ভাবনাযুক্ত দেখিয়া শরতের কিছু বলিতে সাহস হইল না। শরৎকে দেখিয়া নরেন্দ্র বাবুর বিষাদের ভারও যেন আরো কিছু বেশী বোধ হইল—মুখ খানি সোজা ছিল বিষাদভরে যেন অবনত হইল। শরৎ আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি হয়েছে?"

নরেন্দ্র বাবু একটু লজ্জিত হইলেন। সেই লজ্জার ভাবটুকু ক্ষণকালের জন্য নরেন্দ্র বাবুর মলিন মুখখানিকে একটু আলো করিল।

কিন্তু গভীর বিষাদের সময়ে মুখের উজ্জ্বলতা কতক্ষণ থাকে?--গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনীর ক্ষণিক জ্যোতির ন্যায় নিমেষের মধ্যেই আবার সেই আলোটুকু বিষাদ-তিমিরে বিলীন হইল। নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"না, এমন বেশী কিছু নয়।" এই বলিয়াই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। সে নিশ্বাসের উষ্ণতা গ্রীষ্ম কালের সামুদ্রিক বায়ুর ন্যায় শরতের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিল।

শরৎ বলিলেন,—"বেশী কিছু না হয়, কমই কিছু বলুন না?"

নরেন্দ্র।—শরৎ, মনে করে ছিলেম, তোমায় আর এসব বিষয় জান্‌তে দিবনা—আমার দুঃখের কথা বলে আর তোমার মনে ক্লেশ দিবনা। কিন্তু অবস্থায় কোন নিয়ম মানেনা—প্রতিজ্ঞার কথা শোনেনা। আমি বড় অস্থির হয়ে পড়েছি—কি কর্‌বো, কোথা যাব, কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

শরৎ। আপনার দুঃখের কথা আমায় জা'ন্‌তে দিবেন না—এই মন আপনার?

নরেন্দ্র। শরৎ, দুঃখ পেতেই তুমি আমার সঙ্গিনী হয়েছ!—আমার আর দুঃখ কি শরৎ?—তোমার চির জীবনের সুখ শান্তি হরণ করিয়া যে তোমায় দুঃখ ভাগিনী করেছি—এই দুঃখেই আমার হৃদয় জলিতেছে—এই চিন্তায়ই আমার শরীর জর্জ্জরিত হতেছে!

শরৎ। কেন, আমার দুঃখকি?—সুখ দুঃখের বিষয়েত আমি কিছুই ভাবিনাই—সংসারে সুখ ভোগ করিবার জন্যত আপনার সঙ্গিনী হই নাই—যেমন দুঃখিনী ছিলেম—চির কালই সংসারে তেমনি ভিখারিণী থা'ক্‌তে চাই।

নরেন্দ্র। শরৎ, তুমি এখনও কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছনা সংসার কি ভয়ানক স্থান! উঃ সংসার! এত দিন যাঁদের জন্য শরীরের রক্ত জল ক'র্‌লেম তাঁরাই আজ আমার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াইয়াছেন!

শরৎ। কিহয়েছে; আমায় সব খুলে বলুন না?

নরেন্দ্র। এখানকার বড় বড় লোকেরা সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন—যাঁহারা একদিন আমার চক্ষু জল দেখিয়া অশ্রু সংবরণ

করিতে পারিতেননা তাঁহারাই আজ আমার যাহাতে ক্লেশ হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন।

শরৎ। পৃথিবীর এই রূপই স্বাভাবিক গতি—যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন তিনি আঘাত করিতে আসিবেন, যাঁহার হিতের চেষ্টা করিতে যাইবেন তিনি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু আপনার পায় পড়িয়া একটী অনুরোধ করি—সংসারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যেন আপনার হীনতা না জন্মায়।

নরেন্দ্র। লোকের ব্যবহারের জন্য আমি তত ভাবিনে—আমার পিছনে লোকগুলো এমনি লেগেছে যে আমার আর এখানে থেকে সংসার চালান হচ্ছেনা—কোন হিন্দুর বাড়ীতে আমার ডাক হবেনা।

শরৎ। তা নাইবা হলো?—ব্রাহ্ম কি খ্রিষ্টানদের বাড়ীতেত হবে?

নরেন্দ্র। এখানে কজনইবা ব্রাহ্ম আছেন—আর যাঁরা আছেন তাঁরা কি আর আমায় টাকা দিতে পারেন—তাঁহারা সকলেই গরিব।

শরৎ। কেন, সাহেব মহলেত আপনার বেশ নাম আছে?

নরেন্দ্র। সেখানে ও যাহাতে আমার ডাক নাহয় বন্ধুরা সে চেষ্টায় ও ত্রুটি কচ্ছেন না, আবার সাহেবদের ব্যামো পীড়াও খুব কম হয়।

শরৎ। এখানে কিছুদিন দেখুন, কোন মতে চলে গেলে আর হটাৎ স্থানান্তরে যাওয়ার দরকার নাই।

নরেন্দ্র। "এখানে যে সন্মান রক্ষাকরে চলাভার; তুমি জান না যে আমি এখানে কেমন অবস্থায় ছিলেম!"

এই বলিয়াই নরেন্দ্র বাবু কেঁদে ফেলিলেন। শরৎ পালঙ্কের উপরে উঠিয়া দুই হাতে নরেন্দ্র বাবুর চোখের জল মুচিতে লাগিলেন, মুখ খানি আঁচল দিয়ে মুচিয়ে দিলেন।

নরেন্দ্র বাবু আবার বলিতে লাগিলেন;—"শরৎ, তোমায় জীবনে আর সুখ হলোনা—এদুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হইয়া যাইবে! আমি কি নিষ্ঠুর!—আমি কি ভয়ানক স্বার্থপর!—আমি কি ভয়ানক কপট!"

এই বলিতে বলিতে আবার কাঁদিতে লাগিলেন। শরতের চক্ষু হইতেও অলক্ষিত ভাবে দুই এক বিন্দু প্রেমাশ্রু গড়াইয়া শরতের পদ্ম পত্রের ন্যায় মসৃণ কপোলের উপরে টল্ টল্ করিতে লাগিল। শরৎ বলিতে লাগিলেন,—
—"অধিক ধন হইলেও শান্তি নাই—প্রহরীর দ্বারা আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেও নিরাপদ হওয়া যায়না। ধর্ম্মেই প্রকৃত শান্তি—প্রভু পরমেশ্বরকে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া চলিলে সকল শঙ্কট দুই পাশ দিয়া চলিয়া যায়।"

নরেন্দ্র। ওসব কল্পনার কথা সকল সময়ে ভাল লাগেনা, তুমি দেখ্‌ছি কেবল কল্পনার রাজ্যেই বাসকর—সংসারের কিছুই জান না, কিছুই বোঝনা।

শরৎ। সত্যই আমি সংসারের কিছু বুঝিনা, তবে এই মাত্র বুঝি—মন আয়ত্ব হইলেই সুখ, মন অনায়ত্ব থাকিলেই দুঃখ।

নরেন্দ্র! শরৎ, আমার জন্য আমি কিছুই ভাবিনে—তোমার যে কি কষ্টে দিন কাটাতে হবে সেই চিন্তায়ই আমার প্রাণ বড় ব্যথিত হচ্ছে!

শরৎ। "আপনি কিছুর জন্যই ভাবিবেন না—কেবল দেশের জন্য ভাবুন—দেশের যে অবস্থা ইহা আর সহ্য হয় না!" বলিতে বলিতেই শরতের চক্ষু হইতে টস্ টস্ করে জল পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্র দেখিয়া অবাক হইলেন।—আবার শরৎ বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—"যদি নিজের সুখ দুঃখই জীবনের লক্ষ্য হতো তবে আর সংসারে প্রবেশ কর্‌তেম না, তবে আর আত্মোন্নতির জন্য এত ক্লেশ সহ্য কর্‌তেমনা। আমি যাহা শিখেছিলেম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হতো, যে পথ ধরে চলে ছিলেম সেই পথেই একাকিনী নির্ব্বিঘ্নে চলে যেতে পার্‌তুম্। তবে যে এত ক্লেশ?—নিজের সুখ দুঃখ ভাবিয়া সুখী হতে পারিনে বলেই।"

নরেন্দ্র। শরৎ, তোমার মনে এত বলবীর্য্য, এত সাহস ভরসা কোথা হতে আসিল?

শরৎ। যিনি বল বীর্য্যের আধার তিনিই দুর্ব্বলের বল, আপনারা যাঁকে কল্পনা মনে করিয়া চারি দিক উদাস দেখেন তিনিই জ্ঞান ধর্ম্ম হীনা সরলা

অবলার বল বীর্য্য, তিনিই আমার মনে সৎপ্রবৃত্তি দেন, তিনিই আমায় মনে আশার সঞ্চার করেন, তাঁহার কৃপায়ই আমি "মলিন মুখচন্দ্র মা ভারত তোমারি!" গেয়ে তাঁহারই চরণে দুই এক বিন্দু অশ্রু ফেলিতে পারি।

নরেন্দ্র। শরৎ, আমার জীবনে আর কিছু হলোনা—আমি স্বার্থ পর হয়েই এসেছিলেম—নিজের ভাবনা ভেবে ভেবেই গেলাম।

শরৎ। নিজকে আগে নাচিনিলে পরকে চেনা যায়না,—নিজের দুঃখ, নিজের অভাব আগে নাবুঝিলে পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদেনা—নিজে অসিদ্ধ থাকিয়া পরকে পরিত্রাণের পথ দেখান যায় না।

নরেন্দ্র। শরৎ, তুমি এসব কোথা শিখিলে?—আমরা এত কাল বসিয়া কিছাই শিখিয়াছি! তোমার জ্ঞানের কাছে আমাদের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান নিতান্ত অসারের অসার।

শরৎ। আমিই বা কি ছাই শিখেছি?—প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে জ্ঞান-পিপাসু হয়ে জ্ঞান চাহিলে, তিনি মূর্খকেও বঞ্চিত করেন না। তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে যে জ্ঞান লাভ করা যায় সেই জ্ঞানই সার জ্ঞান—সে জ্ঞানের এক কণা পাইলেও মানুষ সংসারের সমস্ত জটিল বিজ্ঞানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। আপনাকে জানাই সকল জ্ঞানের সার জ্ঞান।

নরেন্দ্র। শরৎ, আমিত এ সকলই বুঝি—বুঝিলে কিহবে আমার সে বিশ্বাস কোথা?

শরৎ। মানুষ দিব্য চক্ষে দেখে তবু ইচ্ছাকরিয়া অন্ধের ন্যায় থাকিবে, সে দোষ আর কার? মানুষকে মানুষ করিবার জন্যই প্রভু পরমেশ্বর পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষার মধ্যেও বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার কৃপা দেখিতে পান।

নরেন্দ্র। আচ্ছা, কিছু দিন পরে কি আমার বন্ধুদের মনে দয়া হবেনা? তাঁহারা কি চিরকালই আমার শত্রু হয়ে থা'কবেন?

শরৎ। মানুষের দয়ার উপরে যাঁহারা নির্ভর করিয়া চলেন তাঁহারাই প্রকৃত দুঃখী, তাঁহারাই সংসারে প্রকৃত কৃপার পাত্র। প্রভুর উপরে নির্ভর করিয়া পরের জন্য ভাবিতে শিখুন সকল ভয় চলিয়া যাবে। যিনি

সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা করিতেছেন তিনিই আমাদের জন্য দিবা নিশি ভাবিতেছেন, এ বিশ্বাস আপনা আপনি জন্মে।

নরেন্দ্র। নাখাটিলে তিনি খেতে দিবেন কোথা থেকে?

শরৎ। তিনিই কাজের জোগাড় করিতেছেন—আপনি অত ভাবেন কেন? দুঃখ বিপদে ভিন্ন আর জীবনের প্রকৃত মহত্ব কিসে অঙ্কিত হতে পারে?

নরেন্দ্র। আজ বুঝিলাম কিজন্য সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্ম সাধুগণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

শরৎ। আমি যখন যোগিনী হয়ে বেরোব বলে একটী সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া ছিলেম, তখন তিনি আমায় এ বিষয়ে বড় সুন্দর কয়েকটী উপদেশ দিয়েছিলেন—সে উপদেশ কয়েকটী আমার কাছে বড়ই মূল্যবান, আমি বোধ হয় এ জন্মে তাহা ভু'ল্‌বনা।

নরেন্দ্র। কি উপদেশ, বলনা শরৎ? তোমার বলা শেষ হলে আমিও তোমায় কয়েকটি কথা বল্‌বো ভেবেছি।

শরৎ। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "মা, এ পথ বড় কঠিন, যাওমা, ফিরে যাও, সংসারে থেকেই সকল পাবে।"

নরেন্দ্র। সন্ন্যাসী গুলোর আবার ভণ্ডামীও আছে।

শরৎ। প্রকৃত সাধু কি কখনও ভণ্ড হতে পারেন? সাধু অসাধু চেনা বড় সহজ নয়—সোণা পরীক্ষার কষ্টি পাথরের ন্যায় সাধু পরীক্ষারও এক রূপ কষ্টি পাথর আছে। যাঁহারা সাধুর মুখে ভগবানের প্রকাশ দেখিতে যান তাঁহারাই প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় সেই কষ্টি পাথর পান।

নরেন্দ্র। সন্ন্যাসী গুলোই দেশের সর্ব্বনাশ করিল—আজ ও কত শত নিষ্ঠুর কুসংস্কার বাঙ্গালার প্রত্যেক সমাজের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছে, আজ ও হিন্দু সাধকগণের মুখে শুনিতে পাই—"কামিনী কাঞ্চনই সাধন পথের কণ্টক," নারী জাতির নাম শ্রবণে আজ ও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—"নারীর মুখ নরকের দ্বার" আজ ও এই ভয়ানক লজ্জাকর কথা শুনিয়া ব্যথিত হতে হয়। সন্ন্যাসীগণই এই সমস্তের প্রবর্ত্তক।

শরৎ। আমি যে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়াছিলেম তিনি অনেক উপদেশ দেওয়ার পরে আমায় বল্লেন,—"মা, সত্যই বলছি—সংসারে থাকিয়াই পূর্ণ মাত্রায় সাধন হয়, ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে এমন স্থান আর নাই।"

নরেন্দ্র। তবে তিনি কেন সংসার ছেড়ে বনে গেলেন?

শরৎ। আমিও তাঁহাকে ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলেম। তিনি বলিলেন যে ভাল রূপ শিক্ষা পাইয়া ছিলেন না, অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—ধর্ম্মের সহিত সংসারের সমন্বয় ক'র্‌তে পা'র্‌লেন-না, কাজেই সন্ন্যাস আশ্রয় কর্‌লেন।

নরেন্দ্র। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার মনে অত্যন্ত বৈরাগ্য জন্মিয়া ছিল; তখন আমিও সংসার ছাড়িবার সংকল্প করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটী সন্ন্যাসীর দেখা পাইয়া ছিলেম। সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রথমতঃ আমায় ভণ্ড মনে করে বড় গালাগালি কর্‌তে লা'গ্‌লেন; যখন দেখ্‌লেন অনন্যোপায় হয়েই তাঁহার শরণাপন্ন হয়েছি তখন উপদেশ দিতে লা'গ্‌লেন।

শরৎ। পুরুষের ভালবাসা কি অসার—পুরুষের মহিমা বুঝা ভার! দিদি মারা যেতেই সংসার ছেড়ে ফকিরী কর্‌তে যাচ্ছিলেন, আবার ছবছর নাযেতেই আর একটী বিয়ে নাকরে থাক্‌তে পারলেন না! ধিক্ আপনার ভালবাসা!—আপনারাত আর ভালবাসার জন্য ভাল বাসেন না—নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতাই আপনাদের ভালবাসার মূলে।

নরেন্দ্র। ঠিক বলেছ শরৎ, পুরুষ বড় স্বার্থপর, পুরুষই অনুদার এবং ব্যাভিচারী। পুরুষের কোনদিন চরিত্র খারাপ ছিল এ কথা জানিয়া শুনিয়াও স্ত্রী তাহাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হন; কিন্তু পুরুষ যদি একবার শোনেন স্ত্রীলোকটীর চরিত্র এক সময়ে খারাপ ছিল, তবে আর ঘৃণায় তাঁহার দিকে চোক ফেরান না।

শরৎ। যাক, ও সব কথা পরে হবে, সন্ন্যাসী ঠাকুর আপনাকে কি উপদেশ দিলেন শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

নরেন্দ্র হটাৎ ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ছয়টা বেজে গেছে—জানালার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন অন্ধকার হয়েছে। বাপ্‌রে!—ছুটার

সময় বসেছিলেন, ছয়টা বেজে গেল,—ঠিক চারি ঘণ্টা বসে দুজনে সদালাপ করলেন! কবে সে দিন আসবে যে দিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রী মিলে এইরূপ সদালাপ, সৎ চিন্তা ও সাধু সঙ্গে কাটাইবেন! ন্যক্কার জনক অশ্লীল আলাপ, অসার আব্দার, অপবিত্র সুখ ভুলিয়া গিয়া কবে বাঙ্গালী যুবক বঙ্গ মহিলার সঙ্গে একত্রে বসিয়া দেশের জন্য চিন্তা করিতে শিখিবেন? —সর্ব্ব মূলাধার প্রভু পরমেশ্বরের সেবার বিষয়ে ভাবিতে আরম্ভ করবেন?

নরেন্দ্র বলিলেন,—"শরৎ আজ আর দরকার নাই—ঢের হয়েচে, কাল আবার হবে।"

শরৎ। না, আমার বড়ই কৌতুহল হয়েছে, নাহয় সংক্ষেপেই বলুন না?

নরেন্দ্র। সন্ন্যাসী ঠাকুর যা বলেছেন তার সার এই—সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করা দুর্ব্বলের কর্ম্ম নয়—স্বাধীনচেতা মানুষ ভিন্ন সংসারে দাঁড়াইতে পারেনা—দুর্ব্বলের পদে পদে পতন। আবার তিনি এ কথাও বল্লেন—যে যোগাগ্নি দ্বারা কাম ক্রোধাদিকে পুড়িয়ে দিতে হয় সংসারে ভিন্ন সে কঠোর যোগ বিজন অরণ্যে সাধিত হতে পারে না।

শরৎ। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে বিয়ে করাই উচিত।

নরেন্দ্র। তার কোন অর্থ নাই—যাঁর মনে বল আছে—যিনি কোন মহৎব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প করেছেন তাঁর পক্ষে বিয়ে করা উচিত নয়।

শরৎ। মানুষ অপূর্ণ—মানুষের এক দিক হয়ত আর একদিক যায়। যিনি বিয়ে নাকরে কর্ত্তব্য সাধন করছেন তাঁর পক্ষে অনেক বিপদ—তাঁহার যখন শুষ্কতা আসবে—যখন তিনি নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়বেন, তখন তাঁহাকে রস দিবে কে?—তখন তাঁর প্রাণে বল দিবে কে?

নরেন্দ্র। সন্ন্যাসী ঠাকুরও আমায় বিয়ে করতে বার বার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ে করবার আগে পাত্রীর কয়েকটী অঙ্গ এবং বাহিরের কতক গুলি ভাব বিশেষ রূপে পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন।

শরৎ। বাহিরের কোন লক্ষণ দ্বারা কি ভিতরের ভাব জানা যায়?

নরেন্দ্র। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই রূপই ত বল্লেন। বাস্তবিক স্বামীর দোষেও স্ত্রী পতিতা হন, আবার স্ত্রী ভোগ বিলাসপ্রিয় হইলেও স্বামীর ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সকল রমণী গণের গরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সমস্ত নারী জাতির প্রতি গূঢ় অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার ভাব আজও হিন্দুসমাজ হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইয়া রহিয়াছে—"কাল সর্পকে বিশ্বাস করিলেও নারী জাতিকে বিশ্বাস করা উচিত নয়" এই যে ভয়ানক নিষ্ঠুর কুসংস্কার আজ ও হিন্দুসমাজের অস্থি মাংস চর্ব্বণ করিতেছে, আমাদের নরেন্দ্র বাবুর গৃহে সেই শ্রেণীরই একটী বঙ্গমহিলা বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিটী কপটতা ও শঠতার দ্বারাই যেন গঠিত হইয়াছিল—সরলতার সঙ্গে তাঁহার চির শত্রুতা। ইনি নরেন্দ্র বাবুর একটী বিধবা ভগিনী—বয়স প্রায় পঞ্চাশ পার হয়েছে। অতি অল্প বয়সেই ইনি বিধবা হন, তদবধিই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাঁড় মাংস চর্ব্বণ করিতেছেন।

নরেন্দ্র বাবু হাজার দোষ পাইয়াও দিদি কুলদাসুন্দরীকে কিছু বলিতেন-না। শরতের বিবাহের পর যখন শরৎ নরেন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিলেন তখনই কুলদা টের পাইলেন, তাঁহার গিন্নীপানা আর এখন খাটিবেনা—বৌয়ের অধীন হইতে হইবে। একটা কায়েতের মেয়ে এসে যে ঘরের গিন্নী হয়ে বসবে ইহা কি কুলদার ঠাকরুণের প্রাণে সহ্য হয়? একটা অনাথিনী বিধবা মেয়ে উড়ে এসে পুড়ে খাবে, এ চিন্তায় কুলদা ঠাকরুণের প্রাণ দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। কুলদা ঠাকরুণ নরেন্দ্র বাবুর সাক্ষাতে বৌকে বড়ই ভালবাসা দেখাতেন, চুল বাঁধিয়া দিতে যেতেন, গহনা

পর্‌বার জন্য কত মাথার কিরা দিতেন। যখনই নরেন্দ্র বাবু বাড়ীর বাহির হইলেন তখনই তাঁহার সমস্ত রাগ ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন। বেচারা শরৎ না রাগিলেও রাগাইবার জন্য ঠাকুরঝি কুলাদা ঠাকরুণ মিছেমিছি শরতের ছুটা দোষ উল্লেখ করিয়া গালা গালি করিতেন। শরৎ প্রথম প্রথম হেসে উড়াইয়া দিয়া সেখান হইতে স্থানান্তরে নিজের কাজে যাইতেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, কুলদাঠাকরুণটী সহজ লোক নন তখন শান্ত ভাবে দুচারি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতে কোন আত্মীয় আসিলেই কুলদাঠাকরুণ শরতের নামে দশটা কথা বানাইয়া লাগাইতেন। "ব্যাভি-চারিণী" ইত্যাদি অশ্লীল কথা বলিয়া শরতের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে ও ছাড়িতেন না। বাড়ীর চাকর চাকরাণীরা আগে কখনও এসব কথা নরেন্দ্র বাবুর কাণে নিতনা—তাহারা মনে করিত মাঠাকরুণই বাবুকে সকল কথা বলেন। বাবুর চরিত্র তাহারা অনেক কাল হইতেই জানিত। বাবু একটু সামান্য কারণ পাইলে, এক জনের একটু সামান্য অন্যায় দেখিলে, কুলদা ঠাকরুণ দাস দাসীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন শুনিলে, রেগে বাড়ীর লোককে অস্থির করিতেন—বাবুর গলা শুনিয়া ভীত চাকর চাকরাণীরা কাছে যেতে সাহস করিতনা। সেই বাবুর স্ত্রীকে পিসীঠাকরুণ বাবু বাড়ীর বের হলেই এত যন্ত্রণা দেন, এত গাল দেন, কখনও কখনও রোখে মার্‌তেও যেয়ে থাকেন একথা, শুনিয়া যে বাবু উচ্চ বাচ্য কর্‌বেন না ইহা চাকর চাকরাণীরা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা মনে করিল হয় মাঠাকরুণ বাবুকে এ সকল কথা বলেন না, অথবা বলিলেও একথা লইয়া কোন আন্দোলন করিতে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া দেন। কুলদাঠাকরুণের মনেও ভয় ছিল, যদি একবার এসকল কথা নরেন্দ্রের কাণে যায়, তবে আর ঘরে বসে ভায়ের অন্ন ধ্বংশ কর্‌তে হবে না। তাই তৎক্ষণাৎই তাড়াইয়া দিবেন। তাই মনের সাধ মিটাইয়া শরৎকে খুব গাল দিয়ে আবার আসিয়া বলিতেন—"এসব কথা নরেনকে বলোনা; নরেনের কাণে একথা গেলে আর রক্ষা থাক্‌বেনা—চব্বিশ ঘণ্টা তোমায় কোলে করে আর তিনি ঘরে বসে থাকতে পারিবেন না—আমায় সঙ্গেই কাটাতে হবে।"

শরৎ কি জিনিষ তাহা কুলদা কেমন করিয়া বুঝিবেন? উন্নত আত্মা না হলে কি আর উন্নত আত্মার উচ্চ ভাব বুঝিতে পারে? কুলদা মনে করিতেন, তাঁহার ভয়েতেই শরৎ কোন দিন এ সকল কথা নরেন্দ্র বাবুকে বলিতে সাহস করিতেন না। কুলদার মনে বিশ্বাস ছিল, শরৎ এক জন নিরেট বোকা মেয়ে মানুষ। তাই, শরতের সাক্ষাতেই লোকের কাছে শরতের মিথ্যা দুর্ণাম করিতেও ছাড়িতেন না। "বাবু মেয়ে, অভিমানিনী" এবং কখন কখন "নিকের বৌ" বলেও লোকের কাছে শরতের পরিচয় দেওয়া হইত।

নরেন্দ্র বাবু নিজের অবস্থা ভেবে ভেবেই দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিসে শরৎকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবেন এই সকল ভাবনা ভেবে ভেবেই নরেন্দ্র বাবুর মনের অশান্তি বাড়িতে লাগিল। উপার্জ্জনের পথও দিন দিনই অপ্রশস্ত হইয়া আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র বাবুর স্বভাবটা এখন বড় খিট্ খিটে হয়েছে—একটু সামান্য কারণেই রেগে উঠেন—এমন ধারা ক্ষণরাগী আর কখনও কেহ নরেন্দ্র বাবুকে দেখেন নাই।

নরেন্দ্র বাবু সন্ধ্যার সময়ে কোথাও থাকিতেন না—যেখানেই থাকুন যত দূরেই থাকুন, একবার বাড়ীতে ছুটিয়া আসিবেনই আসিবেন। শরৎ কি করিতেছেন, কি ভাবে রয়েছেন, সমস্ত দিনের পরে নরেন্দ্র বাবু এক বার বাড়ী আসিয়া তাহা জানিবেনই জানিবেন। আজও সন্ধ্যার সময় যেমন আসিয়া নরেন্দ্র বাবু বাড়ীর আঙ্গিনা মাড়াইয়েছেন অমনি লচ্‌মন চাকর যাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বাবুকে মাঠাক্‌রুণের যন্ত্রণার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নরেন্দ্র বাবু যখন একটু রেগে উঠে বলিলেন—"কি হয়েছে ভাল করে বল," তখনিই লচ্‌মনের চক্ষুস্থির লচ্‌মন বাবুকে সাধারণতঃই একটু ভয় করিত—কখনও বাবুর চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে সাহস করে নাই, তাহাতে আজ নরেন্দ্র বাবু রেগেছেন—চোখ লাল হয়েছে, মুখ গম্ভীর হয়েছে। আজ আর কি লচ্‌মনের মুখে কথা ফোটে? লচ্‌মন ভয়ে জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্‌না কি হয়েছে?" লচ্‌মন "তা—মা,—পিসীঠাক্‌—

আমি" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ছোট ছেলের ন্যায় কেঁদে ফেলিল। নরেন্দ্র আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদী কি কাহাকেও গালদিয়েছেন?" লচ্‌মন বেচারা মহা শঙ্কটে পড়েছে—কুলদা ঠাক্‌রুণ নরেন্দ্র বাবুর গলা শুনিয়াই নীচে নেবে এসেছেন, কি করেইবা লচ্‌মন পিসী ঠাক্‌রুণের মুখের উপরে বাবুকে সকল কথা বল্‌তে পারে? লচ্‌মন একবার পিসী ঠাক্‌রুণের দিকে তাকায় আমার বাবুর ভয়ে জড়সড় হয়। নরেন্দ্র বলিলেন—"থা'ক্ তোকে আর ব'ল্‌তে হবে না; আমি সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি।" কুলদা ঠাক্‌রুণের দিকে ফিরিয়া নরেন্দ্র বাবু গরম হয়ে বলিতে লাগিলেন;— "দেখ দিদি, আমি তোমার অনেক সয়েছি, আর সইতে পা'র্‌বোনা। তোমাকে আমার আর জা'ন্‌তে বাকি নাই। তুমি ভয়ানক কপট, তুমি ভয়ানক পরশ্রীকাতর—তোমার মনটা বড়ই নীচ, তোমার কাছে দয়া মায়ার লেশ নাই।"

কুলদা ঠাক্‌রুণ কি আর উত্তর না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? কুলদাসুন্দরীর মুখ ছুটিল—নরেন্দ্র বাবুর সাধ্য কি যে আর তিনি সে মুখের কাছে ক'ল্‌কে পান? কাজেই চুপ করিয়া এক পাশে বোকাটার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কুলদা ঠাক্‌রুণ মনে ভাবিলেন,' আজ বেশ ব'ল্‌বার সুযোগ পেয়েছি, আজ মনের সাধ মিটাইয়া বলা যাউক। কুলদা ঠাক্‌রুণের চোখে জল কণাও দেখা গেল না, অথচ আহ্লাদে মেয়ের ন্যায় নাক টানিয়া চোখ বাঁকা করিয়া কপট কান্না কাঁদিতে লাগিলেন, আর তাঁহার মধুর ভাষায় শরৎ কুমারীর তিন কুল উদ্ধার করিয়া নরেন্দ্র বাবুর কাণ জুড়াইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবু আজ রাগে অন্ধ হয়েছেন, শরীর গরম হয়েছে, মন উত্তেজিত হয়েছে। আজ আর নরেন্দ্র বাবু দিদীর কিছুই সহ্য করিতেছেন না—রাগের চোটে খুব শুনাইয়া দিতেছেন। অবশেষে কুলদা ঠাক্‌রুণ সত্য সত্যই আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। কেবল কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হইলে ক্ষতি ছিল না—ভাল করিয়াই এবারে শরৎ কুমারীর মাথাটী খেতে লাগিলেন। কুলদা ঠাক্‌রুণ চেঁচিয়ে বলিতে লাগিলেন— "অন্যায় দেখ্‌লে চোখে সয়না, তাই না বলে থা'ক্‌তে পারিনে, বো'য়ের যে কীর্ত্তি তা আর মানুষের কাছে বলা যায় না। তা যা'ক, আমার কি?—

আমি ভিন্ন আর তোমার কেউ নই!" এই বলিয়া আবার কুলদা ঠাকরুণ কান্না জুড়িলেন।

কুলদা ঠাকরুণের চরিত্র জানিতে আর নরেন্দ্র বাবুর বাকি ছিলনা। তবু কেন যেন আজ নরেন্দ্র বাবু দিদীর কপট জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন—দিদীর কথায় কাণ দিলেন। নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"খুলেই বলনা, কি হয়েছে?" কুলদা দেখিলেন, বোকা ভাইটা ফাঁদে পড়েছেন, আর কুলদা ঠাকরুণের মুখের দিকে চায়কে? কুলদা ঠাকরুণ চোখ মুখ ফুলাইয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত নিজের দর বাড়াইতে লাগিলেন। নরেন্দ্রবাবু খুব কাতর ভাবে বারবার বলিতে বলিতে কুলদার মুখ ফুটিল। কুলদা ঠাকুরুণের এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার অনেক কারণ ছিল। মিথ্যা কথা বানাইতে হইলে সময়ের দরকার এবং ভালকরিয়া খাটাইতে হইলেও চোখ মুখ ভার করিয়া এটুকু আস্তে আস্তে বলিতে হয়। কুলদা ঠাকরুণের গুণপনা শুনিলে পাঠক পাঠিকাকে মনে মনে হার মানিতে হইবে। যখন যে কথাটী বলিতে হয়, যে ভাবে যে কথাটীর উপরে জোর দিতে হয়, যে কথাটীর পরে যে কথাটী সাজাইতে হয়, কুলদা ঠাকরুণ তাহা বেশ জানিতেন। মিথ্যা কথা জোড়া দিতে যেসকল গুণ দরকার কুলদা ঠাকরুণের তাহা বিলক্ষণ ছিল। পরের মনে সন্দেহ জন্মাইতে, প্রণয়ের মধ্যে অসদ্ভাব ঢুকাইতে, মধুতে বিষ মিশাইতে কুলদা ঠাকরুণ নামডাকের মেয়ে ছিলেন। কুলদা ঠাকরুণ একটি মুখভঙ্গি করিয়া আচমন করিয়া লইলেন, তার পর মাথা হেট করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"আমি বল্‌বোকি আর মাথা মুণ্ড—তোমার কম্পাউণ্ডারের কপাল পুড়েছে। বৌয়ের যদি এমন স্বভাবই নাহবে তবে কি আর বারদিনে বারকাণ্ড দেখাতে পারে? মায়ের পেটের ভাই বোন আমরা, তাতে আমায় ঝেটা মেরে তাড়াতে চায়!"

নরেন্দ্র বলিলেন—"থা'ক্ আর শুন্‌তে চাইনে।" নরেন্দ্র বাবুর চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল—ক্রোধে একবারে দিগ্বিদিক্ হারা হয়েছেন—মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় ক্রোধ, দুঃখ, অপমান ইত্যাদি নানা ভাবে বিভোর হইয়া বরাবর উপর তালায়

চলিয়া গেলেন। যখন নরেন্দ্র বাবু নীচে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন তখন শরৎ উপরে ছিলেন—নরেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া একবার আসিয়া একটী জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; যখন শুনিতে পাইলেন তাঁহার বিষয়েই কথোপকথন হইতেছে, তখন আর সেইখানে দাঁড়াইলেন না—অমনি গবাক্ষটী বন্ধ করিয়া পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলেন। শরৎ নরেন্দ্র বাবুর মুখ খানি দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন। বিবাহের পর হইতেই নরেন্দ্র বাবুর মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা পলায়ন করিয়াছে—এখন আর মুখের সেই হাসিমাখা মধুর ভাবটুকু নাই—কথার মধ্যে সেই সুমিষ্ট কোমলতাটুকু নাই। আজ আবার অন্যান্য দিনের চেয়ে আরো কিছু মলিন ভাব বেড়েছে। আজ নরেন্দ্র বাবুকে যেন নিতান্ত দীন হীনের ন্যায় দেখা যাইতেছে—আজ নরেন্দ্র বাবুর মুখে যেন স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে—"দীন হীনে কেহ চাহেনা," তাই শরতের প্রাণ অস্থির হয়েছে। শরৎ ঐ মুখ খানি বার বার দেখিতে-ছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—সংসারে সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী বন্ধু না থাকিলে কেমন করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে! শরৎ বই খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পুস্তকের মধ্যে তাঁহার চোখ দুটী মাত্র —মনটী নরেন্দ্র বাবুর মলিন মুখ খানিরই মধ্যে। শরৎ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভাবিতেছিলেন—নরেন্দ্র বাবু সিঁড়িতে উঠিবার শব্দ শুনিলেই গিয়া গলা জড়িয়ে ধরিবেন, হাসিতে হাসিতে যাইয়া নরেন্দ্র বাবুর মুখে একটী চুম খাইবেন—নরেন্দ্র বাবুর বিষাদের ভার নিজের কাঁধে লইয়া নরেন্দ্র বাবুর মলিন মুখে হাসি দেখিবেন। শরতের সে আশা পূর্ণ হইল না—বরং যাহা ভাবনার বিষয় নয়, স্বপ্নের অতীত এমন একটী ঘটনা আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। শরৎ যাহা কখনও আশা করেন নাই তাহাই আজ ঘটিল, যাহা কখনও বিশ্বাস করেননাই তাহাই আজ তাঁহাকে দিব্য চক্ষে দেখিতে হইল। নরেন্দ্র বাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠিতে ছিলেন তখন শরৎ ছুটে গিয়ে সিঁড়ির দ্বারে দাঁড়াইলেন। নরেন্দ্র বাবু শরতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার মুখ এত মলিন যে?—আপনার কি হয়েছে?"

নরেন্দ্র বাবু কোন উত্তর করিলেননা--দ্রুতপদে শয়ন ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র বাবুর এই রূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শরতের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল—শরৎ পিছনে পিছনে চলিলেন। নরেন্দ্র ঘরে যাইয়াই কবাট বন্ধ করিলেন—শরতের আর প্রবেশ করিবার উপায় রহিলনা। শরৎ আবার গিয়া পড়িবার ঘরে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে নরেন্দ্র বাবুর রাগের নেশাটাও একটু ছুটে গেলে—একটু চিন্তা করে দেখ্‌লেন, শরতের প্রতি তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। যতই গূঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই নরেন্দ্র বাবুর নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে লাগিল—শরতের প্রতি যে অসদ্ভাব জন্মিয়াছিল—যে অনাস্থাটুকু মনে প্রবেশ পথ পাইয়াছিল তৎক্ষণাৎই তাহা বিস্মৃতির পথ দিয়া পলাইয়া গেল। নরেন্দ্র বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমার ভাল বাসা কি অসার!—আমার ভাল বাসার কোন ভিত্তি নাই, কোন মূল নাই;—যে ভালবাসা নির্ম্মল বিশ্বাসের দ্বারা পরিষ্কৃত হয় নাই, যে ভালবাসা পাপে পুণ্যে, সুখে দুঃখে সমভাবে থাকিতে চায়না সে ভালবাসার উৎপত্তিস্থান স্বর্গে নয়—সে ভালবাসা দেবতা দিগের বাঞ্ছিত নয়—সে ভালবাসা সংসারের অসার জিনিস—সুখপ্রিয় স্বার্থপর মানবগণই তাহার সেবক। নরেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না—শরৎকে নাদেখিয়া, শরতের কাছে সমস্ত অদগতী খুলিয়া নাদিয়া, শরতের হাত দুটী ধরিয়া ক্ষমা না চাহিয়া আর স্থির হইয়া থাকা নরেন্দ্র বাবুর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র বাবু চেঁচিয়ে ডাকিলেন —"শরৎ এ ঘরে এসোনা?"—শরৎ অমনি কাছে আসিলেন, বলিলেন— "এত শীগ্‌গির শীগ্‌গিরই যে দয়া হলো?"

নরেন্দ্র বাবু। কেন, তুমি কি মনে কর আমার দয়া মায়া নাই?

শরৎ। মনুষ্য মাত্রেরই কিছু পরিমাণে দয়া থাকা স্বাভাবিক—যাহারা নির্দ্দোষ কচি কচি পশু শাবক গুলির গলায় ছুরী বসাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে তাহাদেরও কি কিছু পরিমাণে দয়া নাই?

নরেন্দ্র। তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে তোমার একথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

শরৎ। ভাল বাসার উপরেই ধর্ম্মের সিংহাসন; যাঁহারা কেবল মত প্রকাশ করিবার বেলাই মজবুত, কাজের বেলা কচি ছেলে মেয়ে হ'তেও দুর্ব্বল, তাঁহারা সেই স্বর্গীয় সিংহাসনের প্রজ্বলিত অনল সদৃশ জ্যোতিঃ দেখিয়া দূর হ'তেই পলায়ন করেন।

নরেন্দ্র বাবু শরতের গলা জড়িয়ে ধরিয়া একটী চুম খাইলেন। শরৎও নরেন্দ্রের অধরের একটু মধুর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

শরৎ দেখিলেন, নরেন্দ্র বাবুর চিত্ত এখন স্থির হ'য়েছে, এখন যে কথা বলা যাইবে তাহাতেই কাজ হইতে পারে। শরৎ হাসিতে হাসিতে তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তখন অমন ক'র্‌লেন কেন?"

নরেন্দ্র বাবু। কেন, তুমি কিছু শোন নাই?

শরৎ। কৈ, না, আমি কি শো'ন্‌বো?

নরেন্দ্র। দিদী তোমার চরিত্রের উপরে আক্রমণ করেছেন—আমার কম্পাউণ্ডর বেচারাকেও তোমার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে ছাড়েন নাই।

শরৎ। তাই আপনি অমন করে ছিলেন? আবার কি ভেবে তবে এত দয়া হলো?

নরেন্দ্র। সত্যি সত্যিই তোমার প্রতি আমার একটু সন্দেহ নাহয়ে ছিল এমন নয়—তবে সে সন্দেহের উপযুক্ত কারণও আছে।

শরৎ। কারণ কি?

নরেন্দ্র। সে অনেক কথা, এখন থা'ক্, অন্য সময়ে ব'ল্‌ব।

শরৎ। এখনই বলুন না?

নরেন্দ্র। তুমি যে আমায় ভালবাস না তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি—তোমার ব্যবহারেও বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। আজ প্রায় তিন চারি মাস আমাদের বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে তুমি আমায় "তুমি" বল্‌তে পার্‌লেনা। যেখানে প্রকৃত ভালবাসা সেই খানেই সমান ভাব, সেই খানেই হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।

শরৎ। আচ্ছা, শুধু এই কারণ—না আরো কিছু আছে?

নরেন্দ্র। ঢের আছে—সব কথা বলিলে তুমি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাবে।

শরৎ। আপনাকে নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি কিছুতেই আমার মন আন্দোলিত হবেনা।

নরেন্দ্র। আচ্ছা, তুমি সরল অন্তরে বল দেখি কেন তুমি ভাল কাপড় প'র্‌তে চাওনা, দুই তিন খানা ভাল গয়না দিলেম তাহা একটী দিনও পর্‌লেনা চুল বাঁধনা, ঘরের জিনিষের প্রতি ও মায়া নাই—এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া কে স্বীকার করিতে পারে তোমার আমার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে ?

শরৎ একটু হেসে বলিলেন,—"এইত আপনার উপযুক্ত কারণ ?"

নরেন্দ্র উত্তর করিলেন—"আর একটী বিশেষ কারণ আছে তা বল্লে তুমি শিহরিয়ে উঠ্‌বে ?"

শরৎ। বলুন্ না, দেখি আপনার কত দূর দৌড়।

নরেন্দ্র। তুমি বোধ হয় আমাকে দেখে সুখী হওনা, আমায় স্পর্শ করে বোধ হয় তোমার শরীর জুড়ায় না, আমার সঙ্গে একত্রে শয়ন ভোজন করিলে বোধ হয় তোমার মনের তৃপ্তি হয়না।

শরৎ। এসব কথা নাবলে স্পষ্টই বলুন না যে তুমি পর পুরুষকে আমার চেয়ে ভাল বাস।

নরেন্দ্র। তা বল্লেই ঠিক হয় বটে, আমার বলিবার ও বেশ অধিকার আছে।

শরৎ। আপনি যদি ব্যভিচার করিতে পারেন, তবে আমি করিতে পারিবনা কেন ? আপনি পাপ করিলে কি সংক্রামক পীড়ার ন্যায় আমাকেও তাহাতে কলুষিত করিবেনা ? আপনার পাপ পুণ্য দেখা ভিন্ন, আপনার উন্নতি অবনতির সাহায্য করা ভিন্ন আপনার প্রতি আমার আর কি কর্ত্তব্য হতে পারে ?

নরেন্দ্র বাবু এবারে আর কোন উত্তর করিলেন না। তাঁর মনে বড় ভয় হইল—কি পাপকরেছেন, কি অন্যায় করেছেন কিছুই মনে পড়িলনা। তাইত, এই খানেই আমারা দেখিতে পাই সহধর্ম্মিণীর কত দরকার।

বাস্তবিক যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের যথার্থ অধিকারী হতে চান, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের মধ্যে একমাত্র পরমার্থ লাভ করা, পরের জন্য কাজ করাকেই জীবনের লক্ষ্য করিতে

চান, তাঁহারা অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন, সহধর্ম্মিণীর মনের উন্নতি ও স্বাধীনতার উপরে তাঁহাদের নিজ নিজ উন্নতি কতদূর নির্ভর করে। আমরা যাহাই মনে করি, নরেন্দ্র বাবু কখনও নারী জাতির শান্তি পূর্ণ পবিত্র সংসর্গকে পরিহরণীয় মনে করিতে পারিবেন না। নরেন্দ্র বাবু যদি একটী রমণীর নিকট হইতে এত দূর সাহায্য পাইয়াও নারী জাতির ধর্ম্ম পথের, উন্নতির পথের সমস্ত অবরোধ, সমস্ত কণ্টক দূর করিতে উদাসীন থাকেন তবে আর সংসারে কৃতজ্ঞতার আদর থাকিবে না, মনুষ্য সমাজ পরস্পরের সাহায্যে সভ্যতার অবস্থাতে উঠিতে পারিবে না। নরেন্দ্রই কেবল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, রমণীগণের জন্য কর্ত্তব্যের দায়ে খাটিবেন আর আমরা কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? কেন আমরা কি নারী জাতির সাহায্যের অতীত হইয়াছি? নারীর গর্ভে জন্ম ধারণ করিয়াও কি নারীর প্রতি আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই নাই? প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের ন্যায় যাঁহারা জন-হিতকর ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, স্বীয় স্বীয় লক্ষ্য পথেই অবিশ্রান্ত খাটিবার সুযোগ পাইয়াছেন, স্ব স্ব জীবনের কার্য্যেই ডুবিয়া রহিয়াছেন তাঁহারাই নারীর সাহায্যের অতীত হইয়াছেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আবার যাঁহারা মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজন বিপিনে বসিয়া নির্গুণ সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতেছেন—তাঁহাদের পক্ষেও রমণীর সাহায্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সংসারে থাকিয়াই যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে শরৎ কুমারীর ন্যায় রমণীর সাহায্য কতদূর প্রয়োজনীয় পাঠক পাঠিকা স্বয়ংই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

নারীর সহচর্য্যে ভিন্ন পুরুষের সুদৃঢ় কর্ত্তব্য পরায়ণতা রমণীর এলান কোমল ভাবের সহিত মিশিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিতে পারে না। পুরুষের স্বাভাবিক বীরত্ব নারী চরিত্রের উদারতা সুস্নিগ্ধতার সহিত সমাবিষ্ট না হইলে, মনুষ্য চরিত্রের মাধুর্য্য থাকে না—স্রষ্টার গৌরব বৃদ্ধি পায় না? কর্ম্মঠ পুরুষের কার্য্য দক্ষতা প্রেমময়ী রমণীর পালনী শক্তির সহিত না মিশিলে আর প্রকৃতি পুরুষের মিলন দেখিয়া ধন্য হওয়া যায় না।

পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই এতক্ষণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন—উপন্যাসের মধ্যে যে এত লম্বা বক্তৃতা ভাল লাগে না তাহা না জানি তা নয়। টল্ টলে রসের কথা—প্রেম মাখা মিষ্টি কথা না পাইলে দুপাত পড়িয়াই যে অনেক পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় তাহাও বিলক্ষণ জানা আছে। বলিতে কি, অমি দু বছর পূর্ব্বে কোন ইংরেজী কি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতাম তখন পুস্তকের ভাষা এবং নায়ক নায়িকার ভালবাসার কথায়ই আমার বিশেষ নজর থাকিত। গ্রন্থকারের শুষ্ক মন্তব্য—সূক্ষ্ম দর্শনের কথা পড়িয়া কে বাবু মাথা ঘুরাবে বসে?—ও সব তখন আদবেই ভাল লাগিত না। তাই আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আমার ন্যায় পাঠক পাঠিকাগণ এত বিরক্তির পরে আবার শরৎ কুমারী ও নরেন্দ্র বাবুর কথোপকথন শুনিতে যাইয়া প্রতারিত হন—যুবতী শরৎ কুমারীর কচি মুখে উচু কথা শুনিয়া চটিয়া যান।

শরৎ একটু ভেবে দেখিলেন তখনই নরেন্দ্র বাবুর মনের সন্দেহ দূর করা কর্ত্তব্য, তাই আর ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"আমি মনে করেছিলেম্ আমাদের মধ্যে এসকল কথা কখনও হবেনা, কিন্তু আপনার মনে যখন এই রূপ ভাব উপস্থিত হয়েছে তখন কিছু কিছু বলিতেই হচ্ছে। আপনাকে 'তুমি' বলিতে পরিনা—মুখে ওকথাটা না ফোটে তা নয়, তবে হৃদয় হইতে বাহির হয় না। আপনার জীবনের সঙ্গে আমি নিজের জীবন তুলনা করিয়া দেখিয়াছি কিছুতেই আপনার সমান হতে পারি না—হৃদয়ের শ্রদ্ধা আপনা আপনিই আপনার পানে ছুটে যায়। তবে একথা ঠিক, যে ভালবাসায় শ্রদ্ধার অভাব সে ভালবাসা অপবিত্র। আপনাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে কি না, আপনার সহিত একত্রে শয়ন ভোজন করিলে আমার প্রাণ তৃপ্ত হয় কি না,সে কথা আমি বল্‌তে বাধ্য নই;—তবে যে ভাব থেকে আমি করি না তা বলাতে কোন দোষ মনে করি না।

ভোগবাসনা যত বাড়ান যায় ততই বাড়ে—সর্ব্বদা একত্রে থাকিলে সেই সুখে কর্ত্তব্য ভুলিতে হয়—আসক্তি বাড়ে এবং আসুরিক ভাবগুলিও ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। চুল বাঁধা, গয়না পরা, ঘর সাজান ওসব আমার কাজ

নয়। ছোটবেলা থেকেই সকল বিষয়ে আমি কিছু উদাসীন, ওসকলে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয় না—আমি ত অনেক দিনই আপনাকে বলেছি, আমার প্রাণ চায় কিছু সংসার ছাড়া, তাই আমি পাই না বলেই আমার এ সব ভাল লাগে না।

শরতের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র বাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। বাপরে! এ আবার কি কথা! এক জন পূর্ণলাবণ্যময়ী যুবতীর মুখে একথা শুনিয়া কি কেহ হৃদয়ের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে না? পাঠক পাঠিকা কি শরতের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অস্বাভাবিক মনে করিয়া গ্রন্থকারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিবেন না? কি করি, আপনাদের বিশ্বাসের অনুরোধে আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারি না।

নরেন্দ্র বাবু শরতের কথাগুলি সর্ব্বদাই খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেন। জেঠা মেয়ে মনে করিয়া নরেন্দ্র বাবু একটী দিনও শরতের স্বাধীনভাব অবহেলা করিতেন না। শরৎ যখনই যে বিষয়ে কোন কথা বলিতেন, নরেন্দ্রবাবু তখনই শ্রদ্ধার সহিত সেই কথাগুলি তুলিয়ে দেখিতেন, তাই শরতের কথাগুলি পুরাতন হইলেও নরেন্দ্র বাবু তাহার মধ্যে কিছু নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিতেন।

নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিলেন। শরতের কথা শেষ হইল, নরেন্দ্র বাবু একটু হেসে বলিলেন—"এই জন্যেই বুঝি তুমি আমার সঙ্গে শুতে চাও না?—রেখে দাও বাবু তোমাদের আধ্যাত্মিকতা—ওসব ভাব কল্পনার রাজ্যেই খাটে—ও সব ভাব লইয়া সংসারে চলা যায় না—ওসব কতকগুলো মাথাপাগ্‌লা লোকের পাগ্‌লামো বইত নয়?"

শরৎ সমস্তই সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব, সাধুদের প্রতি উপহাস, এবং তর্কচ্ছলে অসত্যের সমর্থন কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। নরেন্দ্র বাবু হেসে হেসে উপহাস করিয়া বলিলেন,—"আজ কাল একটা কথা হয়েছে "আধ্যাত্মিক বিবাহ," আমি জা'ন্‌তে চাই যাঁহারা এই মত পোষণ করিয়াই চলেন তাঁহারা কি শূন্যকে বিয়ে করে থাকেন?" নরেন্দ্র বাবুর কথা গুলি শরতের হৃদয়ে বিঁধিল। নরেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বেও দুই এক ঘটনায় এইরূপ উপহাস করিয়া সত্যের অবমাননা করিয়াছেন।

শরৎ তাঁহাকে এইরূপ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়া দিয়েছেন যে, এইরূপ ব্যবহারে সত্য সত্যই তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে হয়। আজও শরতের মুখ খানি একটু মলিন হইল; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীনভাবপূর্ণ গাম্ভীর্য্য শী. শীঘ্রই সেই মলিনতাকে অতিক্রম করিয়া ফেলিল। শরৎ আবার গম্ভীর -ভাবে বলিতে লাগিলেন:—"আমি বাস্তবিকই আজ হৃদয়ে বড় ব্যাথা পেয়েছি! আপনার ওরূপ উপহাস আমার প্রাণকে বিদ্ধ করে, আপনার পায় পড়িয়া বলি আমার প্রতি কখনও আর ওরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'র্‌বেন না।

নরেন্দ্র বাবু একটু লজ্জিত হইলেন; লজ্জায় আর মুখখানি কোথায় লুকাইবেন? তাই একবার মাথা হেট করিয়া রহিলেন, আবার মাথা তুলিয়া শরতের চোখে চোখ না পড়ে এমন ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। শরতের সেই গম্ভীর দৃষ্টি যেন নরেন্দ্র বাবুকে পরাস্ত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে। অবশেষে নরেন্দ্রবাবু যখন দেখিলেন শরতের নিকটে ক্ষমা চাওয়াই সঙ্গত, তখনই শরতের হাতদুটী ধরিয়া নিতান্ত কাতরভাবে ক্ষমা চাহিলেন। শরতের আর ত রাগ হয় নাই যে সভ্যতার শিষ্টাচারে তাঁহার প্রাণের জ্বালা নিবারণ হইবে। শরৎ বলিলেন—"আপনি অনিষ্টের সঙ্গে অপমান যোগ ক'র্‌বেন না। একটু চিন্তা করে দে'খ্‌লে আর এইরূপ গভীর সত্য ওরূপ ভাবে হেসে উড়ায়ে দিতে পা'র্‌তেন না। আপনি কি জানেন না যে আমাদের আর্য্য ঋষিগণ কেমন আশ্চর্য্য সংযমী ছিলেন? তাঁহারা কি কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা চালিত হয়েই নিগৃহীত-ইন্দ্রিয় হ'তেন? একটু তলিয়ে দে'খ্‌লেই বুঝ্‌তে পা'র্‌বেন, নৈতিক ভাবও তাঁহাদের এই কঠোর সংযমনের মধ্যে প্রবল ছিল। তাঁহারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উপযুক্ত সংযমের অভাবকেও ব্যাভিচার মনে করিতেন। হিন্দু ঋষিগণ একটী সন্তান উৎপাদন করাকে অতি পুণ্যের কাজ মনে করিতেন এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের অপূর্ব্ব দায়িত্ব বোধও ছিল। আমি দেখ্‌ছি, পাপ বল্লে লোকে কেবল মিথ্যাকথা, চুরী, পরদার ইত্যাদি কয়েকটী ধরা কথা বোঝেন—চাকর চাকরাণীর প্রতি

নিষ্ঠুর ব্যবহার, সভ্যতার অনুরোধে কপট ব্যবহার, সাহেবদের টেবিলে খেতে বসিয়া ভদ্রতার অনুরোধে এক আদ গ্রাশ ব্রাণ্ডি পান, এ সকল কি আর পাপের মধ্যে গণ্য ?

শরতের কথাগুলি নরেন্দ্র বাবুর মর্ম্মস্থানে পৌছিল। নরেন্দ্র বাবু সময় সময় চাকর চাকরাণীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন না। সাহেবদের বাড়ী অনেক সময়ে নরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ হইত এবং সাহেব বন্ধুদের অনুরোধে এক আদ গ্রাশ ব্রাণ্ডি খাওয়াও নরেন্দ্র বাবু দোষ বলিয়া মনে করিতেন না। শরৎ অনেক দিন হইতেই নানাভাবে নরেন্দ্র বাবুর এই দোষগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজ যে শরৎ ক্রোধ পরবশ হইয়া নরেন্দ্রবাবুকে এই কথাগুলি বলিলেন তাহা নয়।' শরতের মনে বিশ্বাস ছিল, সময় বুঝিয়া একটা সামান্য 'কথা বলিলেও তাহাতে বিশেষ ফল হয়। নরেন্দ্র বাবু একটু চটিয়াছেন—চোখ দুটী একটু লাল হইয়াছে, মুখখানিও একটু গম্ভীর হইয়াছে। নরেন্দ্র বাবু কি ভাবিয়া যেন শরতের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মদ খাওয়াটা কি পাপের কাজ ?"

শরৎ। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল—আমার কাছে যেকাজে পাপ বলিয়া বোধ হয়, হয়ত আপনি ভাল বলেই সেই কাজটী করিতে পারেন। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে মানুষ মানুষকে বোঝাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই পাপ-জ্ঞান জাগিয়া উঠে।"

নরেন্দ্র। তোমার বক্তৃতা শুনতে ত আর ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—তুমি ও সম্বন্ধে কি বোঝ বলনা ?

শরৎ। আমি বেশী কি বুঝব ?—আমি কি চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে মনুষ্য দেহের বিষয়ে কিছু জেনেছি ? আপনারা রাশি রাশি পুথি পড়েছেন, আর আমি আপনাদেরই মুখে শুনিয়া যাহা দু এক কথা শিখেছি। যে কাজে আয়ুক্ষয় ও অর্থনাশ হয় তাহাকেই আমি পাপ বলি।

নরেন্দ্র। অর্থই বুঝি তোমার ধর্ম্মের লক্ষ্য ?

শরৎ। লক্ষ্য না হলেও, অর্থই যে ধর্ম্ম লাভের একটী প্রধান উপায়, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

নরেন্দ্র। আমার যদি অর্থ না থাকে তবে কি আর আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হবে না?

শরৎ। আপনি মিছে মিছি তর্কই করছেন. আমি কি আর তা বলছি? অর্থকে সাধুরা সর্ব্বদাই পৃথিবীর ধূলি অপেক্ষাও অসার মনে করেন। অর্থে ধর্ম্মলাভের আর কোন সহায়তা করিতে পারে না—মনুষ্যকে বিশ্রাম দিতে পারে এবং ধর্ম্মলাভের পক্ষে বিশ্রাম যে একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয় এ কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না।

নরেন্দ্র। তবে তোমার মতে, আগে অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া ধর্ম্ম সাধনে রত হওয়া উচিত নয়?

শরৎ। আপনি কেবলই বাঁকা পথে যান কেন? যাঁহারা নিজের বিষয় ভাবিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবার আশায়ই ধনোপার্জ্জনের জন্য প্রাণ-পণে খাটিয়া থাকেন তাঁহাদের ধনে তাঁহাদের শরীরের ক্ষণিক সুখ, দেশের অনিষ্ট, এবং অপর সাধারণের মনোকষ্ট বই আর কোন উপকার হয় না।

নরেন্দ্র। সংসারে অল্প লোকই আছেন যাঁহারা নিজের সুখ ভুলিয়া গিয়া অর্থের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন।

শরৎ। যাঁহারা আত্মোন্নতি করিতে চান, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, দেশের লোককে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা কখনও নিজের বিষয়ে ভাবিতে পারেন না, তাঁহারা কখনও 'দরকার নাই' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিতে পারেন না।

নরেন্দ্র। আমাদের খেতে প'রতে যাহা দরকার কোন মতে তাহা পেলেই হলো—বেশী অর্থের জন্য যে সময়টা নষ্ট হবে তাহা পড়া শুনায় কিম্বা পরোপকারে ব্যয় ক'রলেই ভাল হয়।

শরৎ। সৎ উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জ্জন ক'রতে পা'রলেও যথেষ্ট পরোপকার করা হয়। আত্মোন্নতি এবং ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য যত সময় দরকার সকলেরই সেই সময় বাঁচাইয়া অন্য কাজে খাটিতে হইবে। তবে একথা

জানিবেন, যত দিন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে খাটিতে না শিখিবে তত দিন আর দেশে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না—দেশের লোকের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠিবেনা।

নরেন্দ্র। সেদিন এলেত বেঁচে যাই। অন্য মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও, তোমাকে অবস্থার অধীন হয়েই সেরূপ ক'র্‌তে হবে। আমার আজ কাল শরীরের যেরূপ অবস্থা, আর বেশী দিন বাঁচি আশা করিনা!

শরৎ। আপনার শরীর অসুস্থ হয়েছে? কি হয়েছে বলুন না?

নরেন্দ্র। না, এখনও কোন ভয়ের কারণ হয় নাই—তোমার যে কি উপায় হবে তাই ভেবেই প্রাণ সময় সময় অস্থির হয়ে পড়ে!

শরৎ। আপনি ও সব অসার ভাবনায় শরীর নষ্ট করেন কেন? আমি কি আপনার উপরে নির্ভর করে, আপনার টাকা কড়ি দেখে আপনার সেবায় নিযুক্ত হয়েছি?

নরেন্দ্র। আমি যদি দুমাস পীড়িত হয়ে পড়ে থাকি তবে কি হবে?

শরৎ। সেই দিনই জীবন সার্থক হবে, যে দিন অর্থ উপার্জ্জন করে আপনার সেবা কর্‌তে পার্‌ব।

নরেন্দ্র। এদেশে যে ভদ্র মহিলার পক্ষে অর্থ উপার্জন করা কত কঠিন তাহা তুমি জান না। আমি যদিও সে বিষয়ে বেশ জানি, তবু তোমার সাহস ও উৎসাহের জন্য তোমাকে হৃদয়ের সহিত ন্যবাদ দিচ্ছি। আজ আমার প্রাণ আশ্বস্ত হলো, আজ এতদিনপরে আমি বুঝ্‌লেম, আমি একটী পর্ব্বতের আড়ালে রয়েছি।

নরেন্দ্র বাবুর অসুখের কথা শুনিয়াই শরৎ একটু চিন্তিত হইয়াছেন, একটু দুঃখিতও হইয়াছেন। দুঃখের আর কোন কারণ নাই—শরৎ অনেক সময়ে নরেন্দ্র বাবুকে উপযুক্ত রূপে খাইতে দিতে পারেন নাই—নরেন্দ্র বাবুর শরীরের যত্ন করিতে পারেন নাই, তাই মনে একটু লেগেছে। শরৎ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে বলুন না?"

নরেন্দ্র বাবুর সেই এক উত্তর। শরৎ বলিলেন,—"আমাকে বল্‌তে কোন বাধা আছে?"

নরেন্দ্র বাবু। "তোমাকে ব'ল্‌তে আবার বাধা কি?"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে আগে কিছু খেতে দাও পরে ব'ল্‌বো।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানব অন্ধ। এই বিশ্বাসেই আমাদের শান্তি, এই বিশ্বাসেই আমাদের আশা। দূরদর্শী ব্যক্তি যে সূক্ষ্ম চিন্তা-পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া ভবিষ্যতের অনন্তরাজ্যে আরোহণ করিতে পারেন, ভবিষ্যতের দুরবগাহ্য প্রহেলিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানালোকে ভবিষ্যতের একটু আভাস পাইতে পারেন, আমরা কেন যেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারিনা। আমরা অনেক সময়ে ভবিষ্য ঘটনার আভাস পাই; আপনার এবং আপনার জনের বিষয়ে যখনই আমরা একটু গূঢ়রূপে চিন্তা করি তখনই ভবিষ্যতের অস্ফুট ইতিহাসে আমাদের পরিণাম পাঠ করিয়া কখন ভীত, কখন দুঃখিত এবং কখনও বা জীবন্মৃত হইয়া থাকি। সে ইতিহাসের ভাষা অপরিস্কার, অপূর্ণ এবং দ্বার্থবোধক। তাই কখনও অমঙ্গলের ভীষণ চিত্র দেখিয়াও শঙ্কিত হইনা,—অলীক কল্পনা মনে করিয়া আশ্বস্ত হই; আবার কখনও মঙ্গলের ভাষা বুঝিতে নাপারিয়াও নিরাশ হইয়া পড়ি। যাঁহারা নিজের উপরেই সকল বিষয়ে নির্ভর করেন, স্বাবলম্বনের উপরেই যাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকেন, কত সময়ে ভবিষ্যতের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া যায়, পা টলিয়া যায়, শরীর কাঁপিতে থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা সকল ঘটনার মূলে বিশ্বাস-চক্ষে একটী মহান ইচ্ছা দেখিতে পান, বিশ্বব্যাপী একটী অনন্ত শক্তি অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা আর ইতস্ততঃ

নাকরিয়া সেই অনন্ত শক্তির নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, সেই মহান ইচ্ছার নিকটেই মস্তক অবনত করেন। সেই সকল বিশ্বাসি লোককে আর সংসারের ভ্রূকুটী দেখিয়া ত্রাসিত হইতে হয়না--তাঁহাদেরনিকটে মঙ্গল অমঙ্গল আর দুটী বস্তু থাকিতে পারেনা—সমস্তই মঙ্গলে পরিণত হইয়া যায়।

শরৎ স্বীয় জীবনের পরিণাম ঘোর নিরাশ-তিমিরাচ্ছন্ন দেখিয়া ও কখনও নিরাশ হইতেন না, ভবিষ্য জীবনের ভীষণ চিত্র কল্পনাপটে চিত্রিত দেখিয়া কখনও শঙ্কিত হইতেন না।

নরেন্দ্র বাবুর অসুখের কথা শুনিয়া শরৎ অনিমেষে নরেন্দ্র বাবুর পানে তাকাইয়া রহিলেন; তাকাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে শরতের প্রাণ উড়িয়া গেল। নরেন্দ্র বাবুর মুখ খানি শ্বেত বর্ণ হইয়াছে—রক্তের স্নিগ্ধতা নাই; চোখ দুটী বসিয়া গিয়াছে—আর সেই জ্যোতিঃ নাই; নাকটী ঈষৎ বাঁকা হইয়া পড়িয়াছে। শরৎ বিপদ আশঙ্কা করিয়া অথবা বিপদে পড়িয়া কখনও ধৈর্য্য হারাইতেন না—কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। তাই আর কিছু নাবলিয়া, প্রাণের ক্লেশ নরেন্দ্র বাবুকে কিছুই বুঝিতে নাদিয়া রান্না ঘরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। "নরেন্দ্র বাবুর ক্ষিধে পেয়েছে" কথাটী শরৎ ভুলেন নাই; রান্নাঘরে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি প্রস্তুত করিবেন—অসুস্থ শরীরে কি খাদ্য উপযুক্ত হইবে। অনেক চিন্তা করিয়া একটু মোহনভোগ প্রস্তুত করিতেই খুব ইচ্ছা হইল।

নরেন্দ্র বাবু একেত মোহনভোগ খাইতে খুব ভাল বাসিতেন, তাহাতে যদি কখনও শরৎ নিজহাতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন তবে আর নরেন্দ্র বাবুর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। এই জন্যই শরৎ ভাবিলেন, আজ নিজ হাতে একটু মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দিব। শরৎ খুব শীঘ্র শীঘ্র সকল কাজ শেষ করিতে জানিতেন। দেখিতে দেখিতে মোহনভোগ প্রস্তুত করা হইল। ডাইন হাতে মোহনভোগের থালা, বাম হাতে এক গ্লাস জল লইয়া শরৎ আসিয়া নরেন্দ্র বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শরৎকে দেখিয়াই নরেন্দ্র বলিলেন—"যেমন খেতে চেয়েছিলেম তেমনি খুব সাজা দিয়েছ—এতটা সময় কি একেলা থাকা যায়?"

শরৎ একটু হেসে বলিলেন—"নীচে গেলেই পা'র্‌তেন, আপনাকে ত আর হাত পা বেঁধে রেখে গিয়েছিলেম না ?"

নরেন্দ্র। শরৎ, আমার কি আর সেই শক্তি আছে!—এখন একবার উপর নীচে আনা গোনা ক'র্‌লেই যে আমার হাত পা ভেঙ্গে আসে!

শরৎ। সেকি! আপনার শরীর এত খারাপ হয়েছে আমাকে একটাবার বলেন নাই!

নরেন্দ্র। তোমাকে বল্লেত লাভ নাই, বরং ক্ষতিই আছে;—তোমাকে অসুখী করে, তোমার মনে একটা উদ্বেগ জন্মায়ে দিয়ে ফল কি? আমি নিজেই যখন বেশ বুঝ্‌তে পারি, ঔষধের ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারি, তখন আর তোমাকে ভোগায়ে কি হতো?

শরৎ। আজ কয়দিন এই ভাবে কষ্ট পাচ্ছেন?

নরেন্দ্র। আজ তিন দিন একটু বেড়েছে।

শরৎ। আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে অসুখ ক'র্‌লেও আমাকে ব'ল্‌তে নাই?

নরেন্দ্র। তোমার পড়া শুনার বাধা জন্মিবে, কাজ কাম নষ্ট হবে, এই জন্যই তোমায় বল্‌তে ইতস্ততঃ করেছি।

শরৎ। আপনার যেমন মন তেমনি করেছেন—বেশ করেছেন।

শরতের প্রাণের যাতনা অনুভব করিয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তুমি দুঃখ করোনা শরৎ, আমার এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে একজন লোক কাছে থাকা দরকার। তবে অনেক সময় একেলা থাকিতে খুব ক্লেশ হয়,—তোমার সঙ্গে কথা বল্লে, তোমার কাছে থা'ক্‌লে একটু আরাম পেতেম বটে, কিন্তু পাছে তুমি নিরাশ হয়ে পড় এই আশঙ্কায়ই তোমায় কিছু বলি নাই।"

এই কথা গুলি শরতের প্রাণে আঘাত লাগিল। শরৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"আপনার কাছে এই রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি কখনও আশা করিনাই! যা'ক্, যা করেছেন—বেশ করেছেন; এখন বলুন দেখি আপনার অসুখটা কি?"

নরেন্দ্র। উদরাময় হয়েছে—আম রক্ত পড়ে, মুখে এমন অরুচি—

কিছুই খেতে ভাল লাগেনা ; রেতে একটু একটু জ্বরও বোধ করি—শরীর এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে ভোর সময় আর উঠ্‌বার শক্তি থাকেনা।

শরৎ জানিতেন, ভয় এবং নিরাশাই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। আজ আর শরৎ একটু কালও নরেন্দ্র বাবুকে ছাড়িয়া অন্য ঘরে থাকিতে পারিলেন না। যাহাতে নরেন্দ্র বাবুর মনে স্ফূর্ত্তিও আশা জন্মে এ উদ্দেশ্যই নানাভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র বাবু শরতের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াও একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তোমার মনে আনন্দ হয়েছে, নতুবা তুমি কেমন করে মনের আহ্লাদে হাসিতেছ ?"

শরৎও হাসিতে হাসিতেই উত্তর করিলেন—"আনন্দেরইত কথা !"

নরেন্দ্র বাবু আস্তে আস্তে শরতের গায় চাপড় মারিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তাই শরতের মুখ খানি ধরিয়া বলিলেন—"শরৎ, একটী চুম খাই ?" শরৎ কিছু না বলিয়া নিজেই নরেন্দ্র বাবুর মুখে একটী চুম খাইলেন। তখন শরতের অধরে হাসি নাই—চোখ দুটী ঈষৎ উন্মীলিত, সে মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বোধ হইল যেন শরৎ কোন একটী মহৎ কাজ করিতেছেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যে এইরূপ ভাব ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয় ত ! শরৎ দুই হাতে নরেন্দ্র বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথাটী লুকাইয়া কিছুকাল চোখ বুজিয়া রহিলেন।

নরেন্দ্র বাবুর রোগের যেন অর্দ্ধেক ভাল হইয়া গেল, শরীরের জ্বালা অনেক কমিয়া গেল।

সূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছেন, পৃথিবী কখন মলিন বসন পরিয়া মলিন মুখ করিয়া বসিয়াছেন, শরৎ নরেন্দ্র তাহার কিছুই জানেন না। তবে নরেন্দ্র বাবুর ঘরের পিছনে একটা বাজের বাসা ছিল। বাজ যখন সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া ডাকিতে লাগিল তখনি শরৎ উঠিয়া লচ্‌মনকে ডাকিলেন। লচ্‌মন আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

শরৎ নরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—"আপনি এই তাকিয়াটায় ঠেস দিয়ে একটু শান্তভাবে বসুন, আমি আস্তে আস্তে একটী গান গাই।"

পুরবী—তাল আড়া।

পিতাগো সন্তানে তব দিবে কি হে দরশন ?
যে ভাবে তোমার ইচ্ছা সে ভাবে কর গ্রহণ।
নাথ তোমার কৃপায়, কেটে যায় সমুদয়,
বাঁচি তোমার কৃপায়, ধরে আছি শ্রীচরণ।
যা কর মঙ্গল হবে, মোহ্ মায়া কেটে যাবে,
হৃদয়ে আলো আসিবে, দেখিব মনোমোহন !
আর কোন ইচ্ছা নাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
শোকে তাপে সুখে দুঃখে হেরি যেন প্রেমানন।

সঙ্গীত শুনিয়া নরেন্দ্র বাবু আকুল হইয়া পড়িলেন—চেঁচিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর নিতান্ত সরল বালকের মত "দয়াময় দয়াময়" বলে পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন, মুখে কথা ফুটিল না—কেবল 'দয়াময় দীনবন্ধু' বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। শরতের দুটী চক্ষে ধারা ছুটিল। নরেন্দ্র বাবু যখন থামিলেন তখন শরৎও প্রাণের আবেগে একটী সরল প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনায় বাক্যের ছটা নাই—ওজস্বিনী ভাষা নাই। সে প্রার্থনার বাক্য কয়েকটী জীবন্ত, তাহাতে ভগ্ন মনে জীবনময়ী আশার সঞ্চার করে। সেই প্রার্থনা শুনিলে "সরল প্রার্থনা মুক্তির জে'ন পরম সাধন"এই সাধু বাক্য আর আমাদের কাছে মৃত থাকিতে পারে না। প্রার্থনা শেষ হইল। শরৎ নরেন্দ্র বাবুকে কি খাইতে দিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেন্দ্র বাবু কিছুই খাইতে চাহিলেন না। শরৎও খাবার জন্য পীড়াপিড়ি করিলেন না। যাহাতে নরেন্দ্র বাবুর একটু ভাল নিদ্রা হয় সেই জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—নরেন্দ্র বাবুর হাত পা টিপিতে লাগিলেন, আস্তে আস্তে মাথাটী টিপিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পরে আজ শরতের শুশ্রূষায় নরেন্দ্র বাবু শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন। শরৎ নরেন্দ্র বাবুকে নিদ্রিত দেখিয়া আস্তে আস্তে অতি সাবধানের সহিত নরেন্দ্র বাবুর হাত হইতে আপনার হাত বাহির করিয়া লইলেন এবং নীচে যাইয়া চাকর চাকরাণীদিগকে উপরে যাইতে নিষেধ করিয়া আসিলেন। নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর চাকর চাকরাণীগণ এমন ভাবে

শিক্ষিত হইয়াছিল যে বাড়ীর কাহারো একটু অসুখের কথা শুনিলে আর তাহারা চেঁচিয়ে সাড়া দিত না। নরেন্দ্র বাবুর ভগ্নী কুলদা ঠা'কৃরুণ তখন নরেন্দ্র বাবুদের দেশে ছিলেন, সুতরাং বাড়ীতে কোন সাড়া শব্দ হইবার কথা ছিল না।

সে রাত্রে আর শরৎ কিছুই খাইলেন না,—নরেন্দ্র বাবুর পার্শ্বে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায়, ততোধিক ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় শরতের যে ভাবে সে রাত্রি কাটিয়া গেল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কখনও কোন পুরুষ বা রমণী নিজকে সেইরূপ অর্থহীন, বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় কল্পনার চক্ষে পতিত দেখিয়া থাকেন, কল্পনার-চক্ষে সংসারের ভীষণ মূর্ত্তি, নৈরাশ্যের ভ্রূকুটি দেখিয়া থাকেন তবে তিনিই জানিবেন কি ভাবে শরতের সেই রাত্রি কাটিয়া গেল—তিনিই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন শরতের প্রাণে কি ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র শরৎ উঠিয়া লচ্‌মনকে ডাকিলেন, লচ্‌মন তখনও সুখে নিদ্রা যাইতেছিল—মাঠা'কৃরুণের ডাক শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল। দুই হাতে চোখ মুচিতে মুচিতে লচ্‌মন উপরে আসিল। শরৎ তাড়াতাড়ি করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া লচ্‌মনের হাতে দিলেন। লচমন তখনি চিঠি লইয়া ছুটিল।

লচ্‌মন চলিয়া যাওয়ার পরেই নরেন্দ্র বাবু জাগিলেন; চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন শরৎ পাশেই বসিয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল কোথা শুয়েছিলে?" শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন— "যাহ'ক্‌ কয়েকদিন পরে আজ তবে বেশ ঘুম হয়েছে,—নয়?"

নরেন্দ্র। তুমি বুঝি কাল আর ঘুমোয় নাই?

শরৎ। না, কাল আর ভাল ঘুম হয় নাই।

নরেন্দ্র। একজনের পাপের সাজা দু জনাকেই ভোগ্‌তে হয়—এই জন্যই মনে বড় অশান্তি জন্মে।

শরৎ। চিরকাল সুখের সুখী হয়ে গেলে আর সুখ কি?—যাঁর সুখে মনে সুখ হয় তাঁর দুঃখে দুঃখী না হতে পা'র্‌লে, তাঁর যন্ত্রণা অনুভব না ক'র্‌তে পা'র্‌লে আর প্রকৃত সুখ কি হলো?

নরেন্দ্র। শরৎ, যে কয়েকদিন অসুস্থ থাকি তুমি আমার কাছছাড়া হ'ওনা।

শরৎ। আপনার অমন মন কেন?—আমার কি কর্ত্তব্য জ্ঞানও নাই?—কঠিন স্বভাব হলে কি মানুষের কর্ত্তব্য বুদ্ধিরও লোপ হয়?

নরেন্দ্র। যাদের হৃদয় কঠিন তাঁরা কি কর্ত্তব্যের দিকে তাকাইয়া চল্‌তে পারেন?—তাঁরা প্রায়ই স্বার্থপর হন।

শরৎ। যা'ক্, ওসব কথা পরে হবে, আপনাকে আজ কি খেতে দিব বলুন দেখি?

নরেন্দ্র। আগে লচ্‌মনকে ডেকে দাও—মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে যা'ক্।

শরৎ। আমিই দিচ্ছি—লচ্‌মন এখন বাড়ী নাই।

নরেন্দ্র। এত ভোরে লচ্‌মন কোথা গেল?

শরৎ। ডাক্তার সাহেবের কাছে পাঠায়েছি।

নরেন্দ্র। তার কথায় কি আর ডাক্তার সাহেব আ'স্‌বেন?

শরৎ। চিঠি দিয়েছি।

পাঠক, কিছুকালের জন্য শরৎ নরেন্দ্রকে ছাড়িয়া আসুন ডাক্তার সাহেবের বিষয়েই একটু আলোচনা করা যাউক। ব্রান্‌সনের বংশীয়দের প্রতি আমরা যে ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেছি, মফস্বলের শ্বেত পুরুষগণের ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমাদের মনে একটা জাতির প্রতি যে বিদ্বেষভাব জন্মিয়া যাইতেছে, পুনঃ পুনঃ নানাভাবে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের যে একদেশদর্শিতা এবং সঙ্কীর্ণতা জন্মিতেছে এই শ্বেতকায় রাজ

কর্ম্মচারীর ব্যবহার দেখিলে হয় ত ক্ষণকালের জন্য সেই ভাবগুলি সমস্তই শিথিলিত হইবে।

ডাক্তার সাহেব প্রতিদিনই ভোর সময়ে অশ্বারোহণে বাহির হন। আজও বাহির হইবেন এমন সময়ে লচ্মন সেলাম করিয়া চিঠি দিল। চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই [illegible] [illegible] [illegible], লচ্মনকে বলিলেন—"বাবুকো ছেলাম দাও, হাম্ আতেঁহে।"

ডাক্তার সাহেব চিঠি হাতে করিয়া মেম সাহেবের ঘরে গেলেন। মেম সাহেব নরেন্দ্র বাবুকে বেশ জানিতেন, নরেন্দ্র বাঁবুর পীড়ার কথা শুনিয়া এবং নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর চিঠিখানি পড়িয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দে'খ্‌তে যাবে?" মেম সাহেব একটু ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"খুব আহ্লাদের সহিত।" আর বিলম্ব না করিয়া তখনই স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলিয়া নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

বেলা প্রায় সাতটা। শরৎ নরেন্দ্র বাবুর মনটা একটু প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এ গল্প সে গল্প করিয়া সময় কাটাইতেছেন এমন সময়ে ডাক্তার সাহেব লচ্মনকে সঙ্গে লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। মেম্ সাহেব নীচে দাঁড়াইয়া যেন কি দেখিতেছিলেন। সাহেবকে দেখিয়াই নরেন্দ্র বাবু শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সাহেব তাড়াতাড়ি যাইয়া নরেন্দ্র বাবুর গায় হাত দিয়া বিছানার উপরে বসিলেন। লচ্মন শরৎকে বলিল—"মেম সাহেব বি আয়া।" শরৎ তৎক্ষণাৎ নীচে যাইয়া মেম সাহেবের সহিত হস্ত-বিকম্পন পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মেম সাহেবকে উপরে লইয়া যাইয়া পড়িবার ঘরে বসিয়া দুজনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

শরৎ সামান্যরূপ ইংরেজী জানিতেন সত্য, কিন্তু বলিতে ওলিখিতে বেশ অভ্যাস ছিল। কিছুকাল পরে মেম সাহেব ও শরৎ দুজনেই নরেন্দ্র বাবুর ঘরে গেলেন। সাহেব বিছানার উপর বসিয়াছিলেন, সুতরাং শরৎ মেম সাহেবকে এক খানি চৌকি দিয়া নিজে আর একখানি চৌকিতে বসিলেন।

শরৎকুমারীকে দেখিয়া সাহেব ইংরাজীতে বলিলেন—"কোন ভয়

নাই।" ইতিমধ্যে লচ্‌মন চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। সাহেব এবং তাঁহার গৃহিণীকে শরৎ নিজ হস্তে বণ্টন করিয়া দিলেন। শরৎ নিজে একটুকুও রাখেন নাই দেখিয়া মেম সাহেব কিছু দুঃখ প্রকাশ করিলেন—মেম সাহেবের প্রীত্যর্থে শরৎকে অগত্যা একটু খাইতে হইল। সাহেব যাইবার সময়ে নরেন্দ্র বাবুর সহিত হস্ত বিকম্পন করিলেন দূর হইতে শরৎকে সেলাম করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন—"আমি রোজই একবার করে আ'স্‌বো, সংবাদ পেলে যখন দরকার তখনি এসে দেখে যাব।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

দুই এক দিন পরেই নরেন্দ্র বাবুর পীড়ার কথা চারিদিকে ছড়িয়া পড়িল। বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া সকলেই কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। নরেন্দ্র বাবুর বিবাহের পর হইতে হিন্দু বন্ধুগণ কেহই আর নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তত মিশিতেন না,নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইতেননা ব্রাহ্ম বন্ধুগণের মধ্যেও প্রায় সকলেই নরেন্দ্র বাবুর স্বাধীন ভাবের জন্য তাঁহাকে পেষণ করিতেন ছাড়িতেননা ব্রাহ্ম ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। নরেন্দ্র বাবু স্বাধীনতার সেবক ছিলেন—সমাজের মুখ চাহিয়া চলিতেন না—সমাজের সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। নরেন্দ্র বাবুর হৃদয়টা বড় প্রশস্ত ছিল—সে হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার লেশ ছিলনা। ব্রাহ্ম হিন্দু, খ্রিষ্টান মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের সহিতই নরেন্দ্র বাবু উদার ভাবে মিশিতেন, সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণকেই সমান ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, সকল সম্প্রদায় হইতেই সার সত্য গ্রহণ করিতেন। নরেন্দ্র বাবুর বন্ধুদের মধ্যে অল্পলোকেই তাঁহার হৃদয়ের উচ্চভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন, সুতরাং প্রায় সকলেরই

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তি ছিল। নরেন্দ্র বাবুর বাক্য কি কার্য্য সম্বন্ধে কাহারো ভ্রান্তি জন্মিয়াছে দেখিয়াও তিনি সে ভ্রম সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইতেননা। নরেন্দ্র বাবুর এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার সমস্ত নির্যাতনের কারণ। ব্রাহ্মগণ দিন দিনই তাঁহার প্রতি কুসংস্কারাপন্ন হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার সহিত সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলি-লেন।

নরেন্দ্র বাবু এই সকল সমাজিক নিষ্পেষণে কখনও ভ্রূক্ষেপও করিতেন না—চারিদিকের মিথ্যা অপবাদ, নানারূপ আন্দোলনের মধ্যেও স্থির ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেন না।

চারিদিকের এই সকল নিষ্ঠুর পেষণে বরং নরেন্দ্র বাবুর জীবন উন্নতই হইয়াছিল; মানুষের নানারূপ হীনতা দেখিয়া মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইবার পরিবর্ত্তে বরং দিন দিনই তিনি প্রেমের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবুর বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা কিছু অভিমানী, যাঁহারা মত সম্বন্ধে কিছু গোঁড়া তাঁহারা আর নরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে গেলেন না। যাঁহারা মত সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াও ক্ষমাগুণের পক্ষপাতী ছিলেন, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া গিয়া হৃদয়ের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন তাঁহারা আর না যাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না।

এদিকে দিন দিনই নরেন্দ্র বাবু দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিছুই খাইতে চাহিতেন না—মুখে রুচি নাই, আবার কিছু খাইলেও হজম করিতে পারিতেন না—পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়াছে। দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন —ডাক্তার সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ দিলেন। শরৎ এবং নরেন্দ্র বাবু কাহারো কথা শুনি-লেন না। নরেন্দ্র বাবু এই মাত্র বলিলেন "উঃ ডাক্তার সাহেব আমার দুঃসময়ে এসেছেন।"

নরেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়া সকলেই নিরস্ত হইলেন। পাঁচ সাত দিন পরে রোগ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল—ডাক্তার সাহেব শরৎকে ডাকিয়া বলিলেন—"রোগ কঠিন, এখনও জীবনের আশা আছে।"

ডাক্তার সাহেবকে এখন দিনের মধ্যে দুই তিনবার আসিতে হয়, কিন্তু একটী দিন একটীবারেরও ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। শরৎ দুই তিন দিন অনেক মিনতি করিয়া বলিয়াছেন, কিছুতেই ডাক্তার সাহেবকে অর্থ গ্রহণে সম্মত করিতে পারেন নাই। অবশেষে একদিন শরতের সম্মানার্থেই সাহেব অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার নরেন্দ্রবাবুর হস্তে টাকা কয়েকটী দিয়া ইংরেজীতে বলিলেন—"তুমি আমার এই টাকা কয়েকটী রাখ—এখন তোমার খরচ পত্রের দরকার এই সময়ে এই টাকা কয়েকটী তোমার কোন প্রয়োজনে লাগিয়াছে শুনিলে সুখী হইব। আমাকে যখন এইরূপ অভাবে পতিত দেখিবে তখন ফিরায়ে দিও।"

দর্শক গণের মধ্যে শরতের ভাব দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেহ কখনও শরতের মুখ মলিন দেখিতেন না, কেহ কখনও শরৎকে কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন দেখিতেন না। শরৎ যেমন দিবানিশি নরেন্দ্র বাবুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেন তেমনি দর্শকগণকে সমাদর করিতেন। লচ্‌মন ভিন্ন শরতের সাহায্য কারীও আর কেহ ছিলনা—অথচ রোগীর ঔষধ পথ্য, সেবা শুশ্রূষা, লোক জনকে অভ্যর্থনা এবং অর্থের যোগাড় করা এসমস্ত কার্য্যই তিনি নিঃশব্দে সমাধা করিতে লাগিলেন। কাহাকেও কিছু জানিতে দিতেন না, অথচ এমন কৌশলেই সমস্ত যোগাড় করিতেন যে কাহারো টের পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। শরতের হাতে এক পয়সাও ছিলনা। নরেন্দ্র বাবুর কাছে যে কিছু টাকা ছিল শরৎ তাহা জানিতেন; কিন্তু কত টাকা আছে কোথায় আছে তাহার কিছুই জানিতেননা। শরৎ ভাবিলেন হাতের টাকা আগে খরচ করিতে নাই— যখন জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়াও অকুলন হইবে তখনই নরেন্দ্র বাবুর নিকট টাকা চাহিবেন।

লচ্‌মনকে ঘড়া গাড়ু, থালা বাসন দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাজারে পাঠাইয়া দেওয়াই শরতের দিনের প্রথম কার্য্য ছিল। সোণা রূপার গয়না গুলি আগে হাত হইতে ছাড়িলেন না, কিন্তু অবশেষে শাল বনাত মাত্র রাখিয়া ধাতু দ্রব্য যাহা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিতে হইল। ডাক্তার সাহেবকে কিছুই দিতে হইতনা বটে কিন্তু ঔষধ পথ্য এবং সংসারের খাওয়ার খরচেই

ঢের টাকার আবশ্যক হইতে লাগিল। এক দিন নরেন্দ্র বাবুর অনেক দিনের আলাপী এক জন বড় লোক বন্ধু শরৎ কুমারীরকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"কিভাবে খরচ পত্র চল্‌ছে?"

শরৎ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিতই উত্তর করিলেন—"একরূপ চলে যাচ্ছে।"

শরতের এ উত্তরে সেই ভদ্র লোকটী নিরস্ত হইলেননা, তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করে চালাচ্ছেন?"

শরৎ এবারে একটু চিন্তার মধ্যে পড়িলেন, একটু ভাবিয়া বলিলেন—"টাকার জন্য কি কিছু আট্‌কায়?—চেষ্টা ক'র্‌লেই টাকা পাওয়া যায়।"

ভদ্র লোকটী এই কথার পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন—"ধরুন এই একশত টাকার নোট, এখন ধার স্বরূপই দিচ্ছি, সময় হলে পরিশোধ ক'র্‌বেন।"

শরৎ নোট খানি গ্রহণ না করিয়া নম্রভাবে বলিলেন—"আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না—এখনও আমার সাহায্য লইবার উপযুক্ত অবস্থা আসে নাই। আপনি নোট খানি ফেরত নিন,—দরকার হলে দিবেন। আপনার এইরূপ দয়ার পরিচয় পেয়েই আমি আপনার নিকটে ঋণী হয়ে পড়েছি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র বাবুর জীবনের আর আশা নাই। ডাক্তার সাহেব দুই দিন পর্য্যন্ত আইসেন না—জওয়াব দিয়াছেন। দর্শকগণের মধ্যে যাঁহার যে ঔষধে বিশ্বাস ছিল, শরতের অনুমতি লইয়া তিনিই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। নরেন্দ্র বাবুর রোগের যাতনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল। সে যম যাতনা দেখিয়া আর আপনা জন স্থির থাকিতে পারে না, সে অবস্থা দেখিয়া আর বন্ধুবান্ধবের মনে শান্তি থাকিতে পারে না, নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে এত লোক জন আসা যাওয়া করিতেছেন, তবু যেন বাড়ীটী নীরব, বাড়ীর বিড়াল কুকুর গুলিও যেন শোকের চিহ্ন দেখিয়া নীরব হইয়া রহিয়াছে।

রোগীর কাছে আসিয়া সকলেই যেন রুগ্ন হইয়া পড়েন, কাহারো নয়নে জীবন্ত-ভাব নাই, কাহারো মুখে আশার কথা নাই—সকলেই নীরব হইয়া থাকেন। তিন দিন পরে আজ আবার ডাক্তার সাহেব দেখিতে আসিলেন,দর্শক-গণের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—"আজকার রাত কাটান কি না সন্দেহ।" ডাক্তার সাহেব আজ আর শরৎকে ডাকিলেন না, শরতের কাছে কিছুই বলিলেন না। আর কিই বা বলিবেন? শরৎ বেশ বুঝিয়া-ছিলেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, বেশ জানিয়াছিলেন,তাঁহার হৃদয়ের ধন যম অপহরণ করিতে আসিয়াছে। বুঝিয়াও তিনি বিশ্বাসের উপর অটল অচল হইয়া দাঁড়াইলেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীর শুশ্রূষা ও সদ্গতির জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন।

দিনমণি অস্ত গিয়াছেন। কখন সন্ধ্যা হইয়াছে নরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর লোকের আজ আর হুশ নাই। সকলেই যেন মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শরৎ আজ আর অন্য কোন কাজ না দেখিয়া সারাদিন নরেন্দ্র বাবুর শয্যার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। আজ শরতের মুখ গম্ভীর, ঘরের ভিতর লোকজন রহিয়াছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, নিমীলিত নেত্রে স্বামীর হাত দুটী ধরিয়া রহিয়াছেন, এক একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া স্বামীর ভগ্ন শরীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। নরেন্দ্র বাবুর বিছানার উপরে আর কেহ নাই, দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই ঘরে অন্য আসনে বসিয়া রহিয়াছেন, কেহ কেহ অন্যঘরে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। রোগীর মৃত্যু যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শরৎ আর সহ্য করিতে পারিলেন না—নরেন্দ্র বাবুর মুখ খানি ধরিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—"ভয় নাই!—এই ত মা ধরে বসেছেন!" শরতের কথা শুনিয়া কে যেন কাঁদিয়া উঠিলেন, শরতের চোখে জল আসিল না। শরৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"অন্তিমকাল উপস্থিত, এখন সেই দীনবন্ধুকে স্মরণ করুন!" শরতের কোন কথা নরেন্দ্র বাবুর কাণে গেল না।

শরৎ দেখিলেন, তাঁহার জীবন পাখী পিঁজরা ভাঙ্গিয়া চলিল, যে স্বর্ণ পিঞ্জরে দুইটী পাখী এতদিন একত্রে বদ্ধ হইয়া এক বোল শিখিতেন, এক গান গাহিতেন, এক জিনিষ খাইতেন, এবং এক দাঁড়ে বসিতেন শরৎকে উড়াইয়া দিয়া কে যেন সেই সাধের খাচাখানি কাড়িয়া লইতে আসিল।

যাঁহার শরীরে এক বিন্দু ঘাম দেখিলে শরতের ক্লেশ হইত, আজ বুকে পাষাণ বাঁধিয়া শরৎ দেখিতেছেন সেই প্রিয়তমের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, চক্ষু উর্দ্ধটান হইয়াছে। যাঁহার একটু ক্ষীণ স্বর শুনিলে শরৎ চমকিয়া উঠিতেন, আজ কেমন করিয়া তাঁহারই মুখে ভাষাহীন হৃদয়বিদারক স্বর শুনিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন?

শরৎ কুমারী যে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত সমস্ত সহ্য করিতেছেন অল্প বিশ্বাসী আমরা তাহার কি বুঝিব?

শরতের পার্শ্বে একটী বাতি জ্বলিতেছে, তাহাতে ... করিয়া সমস্ত দেখা যায় না। শরৎ সেই বাতিটী ধরিয়া দেখিলেন নিশ্বাস ক্রমেই ঘন ঘন বহিতেছে—আর বেশী বিলম্ব নাই। এবারে আর শরৎ হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না—এবারে হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। শরৎ করুণস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ—"মা, জগৎজননি! তুমি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছ?—মা! তুমি কি আমায় ছাড়িয়া গিয়াছ! তোমার ধন তুমি ফিরাইয়া লইবে?—লও মা,—এই লও তোমার সন্তানকে কোলে লও! মা! আজ বড় বিপদের দিন—আজ বড় ভয় পাইয়া তোমায় ডাকিতেছি! একবার অভয়বাণী শোনাও, একবার দাসীকে বুঝ্‌তে দাও তুমি আমার জীবন-সখাকে গ্রহণ করিলে। একবার দয়া কর,—দয়াময়ি! আজ সন্তানের সমস্ত পাপ, সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাইতে হইবে, আজ দুর্ব্বল সন্তানকে কোলে করিয়া পার করিতে হইবে!" সে প্রার্থনা শুনিয়া কার সাধ্য স্থির থাকিবে? চারিদিক হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল—কেহ প্রার্থনা করিতেছেন, কেহ হৃদয়ের আবেগে সঙ্গীত করিতেছেন—গম্ভীর প্রার্থনা ধ্বনিতে গৃহটী গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তখনকার সেই স্বর্গীয়ভাব যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। সে ভাব দেখিয়া কত পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, কত নাস্তিক বিশ্বাসী হইল! ধন্য দয়াময়! তোমারই জয়, প্রভো! তুমি পাষণ্ডকে হাতে ধরিয়া দেখাইয়াছ, আজিও সে ভাব মনে পড়িলে শরীর কাঁপিয়া উঠে, চক্ষে জল আইসে!

সমাপ্ত।